উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৯ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 23 April 2026 Thursday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 333

পশ্চিমবঙ্গকে

ভয়মুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত এবং সমৃদ্ধ করে তুলুন

ভয় OUT ভরসা IN BJP কে ভোট দিন

বিজেপি

পাল্টানো দরকার

চাই বিজেপি সরকার

Certificate Number - 257/2026

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
২৩ এপ্রিল ২০২৬

পড়াশোনা

ইংরেজি বাক্যাংশের ধারণা

পীযূষ সূত্রধর, *শিক্ষক*
তপসিখাতা উচ্চবিদ্যালয়
আলিপুরদুয়ার

Joining করতে তিন প্রকারের Sentence বা বাক্য যেমন-Simple, Complex এবং Compound-এর গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণার প্রয়োজন। আবার এই তিন ধরনের Sentence বা বাক্য শনাক্ত করতে ভালোভাবে Clause জানতে হবে।

ইংরেজি গ্রামারে Joining করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় Clause বা বাক্যাংশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে। Joining করতে তিন প্রকারের Sentence বা বাক্য যেমন-Simple, Complex এবং Compound-এর গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণার প্রয়োজন। আবার এই তিন ধরনের Sentence বা বাক্য শনাক্ত করতে ভালোভাবে Clause জানতে হবে।

তাই আজ Clause বা বাক্যাংশ বা খণ্ডবাক্য কী এবং কত প্রকারের তা উদাহরণ সহ সহজ আলোচনার মাধ্যমে তোমাদের কাছে উপস্থাপন করছি।

সহজ সংজ্ঞার মাধ্যমে প্রথমে জেনে নিই, Clause বা বাক্যাংশ কাকে বলে-

A clause is a group of words having a subject and a predicate (বা finite verb) of its own but forming a part of a bigger sentence.

অর্থাৎ, Clause বা বাক্যাংশ হল একটি বাক্যের মতো শব্দসমষ্টি যার নিজস্ব Subject বা উদ্দেশ্য এবং Predicate বা বিধেয় থাকে কিন্তু এটি একটি বৃহত্তর বাক্যের অংশমাত্র।

Clause মূলত দুই ধরনের - 1) Principal বা Main Clause যাকে Independent Clause বা স্বাধীন বাক্যাংশও বলা হয় এবং 2) Subordinate Clause বা অধীন বাক্যাংশ যা Dependent Clause নামেও পরিচিত।

Principal Clause is a clause which has a complete sense and it does not depend on any other clause in a sentence. যেমন- Mousumi said that she is ill. এই বাক্যে 'Mousumi said' হল Principal Clause এবং 'that she is ill' হল Subordinate Clause.

এবারে Subordinate Clause সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যাক।

Subordinate Clause is a clause which does not make complete sense and it depends on the Principal Clause in the sentence.

অর্থাৎ, Subordinate Clause বাক্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না এবং এটি Principal Clause-র ওপর নির্ভরশীল।

যেমন- I know that Ahiri is honest. এই বাক্যে 'that Ahiri is honest' একটি Subordinate Clause যার সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে হলে Principal Clause 'I know' -র ওপর নির্ভর করতে হয়।

Principal Clause-এর কোনও প্রকারভেদ নেই।

কিন্তু Subordinate বা Dependent Clause তিন প্রকারের। সেগুলি হল- ১) Noun Clause or Nominal Clause, ২) Adjective Clause or Relative Clause, ৩) Adverbial Clause.

■ **Noun Clause বা Nominal Clause :**

Noun or Nominal Clause functions like nouns or noun phrases অর্থাৎ Noun বা Nominal Clause Noun বা Noun phrases-এর মতো কাজ করে। এই বাক্যে What দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর আসে সেই Clause বা বাক্যাংশকে Noun বা Nominal Clause বলে। যেমন- ১) I hope that it will rain soon. ওপরের এই বাক্যে that it will rain soon clause-টি Noun-এর কাজ করছে। তাই এটি Noun বা Nominal Clause।

২) That Biswarup is a renowned literary critic is known to all. ওপরের এই বাক্যে That Biswarup is a renowned literary critic এই Clause বা বাক্যাংশটি এই বাক্যে Noun-এর মতো কাজ করছে। তাই এটি একটি Noun বা Nominal Clause।

■ **Adjective Clause or Relative Clause :**

The clause that works as an adjective or adjective phrase in the sentence is called Adjective or Relative Clause. অর্থাৎ বাক্যে যে Clause বা খণ্ডবাক্য Adjective বা Adjective phrase-এর মতো কাজ করে তাকে Adjective Clause বা Relative Clause বলে।

যেমন- ১) I saw the boy who came here yesterday. ওপরের এই বাক্যে who came here yesterday - এই Clause-টি বাক্যে Adjective-এর মতো কাজ করছে। এখানে who হল relative Pronoun এবং তার আগে the boy হল antecedent।

আরও কিছু Adjective Clause-এর উদাহরণ দেওয়া হল-

১) This is the place where I was born.

২) Tell me the time when he will arrive.

এখানে ১ নম্বর বাক্যে the place (Noun)-কে where I was born বাক্যাংশটি modify করেছে। তাই এটি Subordinate Clause এবং ২ নম্বর বাক্যে the time (noun)-কে subordinate clause 'when he will arrive' modify করেছে।

■ **Adverbial Clause :**

A Subordinate Clause that does the work of an adverb is called an adverbial Clause. অর্থাৎ বাক্যে যে Subordinate Clause একটি Adverb-এর মতো কাজ করে তাকে Adverbial Clause বলা হয়। এবং এটি স্বাধীন খণ্ডবাক্যের (Principal Clause) ক্রিয়া, বিশেষণ বা অন্য একটি adverb-কে বিশেষিত (modify) করে। এটি সাধারণত although, because, if, when, where ইত্যাদি conjunction দ্বারা শুরু হয়।

উদাহরণ : Rakesh came when I was there.

এখানে, 'when I was there' অংশটি Adverbial Clause of Time হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

Adverbial Clause চেনার উপায় :

ক্রিয়াকে 'কখন', 'কোথায়', 'কেন', 'কীভাবে', বা 'কী শর্তে' প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটিই Adverbial Clause।

এছাড়াও আর একটি Clause রয়েছে যাকে বলা হয় Co-ordinate Clause বা সমতুল্য বাক্যাংশ।

Co-ordinate Clause বা সমশ্রেণিভুক্ত বাক্যাংশ হল এমন স্বাধীন বাক্যাংশ যা and, but, or, for, nor, so, yet ইত্যাদি Co-ordinating Conjunction দ্বারা যুক্ত হয়ে সমমর্যাদায় থেকে একটি Compound Sentence বা যৌগিক বাক্য গঠন করে। এই Compound Sentence বা যৌগিক বাক্যে প্রতিটি বাক্যাংশ স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে এবং এরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়। সহজভাবে বলা যেতে পারে, যখন দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্যাংশ (Principal/Main/Independent Clause) সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে Compound sentence বা যৌগিক বাক্য গঠিত হয়, তখন সেই যৌগিক বাক্যের প্রতিটি Clause হল Co-ordinate Clause বা সমতুল্য বাক্যাংশ।

উদাহরণ: He is poor but he is honest. এই বাক্যে

He is poor (সে গরিব) - একটি Co-ordinate Clause এবং একটি স্বাধীন বাক্যাংশ এবং he is honest (সে সৎ) - আর একটি Co-ordinate Clause এবং একটি স্বাধীন বাক্যাংশ।

এখানে 'but' দ্বারা দুটি সমমানের Clause (মূলত Principal/Main/Independent Clause) যুক্ত হয়েছে।

আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :

1)Ayurdhya went there and found him ill.

2)Pranjal was ill so Pranjal remained absent.

3)Malen was tired so he went to bed.

4) Chandan plays the violin and his brother Krishna plays the guitar.

আলোচনার শুরুতেই বলেছি, ইংরেজি ব্যাকরণে Clause বা খণ্ডবাক্য এবং three types of Sentences based on structure (Simple, Complex ও Compound) একে অপরের সঙ্গে জড়িত। খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশ হল বাক্যের গাঠনিক উপাদান।

গঠন অনুসারে Sentence বা বাক্যের ধরন (simple, complex বা compound) নির্ধারণ করা হয় সেই বাক্যে কয়টি এবং কী ধরনের Clause বা খণ্ডবাক্য ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে।

অর্থাৎ তিন প্রকারের বাক্য (Simple, Complex এবং Compound) এবং Clause-এর মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। Clause-এর ধারণা না থাকলে এই তিন ধরনের Sentence-কে identify করা সম্ভব নয়। তাই এই বিষয়টিও সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা দরকার :

❑ **Simple Sentence বা সরল বাক্য :**

It consists of one independent clause অর্থাৎ একটি Simple Sentence বা সরল বাক্যে শুধুমাত্র একটি Independent Clause বা স্বাধীন খণ্ডবাক্য থাকে।

এই বাক্যে একটিমাত্র Subject বা উদ্দেশ্য এবং একটিমাত্র Finite Verb বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে।

উদাহরণ: She studies in Class-V. এই বাক্যে একটি মাত্র Clause বা খণ্ডবাক্য রয়েছে, যা নিজে একটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

❑ **Complex Sentence বা জটিল বাক্য :**

It is composed of one independent clause and atleast one dependent clause. অর্থাৎ একটি Complex Sentence-এ একটি Independent Clause এবং এক বা একাধিক Dependent Clause বা অধীন খণ্ডবাক্য থাকে এবং Dependent Clause-টি Subordinating Conjunction যেমন- although, when, if, because বা Relative Pronoun যেমন- that, who, which ইত্যাদি দ্বারা শুরু হয়।

❑ **Compound Sentence বা যৌগিক বাক্য :**

It contains two or more independent clauses joined by a co-ordinating conjunction অর্থাৎ একটি Compound Sentence-এ দুই বা ততোধিক Independent Clause থাকে এবং এই Clause গুলো Co-ordinating Conjunction যেমন- for, and, nor, but, or, yet, so ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত থাকে।

উদাহরণ: It was raining so I stayed home. ওপরের বাক্যে It was raining এবং I stayed home দুটিই Independent Clause বা স্বাধীন খণ্ডবাক্য।

ওপরের আলোচনা থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, Joining এবং তিন ধরনের বাক্য (সরল, জটিল ও যৌগিক) সঠিকভাবে বুঝতে হলে Clause বা খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশ জানতেই হবে।

আলোচনায় জ্ঞানচক্ষু

মৌমিতা বসাক, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

মাধ্যমিক বাংলা

১. 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটির উৎস লেখো।

উ: আশাপূর্ণা দেবীর লেখা 'কুমকুম' গল্পসংকলন থেকে জ্ঞানচক্ষু গল্পটি গৃহীত হয়েছে।

২. "এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের"- কোন বিষয়ের কথা বলা হয়েছে?

উ: লেখকরা যে তপনের বাবা, ছোটমামা বা মেজোকাকুর মতো একজন সাধারণ মানুষ -সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের।

৩. "নতুন মেসোমশাই বুঝবে"- কী বুঝবেন?

উ: তপনের লেখক মেসোমশাই তপনের গল্প লেখার প্রকৃত মূল্য বুঝবেন বলে তপনের মনে হয়েছিল।

৪. তপনের বাড়িতে তপনের কী কী নাম দেওয়া হয়েছে?

উ: গল্প লেখার কথা জানার পর বাড়িতে তপনকে কবি, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছে।

৫. কখন তপন ভয়ানক উত্তেজনা অনুভব করে?

উ: লেখক ছোট মেসোকে দেখে তপন যখন নিজের চেষ্টায় তিনতলার সিঁড়িতে একাসনে বসে আস্ত একটা গল্প লিখে ফেলে তখন নতুন সৃষ্টির আনন্দে উত্তেজনা অনুভব করে।

৬. "তপন কৃতার্থ হয়ে বসে বসে দিন গোনে"- কৃতার্থ হওয়ার কারণ কী?

উ: তপনের আনকোরা হাতে লেখা প্রথম গল্পটি লেখক-মেসোমশাই ছাপিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে তপন কৃতার্থ হয়ে যায়।

৭. "যেন নেশায় পেয়েছে"- কার, কোন নেশার কথা বলা হয়েছে?

উ: নতুন লেখক মেসোমশাই-এর কাছ থেকে গল্প ছাপিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি পেলে উৎসাহিত তপন একের পর এক অনেকগুলো গল্প লিখে ফেলে। গল্প লেখার এই নেশার কথা বলা হয়েছে।

৮. "পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?" কোন ঘটনাটি অলৌকিক?

উ: তপনের নিজের লেখা গল্প তার নাম সহ কোনও পত্রিকায় ছেপে প্রকাশিত হবে এই ব্যাপারটি তপনের কাছে অলৌকিক মনে হয়েছে।

৯. তপনের বয়সি আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের লেখার সঙ্গে তপনের লেখার তফাত কী?

উ: তপনের বয়সি ছেলেমেয়েরা সাধারণত রাজারানি, খুন জখম অ্যাক্সিডেন্ট অথবা খেতে না পেয়ে মরা - এইসব নিয়ে গল্প লেখে। কিন্তু তপনের লেখার বিষয় ছিল তার স্কুলের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা, এটার গুণগত মান ভালো।

১০. তপন প্রথম কোনটা ঠাট্টা ভেবেছিল?

উ: নতুন লেখক মেসোমশাই যখন তপনকে জানায় তার গল্প দিব্যি হয়েছে, এমনকি একটু সংশোধন করে দিয়ে ছাপতেও দেওয়া যায়, তখন এই কথাটা তপনের ঠাট্টা বলে মনে হয়েছে।

১১. "না করতে পারবে না"- কে, কাকে, কী বিষয়ে না করতে পারবে না?

উ: তপনের লেখক ছোট মেসো 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার সম্পাদককে তপনের লেখা গল্প ছাপিয়ে দিতে অনুরোধ করলে সম্পাদকমশাই না করতে পারবেন না।

১২. "সারাবাড়িতে শোরগোল পড়ে যায়"- শোরগোলের কারণ কী?

উ: তপনের লেখা গল্প ছাপার অক্ষরে সন্ধ্যাতারা পত্রিকাতে সত্যি সত্যিই প্রকাশিত হতে দেখে তপনের বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায় সবার মধ্যে।

১৩. "ক্রমশও কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে"- কোন কথার কথা বলা হয়েছে?

উ: 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় তপনের গল্প ছাপা হয়েছে মূলত ছোট মেসোর কারণেই, তিনি কারেকশন করে দিয়েছেন বলেই ছাপানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

১৪. "বোবার মতো বসে থাকে"- কে, কেন বোবার মতো বসে থাকে?

উ: নিজের লেখা গল্প ছেপে বেরোনোর পর পড়তে গিয়ে তপন দেখতে পায় কারেকশনের নাম করে ছোট মেসো লেখার আগাগোড়া সবটাই বদলে দিয়েছেন। তাই স্তম্ভিত হয়ে তপন বোবার মতো বসে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে পরমাণুর নিউক্লিয়াস

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'পরমাণুর নিউক্লিয়াস' থেকে মোট 5 নম্বরের প্রশ্ন থাকবে।

মাধ্যমিকে এই অধ্যায় থেকে পুরো নম্বর পেতে ভৌতবিজ্ঞানের পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। মনে রাখবে পাঠ্যবইয়ের কোনও বিকল্প নেই। কোনও টপিক না বুঝে মুখস্থ করবে না। ভালোভাবে টপিকগুলো বুঝে নিয়মিত উত্তর লেখা অভ্যাস করতে হবে। 'পরমাণুর নিউক্লিয়াস' অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হল -

1. বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) :

1.1) পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে -

a) ইলেক্ট্রন ও প্রোটন b) ইলেক্ট্রন ও নিউট্রন c) প্রোটন ও নিউট্রন d) ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন

1.2) প্রতিটি আলফা কণার আধান হল-

a) +1 একক b)+2 একক c) - 1 একক d) - 2 একক

1.3) নিউক্লিয় রিঅ্যাক্টরে মডারেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয় - a) লেড b) ভারী জল c) ইউরেনিয়াম - 235 d) ক্যাডমিয়াম

1.4) সূর্যের শক্তির মূল উৎস হল -

a) নিউক্লিয় সংযোজন b) নিউক্লিয় বিভাজন c) নিউক্লিয় সংযোজন ও নিউক্লিয় বিভাজন d) কোনওটিই নয়

1.5) কোন কণার ভর সর্বোচ্চ?

a) বিটা কণা b) আলফা কণা c) গামা রশ্মি d) কোনওটিই নয়

1.6) তেজস্ক্রিয়তার SI এককটি হল-

a) কুরি b) রাদারফোর্ড c) বেকারেল d) কোনওটিই নয়

1.7) ইলেক্ট্রনের বিপরীতধর্মী কণাটি হল-

a) প্রোটন b) নিউট্রন c) পজিট্রন d) হিলিয়াম

1.8) একটি বিটা কণার ভর একটি ইলেক্ট্রনের ভরের

a) সমান b) অর্ধেক c) দ্বিগুণ d) তিনগুণ

1.9) তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে বিটা কণা নিঃসরণের ফলে উৎপন্ন পরমাণুর-

a) ভরসংখ্যা কমে b) পারমাণবিক সংখ্যা কমে c) ভরসংখ্যা বাড়ে d) পারমাণবিক সংখ্যা বাড়ে

1.10) নিউক্লিয় বিভাজনের ক্ষেত্রে আদর্শ প্রক্ষেপক হল

a) নিউট্রন b) প্রোটন c) আলফা কণা d) গামা রশ্মি

1.11) কোনটি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌল নয়?

a) পোলোনিয়াম b) নেপচুনিয়াম c) রেডিয়াম d) থোরিয়াম

1.12) কোনটির ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি?

a) গামা রশ্মির b) বিটা রশ্মির c) আলফা রশ্মির d) আলোকরশ্মির

1.13) 92 পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে একটি আলফা কণা নির্গত হলে উৎপন্ন পরমাণুর পরমাণু ক্রমাঙ্ক হয়-

a) 90 b) 91 c) 92 d) 93

1.14) নীচের কোনটি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ? -

a) ক্যাথোড রশ্মি b) আলফা রশ্মি c) বিটা রশ্মি d) গামা রশ্মি

1.15) তেজস্ক্রিয় মৌল সর্বশেষে কোন মৌলে পরিণত হয়?

a) কোবাল্ট b) লেড c) টাংস্টেন d) রেডিয়াম

উ: 1.1- c, 1.2- b, 1.3- b, 1.4- a, 1.5- b, 1.6- c, 1.7- c, 1.8- a, 1.9- d, 1.10- a, 1.11- b, 1.12- a, 1.13- a, 1.14- d, 1.15- b.

2. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (VSAQ) :

2.1) তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন

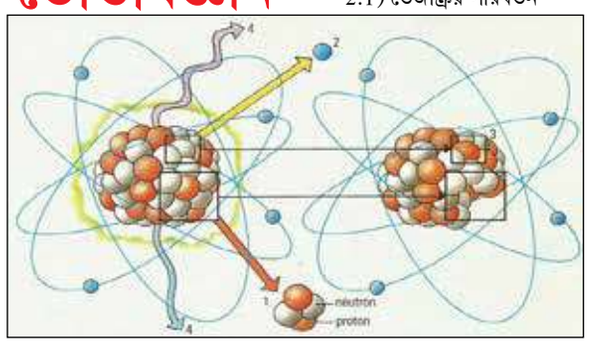

পরমাণুর কোথায় সংগঠিত হয়?

উ: তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সংগঠিত হয়।

2.2) তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়া একমুখী না উভমুখী?

উ: তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়া সর্বদা একমুখী।

2.3) ধনাত্মক আধানযুক্ত তেজস্ক্রিয় কণার নাম লেখো।

উ: ধনাত্মক আধানযুক্ত তেজস্ক্রিয় কণা হল আলফা কণা।

2.4) কোনও তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে কোন তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হলে পারমাণবিক সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে?

উ: গামা রশ্মি।

(চলবে)

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

বংশগতি সম্পর্কিত আলোচনা

সুপর্ণা দাস, *শিক্ষক*
নন্দপ্রসাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি

● **বংশগতি কাকে বলে?**

উ : যে প্রক্রিয়ায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততিতে বা অপত্যের দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে বংশগতি বলে।

● **বংশগতি সম্পর্কিত নীচের শব্দ দুটি ব্যাখ্যা করো- লোকাস, অ্যালিল।**

উ : লোকাস- ক্রোমোজোমের ওপর যে স্থানে কোনও জিন অবস্থান করে সেই স্থানটিকে লোকাস বলে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট অংশে অবস্থান করে, ক্রোমোজোমের এই অংশটিকে জিনের লোকাস বলে।

অ্যালিল- সমসংস্থ ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট বিন্দুতে একই জিনের বিভিন্ন রূপভেদকে অ্যালিল বলে। সাধারণত জীবের কোনও একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একজোড়া অ্যালিল থাকে। যেমন মটর গাছের বীজের চরিত্র নিয়ন্ত্রণকারী দুটি বিপরীত অ্যালিল হল R ও r।

● **বংশগতির বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তুলতে মেন্ডেলের মটর গাছ সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলো যুগান্তকারী। মেন্ডেলের সাফল্যের দুটি কারণ লেখো।**

উ : সংকরায়ণ পরীক্ষায় মেন্ডেলের সাফল্য লাভের দুটি কারণ হল-

ক) মেন্ডেল সংকরায়ণ পরীক্ষাকালে কেবল একজোড়া কিংবা দু'জোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে পরীক্ষাগুলির সহজে সম্পন্ন হয়েছিল।

খ) মেন্ডেল প্রতিটি পরীক্ষালব্ধ ফলাফল তিনটি বংশানুক্রম পর্যন্ত পর্যালোচনা করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সর্বক্ষেত্রে অনুপাতের ভিত্তিতে সূত্র নির্ধারণ সহজ হয়েছিল।

● **বংশগতিতে প্রকরণ বলতে কী বোঝো?**

উ : জিনের মাধ্যমে বা পরিবেশের প্রভাবগত কারণে একই প্রজাতিভুক্ত জীবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, তাকে ভেদ বা প্রকরণ বলে।

যেমন- মানুষের ক্ষেত্রে প্রকরণের উদাহরণ হল মুক্ত ও সংযুক্ত কানের লতি।

● **একটি X ক্রোমোজোম বাহিত ও একটি Y ক্রোমোজোম বাহিত রোগের নাম লেখো।**

উ : X ক্রোমোজোম বাহিত বংশগত রোগ হল- হিমোফিলিয়া।

Y ক্রোমোজোম বাহিত একটি বংশগত রোগ হল কানের লতিতে চুল।

ঘ. yyrr জিনোটাইপ সবুজ কুঞ্চিত মটর গাছ উৎপন্ন করে।

● **দ্বিসংকর জনন পরীক্ষায় F1 জনুতে উৎপন্ন শংকর উদ্ভিদ YyRr থেকে সকল সম্ভাব্য গ্যামেটগুলি কী কী হতে পারে?**

উ : YyRr থেকে উৎপন্ন সম্ভাব্য গ্যামেটগুলি হল- YR, Yr, yR, yr।

● **ফিনোটাইপ জিনোটাইপের ওপর নির্ভর করলেও জিনোটাইপ ফিনোটাইপের ওপর নির্ভর করে না- ব্যাখ্যা করো।**

উ : কোনও জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির বাহ্যিক প্রকাশকে ফিনোটাইপ বলে। অপরপক্ষে জীবের নির্দিষ্ট জিনগত গঠন জিনের সংযুক্তিকে জিনোটাইপ বলে। অর্থাৎ, ফিনোটাইপ নির্ধারিত হয় নির্দিষ্ট জিনগত সংকেত বা জিনোটাইপ দ্বারা কিন্তু ফিনোটাইপ কখনোই জিনের সংকেত বা জিনোটাইপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যেমন- TT, Tt জিনোটাইপ লম্বা ফিনোটাইপ প্রকাশ করে। কিন্তু লম্বা বৈশিষ্ট্য TT, Tt-কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সুতরাং, ফিনোটাইপ জিনোটাইপের ওপর নির্ভর করে না কিন্তু জিনোটাইপ ফিনোটাইপের ওপর নির্ভর করে।

● **ভিন্ন ভিন্ন জিনোটাইপ একই ফিনোটাইপ উৎপন্ন করে- দ্বিসংকর জননের পরীক্ষার উদাহরণ নিয়ে বক্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ করো।**

উ : মেন্ডেলের দ্বিসংকর জননের F2 জনুতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন জিনোটাইপ একই ফিনোটাইপ উৎপন্ন করে।

যেমন- ক. YYRR, YYRr, YyRR, YyRr জিনোটাইপগুলি হলুদ গোলাকার বীজযুক্ত মটর গাছ উৎপন্ন করে।

খ. YYrr, Yyrr জিনোটাইপ দুটি হলুদ কুঞ্চিত বীজযুক্ত মটর গাছ উৎপন্ন করে।

গ. yyRR, yyRr জিনোটাইপ দুটি সবুজ গোলাকার বীজযুক্ত মটর গাছ উৎপন্ন করে।

● **মেন্ডেলের একসংকর জনন থেকে প্রাপ্ত সূত্রটি বিবৃত করো।**

উ : মেন্ডেলের একসংকর জনন থেকে প্রাপ্ত সূত্রটি হল পৃথকভবনের সূত্র। এই সূত্রটি হল- কোনও জীবের একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নয় উপরন্তু প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে যে কোনও বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্ভাব্য সকল প্রকার সমন্বয়ে সঞ্চারিত হয়।

● **একজন বর্ণান্ধ রোগের বাহক মহিলা একজন বর্ণান্ধ পুরুষকে বিবাহ করল। তাদের একটি কন্যাসন্তান হল। এই কন্যাসন্তানটির বর্ণান্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কতটা বিশ্লেষণ করে লেখো।**

উ : যেহেতু মা বর্ণান্ধ রোগের বাহক তাই মায়ের একটি X ক্রোমোজোম আক্রান্ত কিন্তু অপর X ক্রোমোজোমটি স্বাভাবিক। বাবা যেহেতু আক্রান্ত বাবার X ক্রোমোজোমটি আক্রান্ত। যেহেতু কন্যার ক্ষেত্রে একটি X ক্রোমোজোম জনিতৃ জনু থেকে অপত্য জনুতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় একত্রিত হলেও বৈশিষ্ট্য বা ফ্যাক্টরগুলি কখনও মিশ্রিত হয় না বরং গ্যামেট গঠনকালে বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পর পৃথক হয়ে যায়।

● **মেন্ডেলের দ্বিসংকর জনন থেকে প্রাপ্ত সূত্রটি বিবৃত করো।**

উ : মেন্ডেলের দ্বিসংকর জনন থেকে প্রাপ্ত সূত্রটি হল স্বাধীন সঞ্চালন সূত্র। কোনও জীবের দুই বা ততোধিক যুগ্ম বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি জনিতৃ জনু থেকে অপত্য জনুতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় একত্রিত হলেও শুধুমাত্র গ্যামেট গঠনকালে এরা যে পরস্পরের থেকে পৃথক হয় তাই জনিতৃ জনু থেকে অপত্য জনুতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় একত্রিত হলেও বৈশিষ্ট্য বা ফ্যাক্টরগুলি কখনও মিশ্রিত হয় না বরং গ্যামেট গঠনকালে বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পর পৃথক হয়ে যায়।

মায়ের এবং অন্য X ক্রোমোজোমটি বাবার থেকে আসে তাই কন্যাটির বর্ণান্ধ হওয়ার সম্ভাবনা 50% হবে।

● **সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে পিতার ভূমিকা উল্লেখ করো।**

উ : পিতার দেহকোষে দুই প্রকার যৌন ক্রোমোজোম বা সেক্স ক্রোমোজোম থাকে (X, Y)। তাই শুক্রাণু দুই প্রকার X ও Y। অপরপক্ষে, মাতার সেক্স ক্রোমোজোম XX প্রকৃতির। তাই এদের এক ধরনের গ্যামেট তৈরি হয়। যখন পিতার X গ্যামেট মাতার X গ্যামেটের সঙ্গে মিলিত হয় তখন কন্যাসন্তান সৃষ্টি হয় (XX)। আবার যখন পিতার Y গ্যামেট মাতার X গ্যামেটের সঙ্গে মিলিত হয় তখন পুত্রসন্তান (XY) সৃষ্টি হয়। অতএব সহজেই বলা যায়, মানুষের ক্ষেত্রে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে পিতার ভূমিকাই প্রধান।

● **থ্যালাসিমিয়া রোগের জেনেটিক কাউন্সেলিং বলতে কী বোঝো।**

উ : থ্যালাসিমিয়া অটোজোম বাহিত জিনগত রোগ। এই রোগের জেনেটিক কাউন্সেলিং বলতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বোঝায়-

ক. বংশগতি যাচাই- বিবাহের আগে নারী ও পুরুষের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হয় যে তাদের মধ্যে কেউ এই রোগের বাহক কি না।

খ. ঝুঁকি নির্ধারণ- যদি হবু দম্পতির উভয়ই থ্যালাসিমিয়ার মাইনর বাহক হয় তবে তাদের সন্তানদের মধ্যে থ্যালাসিমিয়া মেজর আক্রান্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

বংশে থ্যালাসিমিয়ার ইতিহাস থাকলে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন যেন দুই বাহকের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক না হয়। এই ধরনের বৈজ্ঞানিক ও উপদেশমূলক পরামর্শকেই জেনেটিক কাউন্সেলিং বলে।

● **বেঁটে মটর গাছগুলি সব সময়ই খাঁটি- উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।**

উ : মটর গাছের ক্ষেত্রে বেঁটে বৈশিষ্ট্যটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। মেন্ডেলের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র হোমোজাইগাস অবস্থায় প্রকাশ পায়। এই ক্ষেত্রে হোমোজাইগাস (tt) অবস্থাতেই কেবলমাত্র বেঁটে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তাই বেঁটে বৈশিষ্ট্যটি সবসময় খাঁটি হবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৯ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 23 April 2026 Thursday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 333

যে লড়ছে সবার ডাকে, সেই জেতাবে বাংলা মাকে

বাংলার জন্য দিদির ১০ প্রতিজ্ঞা

লক্ষ্মীদের জয়, স্বনির্ভরতা অক্ষয়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মাসিক ₹৫০০ বৃদ্ধি — সাধারণ মহিলাদের জন্য ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) এবং তপশিলি জাতি/জনজাতির মহিলাদের জন্য ₹১,৭০০ (বার্ষিক ₹২০,৪০০)

সুস্বাস্থ্যের অধিকার, বাংলার সবার

প্রতি বছর প্রতিটি ব্লক ও টাউনে আয়োজিত ‘দুয়ারে চিকিৎসা’ ক্যাম্প কার্যকর স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবে আপনার দোরগোড়ায়

যুবদের পাশে, জীবিকার আশ্বাসে

জীবিকাহীন যুবদের ‘বাংলার যুবসাথী’ প্রকল্পে মাসিক ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) আর্থিক সহায়তা

শিক্ষাই সম্পদ, ভবিষ্যৎ নিরাপদ

‘বাংলার শিক্ষায়তন’-এর অধীনে সমস্ত সরকারি স্কুলগুলির সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

বাজেটে কৃষি, কৃষকের হাসি

কৃষক পরিবারগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা, ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক সাহায্য এবং কৃষিক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ₹৩০,০০০ কোটির কৃষি বাজেট এবং রাজ্য জুড়ে কৃষকদের সাহায্যার্থে ৫০টি নতুন হিমঘর

পূর্বের বাণিজ্যের কাণ্ডারী, বাংলাই দিশারি

বিশ্বমানের লজিস্টিকস, বন্দর, বাণিজ্য পরিকাঠামো এবং একটি অত্যাধুনিক গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার-সহ বাংলা হয়ে উঠবে পূর্ব ভারতের বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার

নিশ্চিত বাসস্থান, চিন্তার অবসান

বাংলার সকল পরিবারের জন্য নিশ্চিত পাকা বাড়ি

প্রবীণদের পাশে, যত্নের আশ্বাসে

বর্তমান সকল উপভোক্তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বার্ধক্য ভাতার সহায়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ধীরে ধীরেএই ভাতার সুরক্ষা পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে সকল যোগ্য প্রবীণ নাগরিকদের এর আওতায় নিয়ে আসা

ঘরে ঘরে নল, পরিস্রুত পানীয় জল

বাংলার সমস্ত বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য

প্রশাসনিক সুবিধায়, নতুন দিগন্ত বাংলায়

৭টি নতুন জেলা তৈরি; সামগ্রিক ভৌগোলিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি

জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিন

পাওনা মজুরি চাওয়ায় পিটিয়ে খুন

মানিকচক, ২২ এপ্রিল : মানিকচকে মজুরির পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে দিনমজুরকে পিটিয়ে খুন হল। বুধবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে করিটোলা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত ব্যক্তির নাম শেখ ইদু (৪৫)। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত পরিবারের সকল সদস্য।

মানিকচক থানার চৌকি মিরদাদপুর অঞ্চলের করিটোলা এলাকার বাসিন্দা শেখ শামিম ওরফে রিঙ্কু দুই মাস আগে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে কাজ করতে গিয়েছিলেন। এলাকারই এক তরুণ, শেখ লিটন তাঁকে কাজে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভিনরাজ্যে রিঙ্কু এক মাস আটদিন কাজ করলেও লিটন তাঁকে টাকা দিচ্ছিল না বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে তাঁরা দুজনেই ভোট দিতে বাড়ি ফিরেছেন। কিছুদিন আগে লিটনের কাছে রিঙ্কু টাকা চাইতে গেলেও টাকা না দিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেয় লিটন। শেষমেশ রিঙ্কু বিষয়টি তার বাবা শেখ ইদুকে জানায়। মঙ্গলবার রিঙ্কু ও ইদু লিটনের বাড়িতে টাকা চাইতে গেলে দুজনকেই মারধর করা হয়। লিটন ও তার আত্মীয়রা হাঁসুয়া ও ব্যাট দিয়ে ইদুকে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি।

স্থানীয়রা ছুটে এসে দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে মানিকচক হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় ইদুর। এবিষয়ে রিঙ্কু বলেন, 'মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। আশা করি, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে। পাশাপাশি, দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ।

গ্রামজুড়ে সমাধি, ভোটার মাত্র এক

বিশ্বজিৎ সরকার

প্রায় জনশূন্য রায়গঞ্জের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাধিপুর গ্রাম।

হেমতাবাদ, ২২ এপ্রিল : তিন-চার দশক আগের কথা। কলেরা, কালাজ্বর আর খাদ্যাভাবে উজাড় হয়ে গিয়েছিল আস্ত জনপদ। আতঙ্কে এখনও রায়গঞ্জ ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধিপুর গ্রাম সংসদ এলাকার ধার মাড়ান না কেউ। পাশেই মোহিনীগঞ্জ হাট। তবু বিসরাইল, বালিয়াদিঘি গ্রামের মাঝে ১২ নম্বর এলাকার সাধিপুর জনশূন্য। গ্রামজুড়ে শুধু খাঁখাঁ মাঠ আর মৃতদের সমাধি। তবে গত দেড় বছর এই গ্রামে থাকছেন আখতার আলি। সরকারি নথিতে তিনিই গ্রামের একমাত্র ভোটার। তাঁর ওই একটি ভোট পেতে প্রচার সেরেছেন অধিকাংশ প্রার্থী।

বছর ৪৪-এর আখতার আসলে সাধিপুরের বাসিন্দা নন। তাঁর পৈতৃক ভিটে বালিয়াদিঘি গ্রামে। শরিকি দ্বন্দ্বে বাড়ি ছাড়েন। স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে একাই এসে ওঠেন সাধিপুরে। এই গ্রামের ভোটার হিসেবে এবার প্রথম গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন আখতার। এখানে তাঁর কিছু জমিজমা আছে। চাষবাসের পাশাপাশি জনমজুরির কাজ করে জীবিকানির্বাহ করেন। তবে, নির্জন গ্রামে কোনও প্রাথমিক স্কুল না থাকায় নির্বাচন কমিশন থেকে তাঁর জন্য ভোটকেন্দ্র করা হয়েছে বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিসরাইল এফপি স্কুলে।

বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জান্নাতুল খাতুন বলেন, 'বিসরাইল গ্রাম সংসদে প্রায় ১,৪০০ ভোটার রয়েছেন। ওই কেন্দ্রেই আখতারের জন্য আলাদা বুথের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।' রায়গঞ্জ বিডিও অফিসের দেওয়ালে ঝোলানো মানচিত্রে অবশ্য এখনও জ্বলজ্বল করছে সাধিপুর মৌজার নাম। অথচ গ্রামে আসতে হয় না সরকারি কর্মীদের। আসতে হয় না রায়গঞ্জ থানার পুলিশকেও। জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল বলেন, 'বাসিন্দাহীন ১৯টি গ্রামের মধ্যে ভৌগোলিক মানচিত্রে এখনও সাধিপুর গ্রামের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু, সেখানে মানুষ আর বসবাস করেন না।' অশীতিপর বৃদ্ধা মঙ্গলি মার্ডি গ্রামের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে হাত উঁচিয়ে বললেন, 'ওই যে দেখছেন উঁচু ঢিপি, ওখানেই মানুষজনের বাড়ি ছিল। এখন শুধু কবর। তবে কিছু পরিত্যক্ত জমিতে ইদানীং সবজি, সর্ষে, ভুট্টা চাষে নেমেছেন অন্য গ্রামের লোক।' ৮৫ বছরের বুধন মুর্মু জনহীন গ্রামের প্রান্তরে পৌঁছে চিনিয়ে দিলেন, কীভাবে কলেরা, কালাজ্বর আক্রান্তরা এখানে মরে পড়েছিলেন। কেউ ছুঁয়েও দেখেনি মৃতদের।' কিন্তু ঠিক কত মানুষ মারা গিয়েছিলেন সেই সময়? পরিসংখ্যান খুঁজে পাওয়া আর সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

তৃণমূলের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন বলেন, 'সম্প্রতি ওই গ্রামে ভোট প্রচার হয়েছে। একটা ভোটও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।' বিজেপির প্রার্থী হরিপদ বর্মন বলেন, 'দীর্ঘ কয়েক দশক ওই গ্রাম জনশূন্য। তবে একজন ভোটার রয়েছেন। ওই একজন ভোটারের জন্য আমি প্রচারে গিয়েছিলাম।'

যাঁর জন্য এত উদ্যোগ, এত আয়োজন সেই আখতারের নিজের কথায়, 'এই গ্রামে এলে মানুষ পড়েন শুনে, বছর দেড়েক আগে জেদ করে এখানে থাকা শুরু করি। দিনে কোনও অসুবিধা না হলেও, এমন জনশূন্য গ্রামে রাত কাটাতে অস্বস্তি হয়। এবার আমি এই গ্রামের একমাত্র ভোটার। অবশ্যই ভোট দেব।'

সাধিপুর গ্রামে আর মানুষ কখনও ফিরে আসবে কি না তা সময়ই বলবে। তবে গণতন্ত্রের উৎসবের হাওয়া পৌঁছেছে প্রত্যন্ত এই গ্রামেও।

> বিসরাইল গ্রাম সংসদে প্রায় ১,৪০০ ভোটার রয়েছেন। ওই কেন্দ্রেই আখতারের জন্য আলাদা বুথের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।
>
> -জান্নাতুল খাতুন প্রধান
> বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েত

আজ টিভিতে

কোয়লা রাত ১০.০২ অ্যান্ড পিকচার্স

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ হামি, দুপুর ১২.৪৫ স্বামীর ঘর, বিকেল ৪.০০ রংবাজ, সন্ধে ৬.৪৫ পাওয়ার, রাত ১০.০০ ফাটাফাটি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দেবতা, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ বাদশা- দ্য কিং, সন্ধে ৭.০০ সঙ্গী, রাত ১০.০০ রণক্ষেত্র
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ অভাগিনী, বেলা ১১.৩০ স্বপ্ন, দুপুর ২.৩০ বউরানি, বিকেল ৫.০০ টক্কর, রাত ৮.০০ ওগো বধূ সুন্দরী, ১১.০০ মঙ্গলদীপ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অপরাজিত
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জন্মদাতা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দালাল
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ৯.৫০ দবং-টু, দুপুর ১২.০৯ হিরো : দ্য বুলেট, ২.২৭ শাদি মে জরুর আনা, বিকেল ৪.৫৩ জলি : দ্য ট্র্যাপ, সন্ধে ৭.৩০ গীতা গোবিন্দম, রাত ১০.০২ কোয়লা
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০৫ মিস্টার আজাদ, দুপুর ২.০৪ হম আপকে দিল মে র‍্যাহতে হ্যায়, বিকেল ৪.৫৮ ময়দান-এ-জঙ্গ, সন্ধে ৭.৫০ জুনুন, রাত ১০.২৬ জুমানজি : ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল

হট লাইফ আফ্রিকা
বিকেল ৪.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

অপরাজিত দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৭ সনম তেরি কসম, দুপুর ২.৫৮ রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.৫৬ সিটিমার, রাত ৮.৩০ হিম্মতওর, ১১.২৪ বৈরাগী

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

ভোট দিতে বাড়ি ফেরার পথে মৃত্যু

ময়নাগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ভোটের জন্য রাজস্থান থেকে বাড়ি ফেরার সময় মৃত্যু হল এক মহিলার। পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলার নাম মিঠু কুণ্ডু (৪৮)। মিঠু বর্তমানে রাজস্থানে থাকলেও আদি বাড়ি কোচবিহার শহরের রাসমেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায়। সেখানকারই ভোটার তিনি।

মঙ্গলবার রাতে শিয়ালদা থেকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে পরিবারের অন্যদের নিয়ে ভোট দিতে কোচবিহার রওনা দিয়েছিলেন তিনি। ট্রেনে অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে রেল পুলিশ ও জিআরপির সহযোগিতায় নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনে নামানো হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মিঠুকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়ি সংস্কার করতে গিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের ব্যবহারে অপমানিত হতে পারেন। বৃষ : অপরিচিত কাউকে বিশ্বাস করে অর্থ খোয়াতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সংবাদ পেতে পারেন। মিথুন : কাপড়, লোহা এবং ওষুধের ব্যবসায় জড়িতরা লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। কর্কট : যে কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে ভালো করে ভাবনাচিন্তা করে নিন। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা। সিংহ : স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির কারণে অশান্তি। নতুন জমি, বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত আজ নেবেন না। কন্যা : নতুন চাকরির যোগ প্রবল। আমদানি, রপ্তানি ব্যবসায় লাভের মুখ দেখতে পারেন। তুলা : কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা। আয়ের পথ বাড়বে। অংশীদারি ব্যবসায় লাভবান হবেন। বৃশ্চিক : বুদ্ধির জোরে আজ বন্ধ থাকা কোনও প্রকল্প চালু হবে। পারিবারিক সমস্যা কাটবে। ধনু : রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। পেশার পরিবর্তন করতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। মকর : সহকর্মীদের সঙ্গে বিবাদে মানসিক কষ্ট। আইনি সমস্যার সমাধান হবে। কুম্ভ : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। হাড়ের সমস্যায় চলাফেরায় কষ্ট বাড়তে পারে। মীন : ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা বাড়বে। নিজের দুর্বলতা কাউকে বিশ্বাস করে বলতে যাবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ বৈশাখ ১৪৩৩, ভাঃ ৩ বৈশাখ, ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ৯ বহাগ, সংবৎ ৭ বৈশাখ সুদি, ৫ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১৫, অঃ ৫।৫৭। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী রাত্রি ১।৩২। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ১।৩২। সুকর্ম্মাযোগ দিবা ১০।৪৪। গরকরণ দিবা ২।৩৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।৩২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৭।৫৩ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১।৩২ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১।৩২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ১।৩২ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।৪৭ গতে ৫।৫৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৬ গতে ১।১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।৫৬ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, রাত্রি ১।৩২ গতে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৭ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যস্থাপন নবান্ন যবশ্রাদ্ধ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, রাত্রি ১।৩২ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। জহ্নুসপ্তমী। শ্রীশ্রীজাহ্নবী পূজা। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ১০।১৫ গতে ১২।৫১ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪০ গতে ২।৫০ মধ্যে।

ঝড়ে বিঘ্নিত ট্রেন চলাচল

গাছ পড়ে বিদ্যুতের তার ক্ষতিগ্রস্ত

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : ঝড়ে একাধিক গাছ পড়ে রেলের ২১ হাজার ভোল্টের তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ব্যাহত হল পরিষেবা। মঙ্গলবার রাতের ঝড়ে মেইন লাইনে সরাইঘাট এক্সপ্রেস, নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস এবং জঙ্গল রুটে মহানন্দা এক্সপ্রেসের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতেই বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেনগুলি থামিয়ে রাখা হয়। গাছ কেটে ট্র্যাকে ট্রেন চলাচল সচল করতে রাত ১০টা বেজে যায়।

মেইন লাইন ও জঙ্গল রুটের একাধিক জায়গায় রেলের বিদ্যুতের তারে গাছ উপড়ে পড়েছিল। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতেই ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়। এরপর ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় সেই গাছ কেটে সরানো হয়। তারপর তারের মেরামতির পর ট্রেন চালানোর অনুমতি মেলে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'ঝড়-বৃষ্টির জন্য একাধিক ট্র্যাকে গাছ উপড়ে পড়ে। এতে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে কিছু ট্রেন দেরিতে চলছে।'

ঝড়-বৃষ্টি ছাড়াও একই রুটে একাধিক ট্রেন চালানো এবং ট্র্যাকে কাজ চলার জন্য বিভিন্ন স্টেশনে নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন পৌঁছাচ্ছে না। যার জেরে বুধবারও একাধিক ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস প্রায় পাঁচ ঘণ্টা, নগাঁও এক্সপ্রেস প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা, অবধ অসম এক্সপ্রেস ২ ঘণ্টা, নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা, কবিগুরু এক্সপ্রেস ২ ঘণ্টা, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ও শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস প্রায় ৩০ মিনিট দেরিতে চলেছে এদিন।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নিউ কোচবিহার ও বঙ্গাইগাঁও রুটে ট্র্যাকের কাজ চলছে। এছাড়াও ছোট রুটেও একাধিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। এতে ট্রেন চলাচলের ওপর প্রভাব পড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

অ্যাফিডেভিট

16-04-26 কোচবিহার সদর J.M. 1st কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম নুর ইসলাম থেকে এছলাম আলী হলাম। ছোট নলঙ্গীবাড়ি, কোচবিহার।

•

পিতার নাম আফছার আলী মিঞা কিন্তু আমার ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্সে পিতার নাম আফছার আলী হয়েছে। 21/04/26 কোচবিহার সদর J.M. 1st কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমার যাবতীয় কাগজে পিতার নাম আফছার আলীর বদলে আফছার আলী মিঞা হল। রমজান আলী, পাটছড়া, কোচবিহার।

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ইএল/২৯/২৩_২০২৬/কে/৭৩; তারিখ: ১৫-০৪-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ ২৩_২০২৬। কাজের নাম ঃ নিউ জলপাইগুড়িতে এরিয়া অফিস ও কনফারেন্স হল সংস্কারের ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ সংক্রান্ত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৮৬,০৫,৩৪১/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৭২,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৬-০৫-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি অ্যান্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এপি/ইএল/১২/২৫-২৬/আরটি। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১, টেন্ডার নংঃ এপি/ইএল/১২/২৫-২৬/আরটি, কাজের নামঃ নিউ মাল জংশনে - বৈদ্যুতিক কাজসমূহের জন্যঃ গুডস শেডের ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন/আধুনিকীকরণ, শৌচাগার সাথে গুডস অফিস-এর ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের সুবিধা, শৌচাগার সাথে শ্রমিকদের বিশ্রামকক্ষ, শৌচাগার, স্নানের সুবিধা সাথে বণিকদের কক্ষ তথা সিসিটিভির ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১৫,৪১,৬৬৩.৬৬ টাকা, বায়নার ধনঃ ৩০,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১১-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১১-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট্র. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট্র. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./১৪ অব ২০২৬, তারিখঃ ২০-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনি.ডিইএন/॥/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে বিদ্যমান ট্রলি রিফিউজসমূহের মানকীকরণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৩৬,১২,০৫২.৮১ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৮,৭২,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৮-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৮-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৮-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২৪_২০২৬/কে/৭৭ তারিখঃ ১৭-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৪_২০২৬। কাজের নামঃ হলদিবাড়িতে-"স্ট্যান্ডার্ড টাইপ-II (১৬ ইউনিট) কোয়ার্টারের দ্বারা ইকরা ওয়াল কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপন" এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১৩,৬৩,৬৯৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২৭,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবেঃ ০৯-০৫-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : পিএনইউ-১৫-২০২৬। অকশন শুরু : ০৮.০৫.২০২৬, সকাল ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.ন ং, লট নং, স্টেশন নিম্নরূপ : (১) পিএনইউ-এমএলডিটি-সিএলজি-টয়-৩৬-২৬-১, কহলগাঁও। (২) পিএনইউ-এমএলডিটি-এসজিজি-টয়-৪১-২৫-১, সুলতানগঞ্জ। (৩) পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টয়-৫০-২৫-২, শিকারায়ণপুর। (৪) পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টয়-৫১-২৫-২, শিকারায়ণপুর। (৫) পিএনইউ-এমএলডিটি-জিওডিএ-টয়-৩৩-২৬-১, গোড্ডা। (৬) পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিজি-টয়-৬-২৬-২, সাহেবগঞ্জ। (৭) পিএনইউ-এমএলডিটি-জিজিএ-টয়-১৭-২৬-১, ঘোঘা। (৮) পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টয়-৩৭-২৫-২, মুঙ্গের। (৯) পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টয়-৩৪-২৫-২, পীরপৈন্তি। (১০) পিএনইউ-এমএলডিটি-আরজেএল-টয়-৩৯-২৫-৩, রাজমহল। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-23/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/২২_২০২৬/কে/৬৩ তারিখঃ ১৫-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২২_২০২৬। কাজের নামঃ (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "কার্শিয়াং-মহানদী-ধারণাওড়া-কার্শিয়াং-মহানদীতে কার্যালয় সহিত ব্যারাকের নির্মাণ"। (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। "কাটিহার মণ্ডলের দার্জিলিঙে আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের উন্নতকরণ (পুরোনো ভবন)"। (গ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের দার্জিলিঙে আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের উন্নতকরণ (নতুন ভবন)"। টেন্ডার রাশিঃ ৭৩,৭১,৬৯৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৪৭,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবেঃ ০৬-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫১২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA HASIMARA
Admission Notice (2026-27)
Date - 22/04/2026
Few seats are vacant in Balvatika III under OBC-NCL Category.
Interested and eligible candidates can give their application in school from 22 April to 29 April 2026, between 11:30 & 2 pm.
Kindly check the school website hasimara.kvs.ac.in for more details.
Principal

নিয়োগ র‍্যালি-পোর্টার কোম্পানি (150 ফিল্ড রেজিমেন্টের অধীনে)

1. তারিখ, সময় ও স্থান তারিখ : 10 মে 2026
সময় : সকাল 5:00টা থেকে স্থান : লোয়ার কালিম্পং মিলিটারি স্টেশন, জলপাইগুড়ি (WB)
2. বয়স সীমা : 10 মে 2026 অনুযায়ী 18-40 বছর
3. চুক্তির সময়কাল : 179 দিন
4. খালি পদ : পোর্টার 541 জন
মেট : 51 জন
ট্রেডসম্যান :08 জন
5. বেতন : ₹ 31,140 প্রতি মাসে
অপারেশনাল এলাকায় ফ্রি রেশন ও থাকার ব্যবস্থা
6. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র :-
6.1 পাসপোর্ট সাইজ ছবি - 5 কপি
6.2 নমিনির ছবি - 3 কপি
6.3 পুলিশ ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট
6.4 চরিত্র ও বাসস্থান সার্টিফিকেট
6.5 আধার কার্ড ও প্যান কার্ড
6.6 ব্যাংক পাসবুক ফটোকপি
6.7 নির্বাচন শারীরিক ও মেডিকেল পরীক্ষার ভিত্তিতে
7. যোগাযোগ OC, পোর্টার কোম্পানি : 6297559788
নোট : সিকিমের উচ্চ পাহাড়ি এলাকায় সোনার মালপত্র বহনের জন্য নিয়োগ করা হবে।

UTTAR BANGA SAMBAD
The largest circulated newspaper in North Bengal
is looking for a
SENIOR ACCOUNTANT
at Siliguri
Must be conversant with preparation of Final Accounts, Balance Sheet, Tally, Online Banking, GST, ESI, PF and other statutory online and offline filings.
Must be resident of Siliguri
Salary as per qualification and experience.
Interested candidates may send their detailed CV to
jobs.uttarbanga@gmail.com
within 26 April, 2026

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,৫১৬.৪৯ (-৭৫৬.৮৪)

নিফটি : ২৪,৩৭৮.১০ (-১৯৮.৫০)

মমতার পাশে বিরোধী জোট ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৬° / ২৩°	৩৫° / ২৪°	৩৫° / ২৪°	৩৫° / ২২°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

যোগ্য ভোটার মাত্র ১৩৯! ৭

‘মাথা নোয়াবে না ভারত’, বার্তা শাসক-বিরোধীর পহলগাম হামলার বর্ষপূর্তি ৩

শিলিগুড়ি ৯ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 23 April 2026 Thursday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 333

ভোটযুদ্ধ শুরু আজ

১৬ জেলায়
১৫২ বিধানসভা কেন্দ্র

প্রথম দফার পাঁচালি

বুথে নিয়ে যাওয়া জরুরি :
নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ভোটার স্লিপ, সচিত্র ভোটার কার্ড

ভোটার কার্ড না থাকলে :
আধার কার্ড, ছবি সহ পেনশনের নথি, পাসপোর্ট, সরকারি কর্মী হলে পরিচয়পত্র, বিশেষভাবে সক্ষমের কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের জব কার্ড, সামাজিক ন্যায়বিচারমন্ত্রকের কার্ড, সাংসদ-বিধায়কদের দেওয়া পরিচয়পত্র, শ্রমমন্ত্রকের স্বাস্থ্যবিমার স্মার্ট কার্ড

বুথে কী কী নেওয়া নিষেধ
মোবাইল, ক্যামেরা
(বুথের বাইরে মোবাইল রাখার ব্যবস্থা থাকবে)

ভোটার সংখ্যা
প্রথম দফায় রাজ্যে
৩,৬০,৭৭,০০০
- মালদা ২৭,৯১,৭৩৬
- দক্ষিণ দিনাজপুর ১১,৫৯,৫১৯
- উত্তর দিনাজপুর ১৯,৬৮,৯৭৪
- দার্জিলিং ১১,১০,৪২৫
- কালিম্পং ২,০১,৬১৯
- জলপাইগুড়ি ১৭,১৯,৭৯৮
- আলিপুরদুয়ার ১১,৬৪,৫০৬
- কোচবিহার ২২,৬৩,৭৭১

গ্রাফিক্স : তপু দেবনাথ

ভোটকেন্দ্র
- মালদা ৩,২৪৯ ■ দক্ষিণ দিনাজপুর ১,৩৯৮
- উত্তর দিনাজপুর ২,২৪৯ ■ দার্জিলিং ১,৪৬৫
- কালিম্পং ২৯৮ ■ জলপাইগুড়ি ২,০৪১
- আলিপুরদুয়ার ১,৪২৩ ■ কোচবিহার ২,৫৩৭

১৫২ কেন্দ্রে মোট প্রার্থী ১৪৭৮

উত্তরবঙ্গের
৫৪ কেন্দ্রে প্রার্থী সংখ্যা ৫৮৫
- মালদা ১৩৬
- দক্ষিণ দিনাজপুর ৫৮
- উত্তর দিনাজপুর ১১৫
- দার্জিলিং ৪১
- কালিম্পং ৭
- জলপাইগুড়ি ৮৫
- আলিপুরদুয়ার ৪৫
- কোচবিহার ৯৮

১৪ জন প্রার্থী
মাথাভাঙ্গা, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, চাকুলিয়া, রাজগঞ্জ, রতুয়া ও সুজাপুরে

উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী ১৫ জন
কোচবিহার দক্ষিণ ও ইটাহার কেন্দ্রে

আধাসেনা মোতায়েন
(কোম্পানির হিসেবে)

প্রথম দফার ভোটে গোটা রাজ্যে ২৪০৭
- মালদা ১৮৫ ■ দক্ষিণ দিনাজপুর ৬৮
- উত্তর দিনাজপুর ১৩২ ■ দার্জিলিং ৯৫
- কালিম্পং ১৯ ■ জলপাইগুড়ি ১১৬
- আলিপুরদুয়ার ৭৭ ■ কোচবিহার ১৪৬

নির্বাচনি আকাশে ভাসছে দোলাচলের মেঘ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২২ এপ্রিল : নববর্ষে করিলাম পণ...। বাংলা বছরের শুরুতে ভোট। সরকার গঠনের পণ তো করেছেনই বঙ্গবাসী। শাসকের বদল হবে নাকি পুরোনো শাসকের রাজত্ব পুনর্বহাল হবে, তা স্থির করার দিন আজ। বাঙালি রবীন্দ্রনাথের সুরে আবাহন করে ‘এসো হে বৈশাখ এসো এসো...।’ এবার বৈশাখে ভোটের আবাহন। উৎসবের আবহে কি না-সেই দোলাচল নিয়ে বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবারে বুথমুখী হবেন রাজ্যবাসী।

দোলাচলের কারণ প্রথমত প্রকৃতি। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড। আবহাওয়া দপ্তর সতর্ক করে রেখেছে, কালবৈশাখীর মরশুমে অন্তত উত্তরবঙ্গে বিপদ হতেই পারে। ঝড় ও বজ্র-বৃষ্টি উৎসবের আমেজে জল ঢেলে দিতে পারে। নির্বাচন কমিশনের নানাবিধ কড়াকড়ি ও বিধিনিষেধে জনজীবনের ছন্দপতনের পরিস্থিতি দোলাচলের আরেক কারণ। হঠাৎ উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলায় অবাঙালি বহু মানুষের উপস্থিতিও শঙ্কা তৈরি করেছে।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে
ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

নির্বাচনের আগের দিন বুধবারও বাইরের মানুষের উত্তরমুখী স্রোত এসে পৌঁছেছে। বাস না পেয়ে তাঁদের একদল শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ডে ভাঙচুর করেছে। শিলিগুড়ির শহরতলি এলাকায় হঠাৎ ডেরা বেঁধেছেন আরেকদল অবাঙালি। এরকম প্রায় সব জেলায়। তাঁদের মতিগতি নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করে দিচ্ছে। ভোটের বৈশাখী আকাশে দুর্যোগের আশঙ্কা কম নয় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) জন্য।

সেই দুর্যোগে অন্তত ৩৩ লক্ষেরও বেশি বঙ্গবাসীর গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হওয়ার আশা ক্ষীণ। হাইকোর্ট গঠিত ট্রাইবিউনাল ওই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ৬৫৭ জনের আবেদনের নিষ্পত্তি করেছে। ট্রাইবিউনালের বিচারে ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছেন মাত্র ১৩৯ জন।

এরপর আটের পাতায়

ভোটকেন্দ্র বা তার বাইরে সন্দেহজনক কিছু দেখলে কিংবা অশান্তির আঁচ পেলে গোপনে জানান উত্তরবঙ্গ সংবাদের
হেল্পলাইন নম্বরে : 9800788836, 7908528916

হাই ভোল্টেজ বিধানসভা ভোটের আগের রাত, অথচ শহর শিলিগুড়ি ঘুরে নিরাপত্তার ফাঁকফোকর খুব বেশি করে চোখে লাগছে যেন। ভিনরাজ্যের নম্বরের গাড়ির আনাগোনা, টোটোয় চেপে হিন্দিভাষীদের যাতায়াত- সবই চলছে অবাধে। কোথাও কাউকে দাঁড় করিয়ে নাম, পরিচয় কিংবা উদ্দেশ্য জানার বালাই নেই।

বাড়িভাড়া শুধু এক মাসের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ভোটের আগের দিন সন্ধ্যায় হিলকার্ট রোডে বিহারের দুই তরুণের কাছ থেকে ৩৩টি এটিএম কার্ড ও ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট ও প্যান কার্ড পেয়েও তাঁদের ছেড়ে দিল পুলিশ। প্রধাননগর পুরোনো থানা সংলগ্ন মোড়ে জংশন ট্রাফিক গার্ডের তরফে বাইকের ওপর বিধিনিষেধ সংক্রান্ত

ভোট রহস্য/১

অভিযান চলার সময় বিহার নম্বরের বাইকে আসা দুই তরুণকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালানোর সময় ওই কার্ডগুলি পাওয়া যায়। দুই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তাঁরা বিহারের দ্বারভাঙ্গার বাসিন্দা। পাহাড়ে ঘুরতে যাচ্ছিলেন। রাত কাটানোর জন্য এই শহরে হোটেল খুঁজছিলেন। প্রধাননগরের আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, ‘ওঁরা সিএসপি (কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট) চালান। যে সমস্ত কার্ড ও নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে, সবক’টিই ওঁদের নিজের আর পরিবারের। ৩৩ এটিএম কার্ডের মধ্যে ১৬-১৭টির এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে গিয়েছে। বিহারে খোঁজখবর নিয়ে সিএসপি’র বিষয়টি জানা গিয়েছে। সন্দেহজনক কিছু না পাওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হল।’ ভোটের আগের রাতে পাহাড়ে যাওয়ার জন্য এতগুলো এটিএম কার্ড, তাও আবার অধিকাংশই মেয়াদ উত্তীর্ণ, নিয়ে দুজনে এ শহরে হোটেল ভাড়া করতে এলেন কেন, সেই নিয়ে সন্দেহ রয়েই যাচ্ছে।

ভোট পর্ব চলাকালীন শিলিগুড়ি শহর ও আশপাশের এলাকায় বহিরাগতদের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। গত কয়েকদিনে হঠাৎ করেই দেবীডাঙ্গা, শালবাড়ি এলাকায় ফ্ল্যাটভাড়া নেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চার-পাঁচজন মিলে এক মাসের চুক্তিতে ফ্ল্যাটভাড়া নিচ্ছেন। প্রশ্ন করতেই তাঁরা জানাচ্ছেন, বাইরে থেকে শহরে কাজের সূত্রে তাঁরা এসেছেন। এক মাস পরেই ঠিকাদার অন্য জায়গায়

এরপর আটের পাতায়

টোটোয় ওঁরা কারা মাঝরাতে?

দীপ সাহা

স্ট্রিটলাইটের আলোগুলো যেন আবছা হয়ে আসছে। গোটা শহরটা এক অদ্ভুত মায়ায় ডুবে তখনও। নিঃশব্দতা যেন গ্রাস করেছে। প্রথম নীরবতা ভাঙল হাসপাতাল মোড়ের কাছে সারমেয় দলের সমস্বর চিৎকারে। পাশ দিয়ে ছুটে চলা বাইকের চালক ও আরোহী দুজনেই তখন প্রায় টলমল। বেসামাল।

ঘড়ির কাঁটায় রাত তখন

ভোট রহস্য/২

বারোটা পেরিয়েছে। অর্থাৎ রাতের অন্ধকার কেটে ভোর হলেই ভোটের লাইনে দাঁড়াবে আমজনতা। সেই রাতটা কেমন, চাক্ষুষ করতে বেরিয়েছিলাম শহর পরিক্রমায়। কমিশনের বিধিনিষেধ মেনে গোটা শহরেই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা থাকার কথা। সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ থাকার কথা বাইক চলাচলেও। কিন্তু গোল গোল করে গোটা শহরের প্রায় ১৭ কিলোমিটার পথ চষে বেড়ালেও বিন্দুমাত্র নিরাপত্তার বেষ্টনী চোখে পড়ল না। নিদেনপক্ষে একজন পুলিশকর্মী! না, তাও না।

যুদ্ধং দেহি মেজাজে ভোট হচ্ছে বাংলায়। সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাংক, আধাসেনা আরও কত কী! কিন্তু কোথায় সেসব। শহরটা যেন অনাথ। নিরাপত্তাহীন। ভোটের আগের রাতে এমন তো হওয়ার কথা নয়।

হিলকার্ট রোড ধরে এগিয়ে যাই। পুরোনো মেঘদূত সিনেমা হলের ঠিক কাছে তখন জটলায় জনাসাতেক লোক। কেউই স্থানীয় বলে মনে হল না। ভোটের ঠিক আগের রাতে তাঁরা সেখানে কী করছেন, কেউ জানে না।

সেবক মোড় থেকে এয়ারভিউ মোড়ের দিকে ধীরগতিতে এগোতেই অন্তত গোটাদশেক বাইক উলটোদিক থেকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। না, তাঁদের আটকে কেউ জিজ্ঞেস করার নেই কোথায় গিয়েছিলেন তাঁরা, গন্তব্যই বা কী।

মহানন্দা পেরিয়ে নজরে এল একটি টোটোয় গাদাগাদি করে পাঁচজন চলেছেন। চালক ও প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে হিন্দিতে কথা বলছেন।

এরপর আটের পাতায়

সুপ্রিম-প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা

আইপ্যাক মামলায় আজ ফের শুনানি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৫২টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ। তার ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে বুধবার দেশের শীর্ষ আদালতে জোরালো প্রশ্নের মুখে পড়ল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘অতিসক্রিয়তা’। আরও ভালো করে বললে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা।

আইপ্যাকের অফিসে ইডি’র তল্লাশি চলাকালীন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। ইডি’র আধিকারিকদের থেকে জোর করে নথি ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এনিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা করেছে ইডি। রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবীরা অবশ্য ইডি’র অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে এদিন মামলার শুনানিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত।

শুনানি চলাকালীন বিচারপতি পিকে মিশ্র অত্যন্ত কড়া ভাষায় মন্তব্য করেন। রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করা আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামীর উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘এই ঘটনাকে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ হিসেবে দেখা যাবে না বরং এটি একজন ব্যক্তির কাজ, যিনি কাকতালীয়ভাবে একটি

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।’ বিচারপতির পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, কোনও মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি তদন্তস্থলে গিয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। এতে প্রশাসনিক কাঠামো এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিপন্ন হতে পারে।

বিচারপতির আরও প্রশ্ন, কীভাবে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা আনা হয়েছে এবং কোনও চলমান তদন্তের মধ্যে একজন মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না? তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট, এ ধরনের পদক্ষেপ গণতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালীকে ব্যাহত করতে পারে।

আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি পিকে মিশ্র মালদার মোথাবাড়ির একটি ঘটনার প্রসঙ্গও তোলেন, যেখানে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের হেনস্তার অভিযোগ উঠেছিল।

বিচারপতি মিশ্র বলেন,

এরপর আটের পাতায়

পোলিং এজেন্ট, হিসেব কষছে বাম-বিজেপি

মনজুর আলম

চোপড়া, ২২ এপ্রিল : চোপড়া বিধানসভা এলাকায় সব বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারেনি সিপিএম এবং বিজেপি। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি বুথে রাজনৈতিক দলগুলির পোলিং এজেন্ট দেওয়ার কথা। কিন্তু বিরোধী শিবিরের একাংশের দাবি, বহু এলাকায় সাংগঠনিক খামতি থাকায় বুথ কমিটি তৈরি করা যায়নি। ফলে সেইসব বুথে পোলিং এজেন্ট দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। চোপড়া বিধানসভা এলাকায় ৯টি অগ্নিজিলিয়ারি মিলিয়ে মোট বুথ সংখ্যা ২৭০। বিজেপি সূত্রে খবর, কমপক্ষে ১৮০টি বুথে পোলিং এজেন্ট নিয়ে আপাতত সমস্যা নেই। বাকি বুথগুলিতে এজেন্ট দিতে গিয়ে চিন্তায় পড়েছে নেতৃত্ব। এদিকে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে লক্ষ্মীপুর, চুটিয়াখোর, সুজালি ও গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সব বুথে এবার পোলিং এজেন্ট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে স্বীকার করে নিয়েছে সিপিএমের স্থানীয় নেতৃত্ব। তবে যেখানে সংগঠন রয়েছে, সেখানে এজেন্ট নিশ্চিত করা হয়েছে বলে দাবি সিপিএমের। এই পরিস্থিতিতে

- চোপড়া বিধানসভা এলাকায় ৯টি অগ্নিজিলিয়ারি মিলিয়ে মোট বুথ সংখ্যা ২৭০
- বিজেপি সূত্রে খবর, কমপক্ষে ১৮০টি বুথে পোলিং এজেন্ট নিয়ে আপাতত সমস্যা নেই
- যেখানে সংগঠন রয়েছে, সেখানে এজেন্ট নিশ্চিত করা হয়েছে বলে দাবি সিপিএমের

পোলিং এজেন্ট নিয়ে হিসেব কষছে বাম-বিজেপি।

অবশ্য বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, শেষপর্যন্ত সব বুথেই এজেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে বিধানসভা এলাকায় বিজেপি বেশ কিছু জায়গায় বুথ কমিটি গঠন করতে পারেনি। বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি প্রদীপ রায় বলছেন, 'আমার এলাকায় ৬৮টি বুথের মধ্যে ৬১টি কমিটি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আপাতত ৬১টি বুথেই এজেন্টের তালিকা তৈরি করা হয়েছে।'

তবে কংগ্রেস নেতা অশোক রায়ের কথায়, চোপড়ায় ২৭০টি বুথের প্রত্যেকটিতেই কংগ্রেসের পোলিং এজেন্ট থাকবেন। ভোটের দিন বুথে বুথে কংগ্রেস কর্মীরা সক্রিয় থাকবেন বলেও জানান তিনি।

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলছেন, 'আমরা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাব, যাতে সব বুথে এজেন্ট দিতে পারি।' এদিকে, সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি আনওয়ারুল হক বলছেন, 'কিছু জায়গায় সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য হয়তো সব জায়গায় পোলিং এজেন্ট দেওয়া সম্ভব নয়।'

যদিও সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ তরফদার অবশ্য বলছেন, 'সাংগঠনিক ব্যর্থতা রয়েছে, এটা ঠিকই। কিছু জায়গায় শাসকদল ভয় দেখানোর চেষ্টা শুরু করেছে। সে কারণেও ওইসব এলাকায় আতঙ্কে কেউ এজেন্ট হতে চাইছেন না।' স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ভয় দেখানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলছেন, 'বিরোধীদের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণেই অধিকাংশ বুথে তাঁরা পোলিং এজেন্ট খুঁজে পাচ্ছেন না। তৃণমূলের নিজস্ব সংগঠন শক্তিশালী থাকায় আমাদের কোনও সমস্যা নেই।'

ডিউটি নিয়ে বিপাকে ভোটকর্মীরা

শিলিগুড়ি কলেজের ডিসিআরসি-তে ভোটকর্মীরা। বুধবার।

মাঝরাতে নোটিশে ক্ষোভ ডিসিআরসি-তে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : রাজ্যে প্রথম দফার ভোটগ্রহণের আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। এই আবহেই শিলিগুড়ি কলেজের ডিস্ট্রিবিউশন কাম রিসিভিং সেন্টার (ডিসিআরসি) থেকে বুধবার রাতে নির্দেশ দেওয়া হয় রিজার্ভে থাকা ভোটকর্মীদের ডিনারের পরে আলিপুরদুয়ারে ভোট নিতে যাওয়ার। আর এই নির্দেশিকা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভোটকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, তুঘলকি কাজকর্ম করা হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার যদি যেতেই হবে, তাহলে সকালেই কেন বলা হল না? এই মধ্যরাতে আলিপুরদুয়ার রওনা হয়ে সেখানকার ডিসিআরসি থেকে ভোটসামগ্রী নিয়ে আবার বুথে পৌঁছাতে হবে। আবার সকাল ৭টার মধ্যে ভোটপর্ব শুরু করতে হবে। এটা কীভাবে সম্ভব? এই হঠকারী নির্দেশিকার প্রতিবাদে রাতে শিলিগুড়ি কলেজ মাঠেই বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও আধিকারিক এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি।

এদিকে, বুধবার আলিপুরদুয়ারে দেখা দিয়েছে ভোটকর্মীর সংকট। আধিকারিকরা একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটছেন। এভাবেই বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হলেও ভোটকর্মীদের অনেকে নিজেদের ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেননি।

শিলিগুড়ি কলেজের ডিসিআরসি থেকে এদিন দুপুরের মধ্যেই এখানকার তিনটি বিধানসভার ভোটকর্মীরা রওনা হয়ে গিয়েছেন। নিয়ম মেনে এখানে বেশ কয়েকজন ভোটকর্মীকে রিজার্ভে রাখা হয়েছে। অভিযোগ, রিজার্ভে থাকা ভোটকর্মীদের রাত ন'টার পরে মৌখিকভাবে বলা হয় যে, ৪০ জনকে আলিপুরদুয়ারে ভোট নিতে যেতে হবে। রিজার্ভে থাকা ভোটকর্মী মানিক দাসের বক্তব্য, 'আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করে লিখিত নির্দেশিকা চাই। রাত পৌনে ১০টা নাগাদ লিখিত নির্দেশিকা হোয়াটসঅ্যাপে মারফত পাঠানো হয়। সেখানে দেখা যায় যে, এদিন সকাল ন'টায় আলিপুরদুয়ার ডিসিআরসি-তে ডিউটি পড়বে সেখানে রওনা হবেন। সেখানে পৌঁছে ভোটসামগ্রীগুলি সাজিয়ে সবকিছু তৈরি করতে হবে। কমিশনের নির্দেশে ভোর সাড়ে পাঁচটায় মক পোল করতে হবে। তারপর ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ। এটা একপ্রকার অসম্ভব। যা তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া চেষ্টা করা হচ্ছে।

- বুধবার রাতে নির্দেশ, রিজার্ভে থাকা ভোটকর্মীদের আলিপুরদুয়ারে ভোট নিতে যেতে হবে
- মধ্যরাতে আলিপুরদুয়ারে রওনা হয়ে সেখানকার ডিসিআরসি থেকে ভোটসামগ্রী নিয়ে আবার বুথে পৌঁছাতে হবে
- ৭টার মধ্যে ভোটপর্ব শুরু করতে হবে যা কার্যত অসম্ভব হবে বলে দাবি ভোটকর্মীদের

আমরা প্রত্যেকেই ভোটের দায়িত্ব পালন করতে চাই। আমাদের শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বা ফাঁসিদেওয়ায় পাঠিয়ে দিক, আমরা সামলে নেব। কিন্তু এত রাতে আলিপুরদুয়ার যেতে বলা হচ্ছে, যেটা কার্যত অসম্ভব।

সুদীপ স্বর্ণকার, ভোটকর্মী

তে আমাদের রিপোর্টিং করতে বলা হয়েছিল। অথচ রাত পৌনে ১০টার সময় আমাদের সেই নির্দেশের কপি দেওয়া হচ্ছে।'

তাঁর আরও সংযোজন, আলিপুরদুয়ারে পৌঁছাতে অন্তত পাঁচ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। বাসে করে ভোটকর্মীরা আলিপুরদুয়ার যাবেন। সেখানকার ডিসিআরসি থেকে ভোটসামগ্রী বুঝে নিতে অন্তত দু'ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হবে। তারপর কার কোন ভোটকেন্দ্রে

আরেক ভোটকর্মী সুদীপ স্বর্ণকার বলছেন, 'আমরা প্রত্যেকেই ভোটের দায়িত্ব পালন করতে চাই। আমাদের শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বা ফাঁসিদেওয়ায় পাঠিয়ে দিক, আমরা সামলে নেব। কিন্তু এত রাতে আলিপুরদুয়ার যেতে বলা হচ্ছে, যেটা কার্যত অসম্ভব। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গেলে কোনও আধিকারিকই কিছু মানতে চাইছেন না। তাই আমরাও মাঠেই বসে রয়েছি।'

প্রশিক্ষণ ছাড়াই রাতারাতি ডাক রেলকর্মীদের, দেননি ভোটও

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকা থেকে ৫২৮ জন রেলকর্মীকে আচমকা ভোটের ডিউটি দিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় নিয়ে যাওয়া হল। এই ভোটকর্মীরা ভোটগ্রহণের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেননি। এমনকি তাঁদের ভোটও হয়নি। আবার এমন ভোটকর্মীও রয়েছেন, যাঁরা আগে কোনওদিন বুথ সামলাননি। মাত্র একদিন আগে কমিশনের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং এই কর্মীদের ভোটের ব্যবস্থা করার দাবিতে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য তথা শিলিগুড়ি আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। গৌতমের অভিযোগ, 'চক্রান্ত করে এই রেলকর্মীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।'

রেলের কাটিহার ডিভিশনের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন,

কমিশনকে চিঠি

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতোই রেলকর্মীদের ভোটের ডিউটিতে পাঠানো হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) এবং শিলিগুড়ি এলাকার ৫২৮ জন রেলকর্মীকে মঙ্গলবার রাতে কমিশনের তরফে মোবাইলে মেসেজ করে বুধবার সকালে রায়গঞ্জ এবং ইসলামপুর প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়। আগাম কোনওকিছু না জানিয়ে, প্রশিক্ষণ না দিয়ে আচমকা এভাবে ভোটের ডিউটির নির্দেশ পেয়ে হতবাক কর্মীরা। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করা যাবে না ভেবে, তাঁরা এদিন সকালেই ট্রেনে, বাসে বা গাড়ি ভাড়া করে গন্তব্যে পৌঁছেছেন। কাউকে ইসলামপুরে, কাউকে চোপড়ায় অথবা কালিয়াগঞ্জে ভোটের জন্য বিকেলেই ডিসিআরসি থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গিয়েছে, তাঁরা শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার ভোটার। শিলিগুড়ি থেকে কালিয়াগঞ্জে ভোটের ডিউটিতে যাওয়া এক রেলকর্মী টেলিফোনে বললেন, 'আগে কোনওদিন ভোটের ডিউটি করিনি। এবার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি। আজ দুপুরে হাতে ইভিএম সহ অন্য সরঞ্জাম ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবেও যে ভোটের ডিউটি পড়তে পারে সেটা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।' তিনি বললেন, 'রায়গঞ্জ ডিসিআরসি-তে গিয়ে আমাদের ভোটের বিষয়টি জানিয়েছি। সেখান থেকে বলা হয়েছে পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু কবে, কীভাবে ভোট দিতে পারব জানি না।'

এদিকে এভাবে রেলকর্মীরা ভোটের কাজে চলে যাওয়ায় ভোট নিয়ে চিন্তায় ভাঁজ তৃণমূল শিবিরে। কেননা এই রেলকর্মীদের একটা বড় অংশই শিলিগুড়ি বিধানসভার ভোটার।

নীরবে 'শাসানি' গোয়ালপোখরে

রব্বানির সঙ্গে ছায়াযুদ্ধে ভিক্টর

অরুণ ঝা

গোয়ালপোখর, ২২ এপ্রিল : নীরবে 'শাসানি' নিয়ে গোয়ালপোখরে চলছে গুনগুন, ফিশফিশ। এরই মধ্যে তৃণমূল প্রার্থী গোলাম রব্বানির বিরুদ্ধে ভয় দেখানোর অভিযোগ তুললেন তাঁরই ভাই নির্দল প্রার্থী গোলাম সারওয়ার। যা নতুন মাত্রা যোগ করেছে এলাকার রাজনীতিতে। পদ্ম শিবির ছেড়ে সম্প্রতি কংগ্রেসে যোগ দিলেও, কংগ্রেস টিকিট না দেওয়ায় ভোটের ময়দানে সারওয়ার নির্দল। তবে তিনি তাঁর প্রার্থী বলে প্রকাশ্যে দাবি করেন চাকুলিয়ার কংগ্রেস প্রার্থী আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)। যা নিয়েও এলাকায় রয়েছে নানান সমীকরণের সম্ভাবনা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যারাতে রব্বানির খাসতালুক বিপ্রীত এলাকায় একটি চায়ের দোকানে বসে ছিলেন সারওয়ার এবং ভিক্টর। সে সময় স্থানীয় কিছু লোকজনের সঙ্গে তাঁদের কথা হচ্ছিল। যে খবর পৌঁছানো মাত্র ঘাসফুল শিবিরের লোকজন তাঁদের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। ভিক্টর বলছেন, 'আমি ভিড় জমা হওয়ার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম।' পরে তৃণমূলের লোকজনের সঙ্গে সারওয়ারের ঝামেলা হয়েছে বলে শুনেছি।' তবে বিপ্রীত মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়ালেও, পুলিশের হস্তক্ষেপে বড় ধরনের গণ্ডগোল বাধেনি। বুধবার সারওয়ারের অভিযোগ, 'তৃণমূলের গুন্ডারা লাঠিসোঁটা নিয়ে ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে।' রব্বানির দাবি, 'প্রচারের সময়সীমা শেষ হলেও অন্য আসনের প্রার্থী ভিক্টর বিপ্রীতে প্রচারের নামে অশান্তি পাকাতে এসেছিলেন। তৃণমূল কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও আমি তাঁদের শান্ত করে বড় ঝামেলা হতে দিইনি।'

- গোয়ালপোখরের অধিকাংশ এলাকায় চলছে শাসকের শাসানি, মুখে কুলুপ ভোটারদের
- তৃণমূল প্রার্থী রব্বানির বিরুদ্ধে তাঁরই ভাই নির্দল সারওয়ার বাজি কংগ্রেস নেতা ভিক্টরের
- হুমকির রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন, দাবি রব্বানির গণতন্ত্রের কথা বলছেন ভিক্টর

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটেই গোয়ালপোখরে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। ওই বছর ভোটকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গণ্ডগোল হয়। '২১-এর ভোটে সংঘর্ষের ঘটনা না ঘটলেও '২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে চোখরাঙানি, ভয় দেখানোর বিস্তর অভিযোগ উঠেছিল। '২৪-এর লোকসভা ভোটে দিনভর দাপিয়ে ভোট করানোর অভিযোগ ওঠে রব্বানির বিরুদ্ধে। যদিও লোকসভায় কংগ্রেস প্রার্থী ভিক্টর তৃণমূল প্রার্থীর থেকে মাত্র ৬০০ ভোটে পিছিয়ে ছিলেন গোয়ালপোখরে। '২৬-এর ভোটেও ভিক্টর রব্বানিকে প্যাঁচে ফেলার সুযোগ ছাড়ছেন না। যে কারণে দলের প্রার্থী থাকলেও তিনি সারওয়ারকে নিজের প্রার্থী বলছেন।

এমন পরিস্থিতিতে ভোটারদের বিভিন্ন কায়দায় 'শাসনে' রাখার চেষ্টা চলছে। মহুয়া অঞ্চলের ঘাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি জমির আগাছা সাফ করার ফাঁকে বললেন, 'উপর থেকে গোয়ালপোখরকে শান্তই মনে হয়। কিন্তু ভোট নিয়ে বেগরবাই করলেই কপালে দুঃখ আছে। তাই সবেতেই হ্যাঁ বলে আমরা শান্তিতে থাকার উপায় বের করেছি।' খাগর অঞ্চলের এক তরুণের কথায়, 'এলাকায় কে শেষ কথা, সকলেই জানেন। তাই আমরাও মুখে কুলুপ এঁটে ভোট দিয়ে দায়িত্ব পালন করি।' যদিও রব্বানি বলছেন, 'রাজনৈতিকভাবে গোয়ালপোখর অত্যন্ত শান্ত এলাকা। আমি হুমকির রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না, সাধারণ মানুষ জানেন। আসলে ভিক্টর উসকানি দিয়ে এলাকার শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন।' ভিক্টরের দাবি, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ। আমি গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে বিশ্বাসী।'

এবারের ভোট শান্তিতে করাতে পারবে তো নির্বাচন কমিশন, দেখতে চাইছে গোয়ালপোখর।

কুলিকে তলিয়ে মৃত্যু দুই কিশোরের

রায়গঞ্জ, ২২ এপ্রিল : বন্ধুদের সঙ্গে কুলিক নদীতে নেমেছিল দুই কিশোর। কিন্তু আচমকাই নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল তাদের। বুধবার বিকেল তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির শিয়ালমণি ফরেস্টের কুলিক নদীতে। এই ঘটনার এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ, রায়গঞ্জের পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার অর্ণব মণ্ডল। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দুই কিশোরকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। রায়গঞ্জ থানার আইসি সুমনকল্যাণ সরকার বলেন, 'কুলিক নদী থেকে দুই কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

মৃতদের নাম প্রীতম আচার্য (১৭) এবং বিশ্বজিৎ দাস। প্রীতমের বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের ইন্দিরা কলোনিতে আর বিশ্বজিৎ শহরের বীরনগরের বাসিন্দা। দুজনেই রায়গঞ্জ শহরের করোনেশন হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে টোটো করে প্রীতমরা পাঁচ বন্ধু মিলে শিয়ালমণি ফরেস্টের কুলিক নদীতে গিয়ে স্নান করতে নামে। তারপরই এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাকি তিনজন সাঁতরে পাড়ে উঠে এলেও প্রীতমরা আর পাড়ে উঠতে পারেনি। তলিয়ে যায় তারা। রায়গঞ্জের পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, 'মর্মান্তিক ঘটনা। খবর পেয়ে দুই পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। তবে একের পর এক ডুবে নাবালকদের মৃত্যুর ঘটনা চিন্তা বাড়াচ্ছে। ভোটের পরে প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে প্রচার চালানো হবে।'

ডিউটিতে যাওয়ার আগে একটু জিরিয়ে নেওয়া। ইসলামপুরে। -রাজু দাস

শেষ লগ্নে দুর্গার দুর্গ মেরামতি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট অনুযায়ী, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার বিজেপির আসনেই দল ভালো অবস্থায় রয়েছে, তবুও যেন দু'চোখের পাতা এক করার উপায় নেই সভাপতির।

ভোটের একদিন আগে ফাঁকফোকর মেটাতে ফাঁসিদেওয়ায় গিয়ে দফায় দফায় বৈঠক সারলেন অরুণ মণ্ডল। বুধবার ওই বিধানসভা এলাকায় দলের প্রায় প্রতিটি মণ্ডল কমিটিকে নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনায় বসা হয়েছে। সূত্রের খবর, সবাইকে ভোটের দিন ময়দানে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

অসন্তোষের আভাস পাচ্ছেন? অরুণের যুক্তি, 'এদিনের বৈঠকের সঙ্গে আশা-আশঙ্কার কোনও যোগ নেই। সাংগঠনিক বিষয়ে কথা হল। আমরা আশাবাদী, ফাঁসিদেওয়ায় বিজেপিই জিতবে। সেজন্য আলাদা করে হিসেবনিকেশের দরকার নেই।'

ফাঁসিদেওয়ায় পদ্মপ্রার্থী দুর্গা মুর্মু দলে পুরোনো গোষ্ঠীর নেতা হিসেবেই পরিচিত। এবছর ফের তাঁর টিকিটপ্রাপ্তি নিয়ে দলের মধ্যে আপত্তি উঠেছিল বটে, তবে তা সেভাবে প্রকাশ্যে আসেনি কখনও। প্রথম দিকে প্রার্থীর হয়ে প্রচারে অনেক মুখের দেখা মেলেনি। তাঁদের মধ্যে মণ্ডল কমিটির এক নেতার বক্তব্য, 'যখন ডেকেছে, বেরিয়েছি। না ডাকলে তো আর যেতে পারি না।' চা বাগানে নেতাদের একাংশকেও প্রচারে নামাতে ব্যর্থ হন দুর্গা।

অন্যদিকে, খোদ প্রার্থীর বিরুদ্ধেও দলে এলাকায় দেখা না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তিনি কিছু জায়গায় জনসংযোগে গিয়ে ক্ষোভের মুখেও পড়েন। এসবের জেরেই কি বৈঠক নিশ্চিন্ত হতে পারছে না? দুর্গার দাবি,

ফাঁসিদেওয়া

'শেষমুহূর্তে প্রস্তুতি হিসাবে সংগঠনের তরফে বৈঠক হতেই পারে। সেখানে সবাইকে তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হতে পারে। কোথায় কী করতে হবে, সেসব তো বলা দরকার।'

ফাঁসিদেওয়া তপশিলি জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসন। এখানে আদিবাসীদের ভোটই জয়-পরাজয়ের নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। অথচ সেখানেই বিজেপির শ্রমিক সংগঠন তেমন সক্রিয় হয়নি ভোটপর্বে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার জনসভায় আদিবাসী মহিলা চা শ্রমিকদের উপস্থিতির হার দলের অন্দরে প্রশ্ন তুলেছিল। সংখ্যালঘু 'ফ্যাক্টর', ফাঁসিদেওয়া ব্লকের এমন এলাকায় এজেন্ট খুঁজতে গিয়েও মাথায় চিন্তার ভাঁজ পড়ছে বলে অভিযোগ।

এদিনের বৈঠকে সেই আদিবাসী এলাকাগুলিতেই বাড়তি নজর দিতে বলা হয়েছে। ভোটের দিন বুথে যাতে দলীয় এজেন্ট থাকেন এবং নেতারা ভোট ম্যানেজার হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালন করেন, সেই নির্দেশ দিয়েছেন নেতারা।

সফল মেডিকেলের চিকিৎসকরা

শিশুর শ্বাসনালি থেকে বেরোল বাঁশি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : চার বছরের শিশুর শ্বাসনালিতে আটকে যাওয়া বাঁশি বের করলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকরা। বুধবার মেডিকেলের ইএনটি বিভাগের চিকিৎসকদের তৎপরতায় শিশুটি নতুন জীবন পেয়েছে বলে দাবি করেছেন তার বাবা।

গত সোমবার রাজগঞ্জের ফুলবাড়িপাড়ার চার বছরের শিশু নীহান রায় একটি খেলনাগাড়ির বাঁশি বের করে মুখ দিয়ে বাজানোর চেষ্টা করে। সেসময় বাঁশিটি তার গলায় ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে বেলাকোবা বড়দিঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শিশুটিকে রেফার করা হয়। জলপাইগুড়িতে চিকিৎসকরা প্রাথমিক পরীক্ষার পর শিশুটিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করে দেন। শিশুটির বাবা তারাপদ রায়ের বক্তব্য, 'জলপাইগুড়িতে কোনও মেশিনপত্র না থাকায় আমার ছেলেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

এখানে আসার পরেই ইএনটি বিভাগের চিকিৎসকরা শিশুটিকে পরীক্ষা করেন। সিটি স্ক্যান সহ অন্য পরীক্ষা করা হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা দেখেন, শিশুটির শ্বাসনালির ভিতরে বাঁশিটি আটকে রয়েছে। এর ফলে শিশুটির স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে শিশুটি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দেরি না করে দ্রুত অপারেশন করে বাঁশিটি বের করার সিদ্ধান্ত নেন ইএনটি বিভাগের প্রধান ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো। তিনি বলেছেন, 'বুধবার সকালে শিশুটিকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে প্রথমে অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়। এরপরেই রিজিড ব্রংকোস্কপি-র মাধ্যমে শিশুটির শ্বাসনালি থেকে বাঁশিটি সফলভাবে বের করে নিয়ে আসা হয়।'

অপারেশনের পরে শিশুটি পুরোপুরি বিপন্মুক্ত বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। তবে বিভাগীয় প্রধান বলেছেন,'শিশুদের সুরক্ষার কথা

- চার বছরের শিশু নীহান রায় একটি খেলনাগাড়ির বাঁশি বের করে মুখ দিয়ে বাজানোর চেষ্টা করে
- সেসময় বাঁশিটি তার গলায় ঢুকে যায়
- রিজিড ব্রংকোস্কপি-র মাধ্যমে শিশুটির শ্বাসনালি থেকে বাঁশিটি সফলভাবে বের করে নিয়ে আসা হয়

ভেবে এই ধরনের ছোট বাঁশি বা অন্য যন্ত্রাংশ দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত খেলনা প্রস্তুতকারীদের। পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সন্তানদের হাতে কোনও খেলনা দেওয়ার আগে সেটি আদৌ সুরক্ষিত কি না, সেটা দেখে নেওয়া প্রয়োজন।'

এদিনের অপারেশনে বিভাগীয় প্রধান ছাড়া ডাঃ সৌমিক দাস, ডাঃ তপোব্রত পাল, অ্যানাস্থেটিস্ট সুব্রত মণ্ডল সহ অন্যরা ছিলেন।

ভোট ঘিরে ছুটির মেজাজ ইসলামপুরে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২২ এপ্রিল : বুধবার একটি মিষ্টির দোকানে 'দাদা দেড় কেজি পনির দেবেন তো' বলে দাঁড়িয়েছিলেন ইসলামপুরের ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা বধু মাম্পি সাহা। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এতটা পনির নিচ্ছেন, বাড়িতে অতিথি এসেছে নাকি?' উত্তরে একটু হেসে মাম্পি বলেন, 'বৃহস্পতিবারের জন্য নিচ্ছি। কর্তা থেকে শুরু করে বাড়ির সবার ছুটি। তাই ভোট দিয়ে আসার পর সবাইকে সর্ষে পনির খাওয়াব ভাবছি। তাই আর কি।' উত্তরটা মাম্পি দিলেন, কিন্তু এটা শুধু তাঁর কথা না। এবার ভোটের দিন শহরজুড়ে যে ছুটি এবং উৎসবের পরিবেশ থাকবে তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল।

এই যেমন থানা কলোনির বাসিন্দা ব্যবসায়ী দীপেশ সাহা বললেন, 'ভোট দিয়ে বাড়িতে ফিরে টিভি খুলে বঙ্গের ভোটরঙ্গ উপভোগ করব। কারণ ভোটের দিন বাজারে ক্রেতাই তো থাকবে না। তার সঙ্গে নির্বাচন কমিশন যা সব নিয়মকানুন করেছে শুনছি তাতে বাজার আরও ফাঁকা থাকবে সেটা আগেই বোঝাই যাচ্ছে।' ভোট উৎসব নিয়ে মজে উঠেছে ইসলামপুর। কিন্তু যাঁদের ভোটের ডিউটি পড়েছে সেইসব পরিবারের সদস্য যাতে ভোটের ডিউটি করে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে আসেন সেই প্রার্থনা করছেন।

এদিন শহরের ১৭টি ওয়ার্ড ঘুরে দেখা গেল ভোট উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে। সমস্ত পাড়াতেই ভোটের দিন ভোটারদের 'মন পেতে' সাজিয়ে তোলা হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্প। পতপত করে বিভিন্ন দলের পতাকা উড়ছে গাছের ডালে।

ভোটের আবহে পতাকায় রঙিন হয়ে উঠেছে ইসলামপুরের অলিগলি।

পুর টার্মিনাসের সামনে একটি পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওষুধ ব্যবসায়ী সঞ্জয় পাল। ব্যবসার কারণে তাঁকে রোজই বিভিন্ন ব্লকে ছুটতে হয়। খানিকটা হতাশার সুরেই বললেন, 'ভোটের দিন গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। গোয়ালপোখর থানা এলাকায় বেশ কড় অর্ডার ছিল। কিন্তু যাওয়া হবে না। ক্ষতি তো হবেই। তবে সরকার গড়ার ভোট বলে কথা। কী আর করা যাবে।'

এদিন যানবাহনের সংকটের জন্য বিভিন্ন কাজের জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে যেতে মানুষকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে। চৌরঙ্গি মোড়ে অটো থেকে নেমেই একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া হিমাংশু দাস বলে উঠল, 'ধ্যাৎ গড!' প্রশ্ন করতেই ইসলামপুর শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে চোপড়ার দাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা হিমাংশু বলেন, 'এক ঘণ্টার রাস্তা আসতে প্রায় তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। বাস বেশি নেই। তাই ভেঙে ভেঙে টোটো এবং অটো করে ইসলামপুর এলাম।' চা বাগানের মালিক সুবীর বিশ্বাসের গলায় শোনা গেল অন্য সুর। তিনি বলেন, 'কাজের ব্যস্ততায় পরিবারকে সময় দেওয়া হয় না বললেই চলে। তাই ঠিক করেছি কাছের কিছু বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে, খাওয়াদাওয়া আর হইহই করে দিনটা কাটাব।' কে জিতবে, কারা সরকার গড়বে তা নিয়ে চিন্তা নেই? উত্তরে সুবীর বলেন, 'ভোট দিতে হয়, তাই যাব। কে জিতিবে কে হারবে ওসব রাজনৈতিক দলের লোকেরা ভাবেন। গণতন্ত্রের উৎসবের দিন আমার থিম পরিবারতন্ত্র।'

আজ পরীক্ষা দ্রাবিড়ভূমেও

চেন্নাই, ২২ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গের ১৫২টি আসনের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ করা হবে তামিলনাড়ুর ২৩৪টি আসনে। কেরল, অসম, পুদুচেরির মতো তামিলনাড়ুতেও একদফাতেই ভোট হবে। সারা রাজ্যে মোট ৭৫,০৬৪টি বুথে ভোট দেবেন ৫.৬৭ কোটিরও বেশি ভোটার। ভোট পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন ৩ লক্ষেরও বেশি ভোটকর্মী। এসআইআরের পর রাজ্যে বাদ পড়েছে ৭০ লক্ষেরও বেশি নাম। এবার তামিলনাড়ুতে ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। একদিকে এমকে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন শাসক ডিএমকে-কংগ্রেস-বামেদের জোট। তাদের সঙ্গে মূল লড়াই হচ্ছে এআইএডিএমকে-বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র। তৃতীয় শক্তি হিসেবে এবার তামিলনাড়ুর রাজনীতির মানচিত্রে আবির্ভাব হয়েছে অভিনেতা থালাপাতি বিজয়ের টিভিকের। তবে রুপোলি পর্দার নায়কের ‘স্টারডম’ টিভিকের ‘হুইসল’-এর ওপর জনতা কতটা আস্থাশীল, তা জানা যাবে ৪ মে। ভোটে যাতে কোনওপ্রকার অশান্তি না হয় সেজন্য আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা বন্দোবস্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। মোতায়েন করা হয়েছে ৮৩০০-এরও বেশি পুলিশকর্মী। ৩০২৫টি এলাকার ৫০৪৬টি বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে তামিলনাড়ুর সিইও অর্চনা পটনায়েক জানিয়েছেন, মোট ১২৬২ কোটি টাকার নগদ, সোনা, মদ এবং মাদক উদ্ধার হয়েছে।

খাড়গের নামে নালিশ পদ্মের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জঙ্গি বলায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাল বিজেপি। বুধবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, কিরেন রিজিজু, অর্জুনরাম মেঘওয়ালের নেতৃত্বে গেরুয়া শিবিরের একটি প্রতিনিধি দল কমিশনে যায়। খাড়গে যাতে তাঁর মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চান এবং প্রয়োজনে তাঁর নির্বাচনি প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির আর্জি জানিয়েছে বিজেপি। রিজিজু বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমরা যথাযথ এবং কঠোর পদক্ষেপ আশা করছি। এই ধরনের ভাষা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মর্যাদাকে লঘু করে দেয়।’ খাড়গে অবশ্য আগেই সাফাই দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের সন্ত্রস্ত করে রাখেন বলেই তাঁকে সন্ত্রাসবাদী বলেছি। যদিও বিজেপি তাতে সন্তুষ্ট হয়নি।

বাস্তুচ্যুত ৫৮ হাজার

ইম্ফল, ২২ এপ্রিল : মণিপুরে লাগাতার জাতি হিংসায় মানবিক বিপর্যয় চরম আকার নিয়েছে। ২০২৩ সালের ৩ মে থেকে শুরু হওয়া এই দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের জেরে ২০২৬ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত প্রায় ৫৮,৮২১ জন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বলে রাজ্য সরকার সূত্রে খবর। সম্প্রতি মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেস নেতা হরেশ্বর গোস্বামীর একটি তথ্যাধিকার (আরটিআই)

মণিপুরে হিংসা

আবেদনের জবাবে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই ভয়াবহ পরিসংখ্যান পেশ করেছে। সরকারি তথ্য বলছে, এই হিংসার জেরে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২১৭ জনের।

রাজ্যব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞের কবলে পড়ে রাজ্যে ৭,৮৯৪টি স্থায়ী বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ২,৬৪৬টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গৃহহীন কয়েক হাজার মানুষ বাধ্য হয়েছেন ১৭৪টি সরকারি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে। উপত্যকার মেইতেই ও পাহাড়ি অঞ্চলের কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত রুখতে এবং দুর্গতদের পুনর্বাসনে সরকার ৩,০০০ প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড ঘর নির্মাণ করলেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি।

পহলগাম হামলার একবছর পার। উপত্যকাজুড়ে চিরুনি তল্লাশি সেনাবাহিনীর। বুধবার।

পহলগাম হামলার প্রথম বর্ষে নিহতদের শ্রদ্ধা

মাথা নোয়াবে না ভারত

বার্তা শাসক-বিরোধীর

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : ঠিক একবছর আগের সেই অভিশপ্ত দিন। গত বছর ২২ এপ্রিল লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের হামলায় রক্তাক্ত হয়েছিল ভূস্বর্গের পহলগাম। বুধবার সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রথম বর্ষপূর্তিতে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, ভারত কোনওদিন সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে না।

এদিন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি আবেগঘন পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘গত বছর আজকের দিনে পহলগামে ২৬ জন সাধারণ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। ওই ঘটনা ভারতীয়রা কোনওদিন ভুলবে না। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। একটি রাষ্ট্র হিসেবে আমরা শোকাতুর ঠিকই, কিন্তু আমাদের সংকল্প অবিচল। ভারত সন্ত্রাসের কাছে কখনও মাথা নত করবে না।’ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শোকবার্তায় লিখেছেন, ‘জঘন্য হামলায় নিষ্পাপ মানুষের প্রাণহানির ঘটনা আমাদের স্মৃতিতে অমলিন হয়ে রয়েছে। আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।’

জঙ্গিদের কড়া বার্তা দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘ভারত কখনও সেই শক্তিগুলির সামনে মাথা নত করবে না যারা ঘৃণা ও ভয় ছড়াতে চায়। সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে গোটা দেশ আগে যেমন ঐক্যবদ্ধ ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।’ রাহুল আরও লিখেছেন, ‘এক বছর আগে আজকের দিনে পহলগামে হওয়া সেই কাপুরুষোচিত হামলায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন এবং তাঁদের পরিবারের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, দেশ তা কখনও ভুলবে না, অপরাধীদের ক্ষমাও করবে না।’

> গত বছর আজকের দিনে পহলগামে ২৬ জন সাধারণ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। ওই ঘটনা ভারতীয়রা কোনওদিন ভুলবে না।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

> হামলায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন এবং তাঁদের পরিবারের যে ক্ষতি হয়েছে, দেশ তা কখনও ভুলবে না, অপরাধীদের ক্ষমাও করবে না।
>
> **রাহুল গান্ধি**

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বার্তা, ‘আমাদের সেনাবাহিনী অপারেশন সিঁদুর-এ কী করেছে, তা আপনাদের নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের শক্তি আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। ভারত নিজে থেকে বিশ্বের কোনও দেশকে আক্রমণ করেনি... কিন্তু কোনও প্রতিবেশী যদি সমস্যা তৈরির চেষ্টা করে, তাহলে ডট, ডট, ডট (বাকিটা বুঝে নিন)।’ একই সুর শোনা গিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও। পহলগাম বর্ষপূর্তির বার্তায় সেনা জানিয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে হওয়া যে কোনও ষড়যন্ত্রের নিশ্চিত জবাব দেওয়া হবে এবং দোষীদের সাজা নিশ্চিত করা হবে। গত বছর এই হামলার প্রত্যাঘাতে ভারত ‘অপারেশন সিঁদুর’ শুরু করেছিল। সেইসময় পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি ও লঞ্চপ্যাড গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ৯৩ দিনের দীর্ঘ তল্লাশি অভিযান ‘অপারেশন মহাদেব’-এ খতম করা হয় হামলার মূল তিন পান্ডাকেও।

গত বছর বৈসরণ উপত্যকায় পর্যটকদের পরিচয় যাচাই করে ঠান্ডা মাথায় ২৬ জনকে গুলি করে হত্যা করেছিল পাক জঙ্গিরা। সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে এদিন জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিহতদের স্মরণ করেছেন। পহলগামে লিডার নদীর ধারে নিহতদের স্মরণে একটি কালো মার্বেলের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে।

ফের বিতর্কে পাপ্পু যাদব

পাটনা, ২২ এপ্রিল : মঙ্গলবারের পর বুধবারও বিতর্ক মন্তব্য করলেন বিহারের সাংসদ পাপ্পু যাদব। মহিলা রাজনীতিবিদদের নিয়ে গতকাল পাপ্পু বলেছিলেন, নেতাদের শয়নকক্ষে না গেলে ৯০ শতাংশ মহিলা রাজনীতি শুরু করতে পারেন না। তাঁর ওই আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য মহিলা কমিশন নোটিশ পাঠায়। এ প্রসঙ্গে জবাব দিতে গিয়ে পাপ্পু বলেন, ‘আমি লোকসভার অধিবেশনে বলেছি, ‘৭০ থেকে ৮০ শতাংশ রাজনীতিবিদ পর্ন দেখেন । সাহস থাকলে সবার ফোন চেক করা হোক। পরীক্ষা করা হোক আমারটাও ।’ তিনি এও দাবি করেছেন, ‘যাঁরা তাঁকে নোটিশ পাঠিয়েছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রীদের ছবি রয়েছে। কাচের ঘরে বসে অন্যের দিকে পাথর ছোড়া ঠিক নয়।’

ট্রাম্পের শান্তির বার্তায় বারুদের গন্ধ

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ২২ এপ্রিল : বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ডোনাল্ড ট্রাম্প মানেই নাটকীয়তা। আর সেই নাটকের সর্বশেষ অঙ্কটি মঞ্চস্থ হল মঙ্গলবার রাতে। যখন সবাই প্রহর গুনছিলেন কখন শেষ হবে ইরান-আমেরিকা যুদ্ধবিরতির সময়সীমা এবং কখন শুরু হবে মার্কিন সেনার বোমাবর্ষণ, ঠিক তখনই পাশা উলটে দিলেন হোয়াইট হাউসের কর্তা। পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির ও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের ‘বিশেষ অনুরোধে’ ইরানের ওপর হামলা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা করলেন ট্রাম্প।

কিন্তু শান্তি কি আদৌ এল? উত্তরটা আপাতত ধোঁয়াশায় ঘেরা। কারণ, ট্রাম্প একদিকে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ালেও অন্যদিকে ইরানের বন্দরগুলির ওপর মার্কিন অবরোধ জারি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যার অর্থ-যুদ্ধ সরাসরি না চললেও ইরানের অর্থনৈতিক টুঁটি টিপে ধরার খেলায় একচুলও ছাড় দিচ্ছেন না তিনি। ট্রাম্পের কথায়, ‘ইরান আর্থিকভাবে ভেঙে পড়ছে, ওরা এখন কাঙালের মতো নগদ অর্থের অপেক্ষায় রয়েছে।’ ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ইরান অবিলম্বে হরমুজ প্রণালী খুলে দিতে চাইছে কারণ তারা অর্থের জন্য মরিয়া।

তাঁর এই ঘোষণার রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ওমান উপকূলের নীল জলরাশি। বুধবার সকালে হরমুজ প্রণালীতে একটি কনটেনারবাহী জাহাজের ওপর গুলি চালায় ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস। ব্রিটিশ মেরিটাইম সংস্থা ইউকেএমটিও-র দাবি, কোনও সতর্কবার্তা ছাড়াই ইরানি গানবোট এসে জাহাজটির ওপর হামলা চালায়, যাতে জাহাজটির ব্রিজের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তেহরান দাবি করেছে, নিয়ম মেনেই তারা ‘আইন প্রয়োগ’ করেছে এবং জাহাজটি তাদের সশস্ত্র বাহিনীর সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছিল। এই ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে, দু-পক্ষই একে অপরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। এর আগে সোমবারও ওয়াশিংটন ইরানের দুটি জাহাজ বাজেয়াপ্ত করায় তেহরান আমেরিকাকে ‘জলদস্যু’ বলে তোপ দেগেছিল।

এই ঘটনাক্রমে সবথেকে বড় চমক পাকিস্তান। দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক মহলে ‘ব্যর্থ রাষ্ট্র’ হিসেবে তকমা পাওয়া দেশটি এখন বিশ্বশান্তির দূতের ভূমিকায়। নগদ সংকটে জেরবার শাহবাজ সরকার বুঝতে পারছে, মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি মানেই তেলের দাম চড়া এবং পাকিস্তানের অর্থনীতির কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা। তাই তেহরান এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে সেতুবন্ধনের মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ইসলামাবাদ। ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির সরাসরি

কাটল না যুদ্ধের মেঘ

ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলে সময় চেয়ে নিয়েছেন, যাতে ইরানের বর্তমান নেতৃত্ব একটি যুক্তিসংগত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসতে পারে। বিনিময়ে পাকিস্তান আশা করছে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং আমেরিকার সঙ্গে নতুন সামরিক চুক্তির। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, ‘পাকিস্তানের ওপর আস্থা রাখার জন্য আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে কৃতজ্ঞ।’

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরলে ভারতের লাভ হলেও পাকিস্তানের এই নতুন শান্তিদূত-অবতার দিল্লির জন্য কিছুটা চিন্তার কারণ হতে পারে। আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের গুরুত্ব বাড়লে তা ভারতের নিরাপত্তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। আপাতত বল এখন তেহরানের কোর্টে। পাকিস্তানের আয়োজিত দ্বিতীয় দফার শান্তি বৈঠকে ইরান প্রতিনিধি দল পাঠাবে কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা শ্রীকান্ত সমাদ্দার - কে 23.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87A 25150 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনে যা ভবিষ্যৎবাণী করা যায় তা ডিয়ার লটারির মাধ্যমে পরীক্ষা করা যেতে পারে, কারণ এটি অনেক জায়গাতে কোটিপতি তৈরি করছে। আমরা ডিয়ার লটারির সাহায্যে বড় অঙ্কের পুরস্কারের স্বপ্ন দেখতে পারি যা একদিন অবশ্যই সত্যি হবে। আমি চেষ্টা করে দেখেছি, পরীক্ষা করেছি এবং লাভবান হয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

প্রচারে কংগ্রেসের সুর নরমের সম্ভাবনা

মমতার পাশে বিরোধী জোট

নবনীতা মণ্ডল ও স্বরূপ বিশ্বাস

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২২ এপ্রিল : প্রথম দফার বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াল দেশের তাবড় বিরোধী দল। আপ, শিবসেনা (ইউবিটি), সপা তো বটেই, রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ কপিল সিবালও তৃণমূলনেত্রীর সমর্থনে মুখ খুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে ইন্ডিয়ার সবথেকে বড় শরিক কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে এবার ২৯৪টি আসনেই লড়ছে হাত। সম্প্রতি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বাংলায় নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূলকেও নিশানা করেছিলেন। একযোগে বিঁধেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যদিও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে রাজ্যে প্রচারে গিয়ে তৃণমূলের তুলনায় বিজেপিকেই অধিক নিশানা করেন।

বুধবার তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গে ফোনে কথা বলে পূর্ণ সমর্থনের বার্তা দেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেকথা এক্সে জানিয়ে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, মমতা দি’র প্রতি সম্পূর্ণ সংহতি জানিয়েছি। তাঁর এই লড়াই দেশের গণতন্ত্র রক্ষার অন্যতম কঠিন সংগ্রাম। তিনি সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করেছেন এবং দাবি করেছেন, এত কিছুর পরেও শেষ পর্যন্ত পরাজয়ই অপেক্ষা করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র দলের জন্য। একই সুর শোনা গিয়েছে শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরের গলাতেও। তিনি এক জনসভায় বলেন, ‘বাংলার বাঘিনী একাই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছেন এবং তিনিই জিতবেন।’ প্রথম দফার ভোটের আগে বাংলায় বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনে প্রশাসনিক শক্তির অপব্যবহার হচ্ছে। তিনিও ফোনে কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

অপরদিকে তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশন এবং সিইসি জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করেন আইনজীবী তথা রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল। জ্ঞানেশ কুমারকে জাতীয় লজ্জা এবং লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বলে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, ‘এটি অত্যন্ত স্তম্ভিত করার মতো বিষয়। দেখে মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি যেন ভারতীয় সংবিধানের বহির্ভূত এক জরুরি অবস্থা। এই জরুরি অবস্থার মধ্যে রাজ্যে ২,৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। যার অর্থ ২.৪ লক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ান। হিসেব করলে দাঁড়ায়, রাজ্যের প্রতি ১০০ জন মানুষের জন্য একজন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান নিযুক্ত রয়েছেন।’ সিবালের খোঁচা, ‘এসব দেখে মনে হচ্ছে, বিজেপি নয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশন ভোটে লড়াই করছে। এত বাহিনী তো জম্মু ও কাশ্মীরেও থাকে না। মণিপুরে যখন হিংসা চলছে তখন এসব হচ্ছে। আমাদের দেশে কী হচ্ছে?’

তবে সংসদে কেন্দ্রের বিল আটকাতে তৃণমূল সহ বিরোধী দলগুলি একজোট হলেও পশ্চিমবঙ্গের ভোটে তাদের অধিকাংশের প্রচারে না আসাটা মোটেই ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে সুখকর নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন প্রমুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন।

> মমতাদি’র প্রতি সম্পূর্ণ সংহতি জানিয়েছি। তাঁর এই লড়াই দেশের গণতন্ত্র রক্ষার অন্যতম কঠিন সংগ্রাম।
>
> **অরবিন্দ কেজরিওয়াল**
>
> ....
>
> বাংলার বাঘিনী একাই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছেন এবং তিনিই জিতবেন
>
> **উদ্ধব ঠাকরে**

এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের অবস্থানে। দলীয় সূত্রে দাবি, বিরোধী জোটের বৃহত্তর সমীকরণ মাথায় রেখে বাংলায় তৃণমূল-বিরোধী সুর কিছুটা নরম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। যদিও তারা ২৯৪টি আসনেই এককভাবে লড়াই করছে, তবুও আগামী দিনের বাংলার প্রচারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বক্তব্যের এই পরিবর্তন বজায় রাখা হবে বলে কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে।

সম্প্রতি মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটির বিরোধিতায় কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের পাশে দাঁড়ায়। দলের ২১ জন সাংসদ লোকসভায় সরকারের বিরুদ্ধে ভোটও দেন। এরপরেই বাংলার প্রচারের ক্ষেত্রে কিছুটা নরম অবস্থান নেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের তরফে।

হরমুজে ভারতগামী জাহাজ আটক করল ইরান

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল পারস্য উপসাগর। বুধবার সকালে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী থেকে তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজ আটক করেছে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। যার মধ্যে একটি বড় কার্গো জাহাজ ভারতের গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরে আসার কথা ছিল। এই ঘটনায় পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের বাণিজ্যিক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ইরানি সেনার দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী, বুধবার সকালে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে ‘এমএসসি-ফ্রান্সেস্কা’ এবং ‘এপামিনোন্ডাস’ নামের দু’টি জাহাজকে আটক করে ইরানি উপকূলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী ‘এপামিনোন্ডাস’ জাহাজটি দুবাই থেকে গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরের দিকে আসছিল বলে মেরিটাইম ট্রাফিক তথ্যে জানা গিয়েছে। ইরানের অভিযোগ, জাহাজটি নেভিগেশন ব্যবস্থায় কারচুপি করে সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছিল। অন্যদিকে ‘এমএসসি-ফ্রান্সেস্কা’র বিরুদ্ধে ইজরায়েলি যোগসাজশের অভিযোগ তুলেছে তেহরান। এছাড়া ‘ইউফোরিয়া’ নামে গ্রিক মালিকানাধীন তৃতীয় জাহাজটিকেও লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

ব্রিটিশ সংস্থা ইউকেএমটিও জানিয়েছে, ইরানি গানবোট থেকে গুলি ও গ্রেনেড ছোড়ায় একটি জাহাজের ব্রিজের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। যদিও সব নাবিক সুরক্ষিত আছেন। ট্রাম্প এই পরিস্থিতিকে ইরানের ‘আর্থিক দেউলিয়াপনা’ হিসেবে ব্যাখ্যা করে ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘ইরান অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়ছে। ওরা এখন মরিয়া হয়ে নগদ অর্থ চাইছে।’ গত সপ্তাহেও ‘জগ অর্ণব’ এবং ‘সানমার হেরাল্ড’ নামে দু’টি ভারতীয় জাহাজ ইরানের হামলার মুখে পড়েছিল। তেহরান ভারতকে ‘বন্ধু রাষ্ট্র’ হিসেবে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আশ্বাস দিলেও বারবার ভারতীয় স্বার্থে আঘাত আসায় দিল্লি কড়া পদক্ষেপ করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সাধারণ নির্বাচন – ২০২৬

নির্ভয়ে ভোট দিন

ভোটগ্রহণের সময়সূচি নিম্নরূপ

নির্বাচনের বিবরণী	ভোটগ্রহণের তারিখ ও সময়সীমা
দফা -১ (১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্র)	২৩.০৪.২০২৬ (বৃহস্পতিবার) সকাল ৭:০০ টা - সন্ধ্যা ৬:০০ টা
জেলা	
দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর	

ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুযায়ী নির্বাচককে শনাক্ত করার জন্য নির্বাচকের সচিত্র পরিচয়পত্র (EPIC) অর্থাৎ ভোটার কার্ড দেখা হবে। নির্বাচক ভোটার কার্ড দেখাতে না পারলে শনাক্তকরণের জন্য নিম্নোক্ত ১২টি সচিত্র পরিচয়পত্রের মূল নথির যে কোনও একটি দেখাতে হবে।

বিকল্প সচিত্র পরিচয় নথি

১. আধার কার্ড
২. এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ জব কার্ড
৩. ছবি সম্বলিত পাসবই ব্যাংক/ পোস্ট অফিসের
৪. স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের স্মার্ট কার্ড শ্রম মন্ত্রকে দ্বারা প্রদত্ত
৫. ড্রাইভিং লাইসেন্স
৬. প্যান কার্ড
৭. স্মার্ট কার্ড শ্রমমন্ত্রকের প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত
৮. ভারতীয় পাসপোর্ট
৯. সচিত্র পেনশনের নথি
১০. কর্মচারীদের প্রদত্ত সচিত্র পরিচয়পত্র (কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি দ্বারা প্রদত্ত)
১১. সরকারি পরিচয় পত্র (এমপি/এম.এল.এ/এম.এল.সি দ্বারা জারি করা)
১২. অক্ষমতার আইডি কার্ড ইউডিআইডি (UDID) (ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত)

ICA- D640(11)/2026

আপনার ভোট সম্পূর্ণ গোপনীয় ও সুরক্ষিত।

ফোন করুন টোল ফ্রী- ১৮০০-৩৪৫-০০০৮ | ক্লিক করুন - ceowestbengal.wb.gov.in | মেইল করুন - wbfreeandfairpolls@gmail.com

ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ (VIS) কেবলমাত্র পার্ট নং ও সিরিয়াল নং যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হবে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত

ceowestbengal.wb.gov.in | ceowb | ceo_wb/ | CEOWestBengal | ceo westbengal

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৩৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৯ বৈশাখ ১৪৩৩

সরকারি ব্যর্থতা

মণিপুর কি আদৌ ভারতের কোনও অঙ্গরাজ্য? সেখানে কি আদৌ কোনও নির্বাচিত সরকার ক্ষমতাসীন? মণিপুরের সাধারণ মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কি আদৌ কোনও চিন্তা আছে? প্রশ্নগুলি উঠছেই। কারণ, মণিপুর আবার জ্বলছে। রাষ্ট্রপতি শাসনের পর মুখ্যমন্ত্রী পদে রদবদল হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যটিতে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি।

কুকি বনাম মেইতেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২০২৩-এর মে মাসে শুরু হওয়া হিংসায় এখনও লাগাম নেই। অবিশ্বাস এবং ঘৃণার বাতাবরণ দুটি জনগোষ্ঠীকে আপাদমস্তক গ্রাস করেছে। যার প্রতিকার করতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ। এই ব্যর্থতাটাও বড় রহস্য। মণিপুরে শান্তি ফেরানো দুই সরকারেরই দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এখন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ভোট প্রচারে ব্যস্ত।

তিনি প্রতিদিন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে জনসভায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার ডাক দিচ্ছেন। অথচ বিজেপি শাসিত মণিপুরে শান্তি ফেরাতে পুরোপুরি ব্যর্থ তাঁর মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় বাহিনীগুলির শীর্ষ আধিকারিকরা কলকাতায় বসে বাংলার ভোটকে হিংসামুক্ত করার পরিকল্পনা করছেন। ইতিমধ্যে লক্ষাধিক আধাসেনা জওয়ান মোতায়েন হয়েছে বাংলার ভোটযুদ্ধে।

অথচ মণিপুর তিন বছর ধরে অগ্নিগর্ভ হয়ে থাকলেও সেখানে শান্তি ফেরানোর কোনও রুটম্যাপ কেন্দ্রের নেই। অভাব রয়েছে মানুষকে শান্ত করার আন্তরিক প্রয়াসেও। গত ৬ এপ্রিল বিষ্ণুপুরে এক বিএসএফ জওয়ানের বাড়িতে কুকি জঙ্গিদের রকেট হামলায় দুই শিশুর মৃত্যু ও তারপর থেকে আরও পাঁচজনের মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদে নাগরিক সমাজের ডাকে গত রবিবার থেকে পাঁচদিনের বনধে রাজ্যটির স্কুল, অফিস ও বাজারঘাট এখন জনশূন্য।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার এবং পাহাড়ি এলাকায় সক্রিয় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ। বিক্ষোভের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন 'কোকোমি'-র নেতা শান্তা নাহাকপাম জানিয়েছেন, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করছেন শুধু দিল্লির নজর টানতে এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ব্যর্থ হওয়ায় মানুষ বিজেপিকে বয়কটের ডাক দিয়েছেন।

কুকি-মেইতেই গোষ্ঠী সংঘর্ষ থামাতে না পেরে গত বছর পদত্যাগ করেছিলেন এন বীরেন সিং। তারপর এক বছর রাষ্ট্রপতি শাসন ছিল মণিপুরে। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারিতে ওয়াই খেমচাঁদ সিং মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসার পর নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠেছে মণিপুর। সেই অশান্তির আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে ৬ এপ্রিলের ঘটনা। পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে, কাঁদানে গ্যাসের গোলা ফাটিয়েছে। তাতেও বিক্ষোভ দমন করা যায়নি।

আগামী বছর মণিপুরে বিধানসভা ভোট। তার আগে ওই রাজ্যের সমাজ যেভাবে বিদ্বেষের বিষে আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছে, তা মেরামত করা কঠিন। হিংসাকে কখনও হিংসা দিয়ে জয় করা যায় না। এটা ইতিহাসের শিক্ষা। কিন্তু মণিপুর কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার- কোনও পক্ষই সেই শিক্ষা নেয়নি। রাজ্য সরকারের হিসেবে ৫৮ হাজারেরও বেশি মানুষ ২০২৩ সালের মে মাস থেকে বাস্তুচ্যুত। ওই মানুষগুলিকে ঘরে ফেরাতে ব্যর্থ মণিপুর ও কেন্দ্রীয় সরকার।

এই পরিস্থিতির প্রতিকার করতে অবিলম্বে দুটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত সরকারের। কুকি ও মেইতেইদের মধ্যে অবিশ্বাস দূর করতে এই পদক্ষেপ আশু জরুরি। সাধারণ মানুষের দাবিগুলিরও প্রতিকার প্রয়োজন। মানুষ শান্তি চায়, নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা চায়। আমজনতার এই চাহিদাটুকু পূরণ করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট সরকারের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।

মণিপুর তার ব্যতিক্রম নয়। হিংসাকে বর্জন করতে এবং মানুষের ক্ষোভে প্রলেপ লাগাতে রাজ্য সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত মণিপুরের দিকে নজর রাখা। প্রধানমন্ত্রী একবার গেলেও অশান্তিমুক্ত হয়নি মণিপুর। মণিপুরের সাধারণ মানুষেরও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, হিংসা ও বিক্ষোভে কাজ হবে না। তার জন্য চিন্তাভাবনার পাশাপাশি কাজকর্মেও স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন।

অমৃতধারা

যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নবরূপে দেখতে পারলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে। পূর্ণ ও অংশ, - যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে- গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হলো। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না।

-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

একচিলতে আলো, হার মানল অন্ধকার

মাত্র ১৫ ডলারের নিঃস্বার্থ বদান্যতা কীভাবে এক হতদরিদ্র কিশোরকে রাষ্ট্রসংঘের শীর্ষ মানবাধিকার আইনজীবী করে তুলল, এ তারই এক অবিশ্বাস্য রূপকথা।

নীহারিকা সরকার

এআই

১৯৮২ সাল। কেনিয়ার এক প্রত্যন্ত, ধুলোমাখা গ্রাম মিতাহাতো। খড়ের চালের জীর্ণ কুঁড়েঘরে টিমটিমে লণ্ঠনের আলোয় বইয়ে মুখ গুঁজে বসে এক কিশোর। নাম ক্রিস এমবুরু। গোটা জেলার সেরা ছাত্র, অথচ তার চোখে তখন স্বপ্নভঙ্গের হিমশীতল আতঙ্ক। চরম দারিদ্র্য আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে পরিবারকে। প্রাথমিক স্কুলের সামান্য বেতনটুকু জোগাড় করার সামর্থ্যও আর নেই। অথচ লেখাপড়া করার এক অদম্য জেদ তার রক্তে বইছিল। দিনকয়েকের মধ্যেই হয়তো চিরতরে মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যাবে স্কুলের দরজা। তাকে ঘিরে থাকা এই কালো অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র জানলা ছিল ওই স্কুলটিই। এখন সেই জানলাটিও বন্ধ হতে বসেছে। বাধ্য হয়ে বইখাতা শিকেয় তুলে হাতে তুলে নিতে হবে কাস্তে, নামতে হবে কফির খেতে দিনমজুর হিসেবে। মেধা আর স্বপ্নের এই অকালমৃত্যু যখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা, ঠিক তখনই হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে এল এক চিলতে আলো। বদলে গেল ইতিহাস। এই অবিশ্বাস্য উত্তরণের কারিগর ছিলেন এমন একজন, যাঁর সঙ্গে কেনিয়ার এই মাটির ধুলোবালির কোনও সম্পর্কই ছিল না।

অচেনা ত্রাতার ১৫ ডলার

বরফে ঢাকা সুইডেন। নিজের ছিমছাম, নিভৃত জীবনে ব্যস্ত ষাটোর্ধ্ব কিন্ডারগার্টেন শিক্ষিকা হিল্ডে ব্যাক। আচমকাই একদিন তাঁর চোখে পড়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বিজ্ঞাপন— উন্নয়নশীল দেশের হতদরিদ্র শিশুদের পড়াশোনার জন্য স্পনসর চাই। হিল্ডে তালিকা থেকে বেছে নিলেন একটি নাম— ক্রিস এমবুরু, কেনিয়া। শুরু হল সাহায্য পাঠানো। প্রতি টার্মে মাত্র ১৫ ডলার! আজকের দিনে অঙ্কটা নেহাতই হাতখরচ মনে হলেও, আশির দশকের কেনিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে তা ছিল জীবনদায়ী এক লটারি। ওই টাকার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল নতুন বইয়ের গন্ধ, স্কুলের ধবধবে ইউনিফর্ম আর ভবিষ্যতের এক দৃঢ় ভিত।

হিল্ডের কোনও প্রচারের মোহ ছিল না, এই সাহায্যের বিনিময়ে কোনও প্রতিদানের প্রত্যাশাও ছিল না। তিনি শুধু চেয়েছিলেন, টাকার অভাবে অন্তত একটি শিশুর ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকারে তলিয়ে না যায়। ওই সামান্য ১৫ ডলারই ম্যাজিক করল। স্কুলছুট হওয়া থেকে বেঁচে গেল ক্রিস। শুধু অর্থ নয়, চিঠির মাধ্যমে হিল্ডের দেওয়া মানসিক জোর ক্রিসকে এক অদম্য শক্তি জুগিয়েছিল। সুদূর উত্তর ইউরোপ থেকে আসা এক অচেনা বৃদ্ধার সেই চিঠিগুলো ক্রিসের কাছে ছিল দেবদূতের বাণীর মতো। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এই হতদরিদ্র কিশোরই নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক হল। মেধার জোরে ছিনিয়ে নিল হার্ভার্ড ল'স্কুলের সম্মানজনক ফুলব্রাইট স্কলারশিপ। যে ছেলেটির কফিখেতের দিনমজুর হয়েই জীবন কাটানোর কথা ছিল, সে হার্ভার্ডের গণ্ডি পেরিয়ে সোজা যোগ দিল রাষ্ট্রসংঘে! মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে বিশ্বজুড়ে শুরু করল তার নতুন লড়াই। সে লড়াই ছিল মানুষের মর্যাদা রক্ষার লড়াই।

শিকড়ের টান ও এক চমকে দেওয়া ইতিহাস

সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছেও নিজের শিকড়কে ভোলেননি ক্রিস। ২০০১ সালে নিজের মতোই দরিদ্র অথচ মেধাবী শিশুদের জন্য তৈরি করলেন এক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম। তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর জীবনে যে অলৌকিক সুযোগ এসেছিল, তা যেন অন্য মেধাবীদের কাছেও সহজলভ্য হয়। কোনও দ্বিতীয় চিন্তা ছাড়াই নাম দিলেন সেই অচেনা ত্রাতার নামে- 'হিল্ডে ব্যাক এডুকেশন ফান্ড'। কিন্তু কে এই হিল্ডে? সুইডিশ দূতাবাসের সাহায্যে খোঁজ মিলল তাঁর। দেখা করতে সুইডেনে উড়ে গেলেন ক্রিস। ভেবেছিলেন তিনি হয়তো কোনও বিত্তশালী সমাজসেবী। কিন্তু ক্রিস দেখলেন অত্যন্ত সাধারণ, নিরহংকার এক বৃদ্ধাকে, যিনি নিজেই একটি ছোট অ্যাপার্টমেন্টে সাধারণ জীবনযাপন করেন। প্রাচুর্য নয়, ত্যাগের মাধ্যমেই যে আনন্দ পাওয়া যায়- তা হিল্ডের ঘরটি দেখেই ক্রিস বুঝেছিলেন।

এরপরই সামনে এল এক শিউরে ওঠা ইতিহাস। হিল্ডে আদতে সুইডেনের মেয়ে নন। ১৯২২ সালে জার্মানির এক ইহুদি পরিবারে তাঁর জন্ম। হিটলারের নাৎসি বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে মাত্র ষোলো বছর বয়সে প্রাণ হাতে করে তাঁকে পালাতে হয় সুইডেনে। ছোটবেলায় যা কিছু তাঁর আপন ছিল, এক নিমেষেই তা হারিয়ে গিয়েছিল। বাবা-মা দুজনেই জার্মানির কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নির্মমভাবে খুন হন। জাতিবিদ্বেষ আর গণহত্যার কারণে হিল্ডেকে নিজের বাবা-মা, দেশ এবং পড়াশোনা- সব বিসর্জন দিতে হয়েছিল। নিজের অপূর্ণ শিক্ষার আক্ষেপ থেকেই তিনি চেয়েছিলেন অন্য কোনও শিশুর পড়াশোনা যেন না আটকায়। তিনি নিজে যা পাননি, তা অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যেই তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন হারানো শৈশবের সান্ত্বনা।

হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে সর্বস্ব হারানো এক ইহুদি নারী হিল্ডে ব্যাক। কেনিয়ার এক হতদরিদ্র কিশোরের পড়াশোনার জন্য তিনি নামমাত্র ১৫ ডলার স্পনসর করেছিলেন। সেই সামান্য অর্থই বদলে দেয় ইতিহাস। কফিখেতের দিনমজুর হওয়ার হাত থেকে বেঁচে সেই কিশোর, ক্রিস এমবুরু, আজ রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে বিশ্বজুড়ে গণহত্যার বিরুদ্ধে লড়ছেন। একচিলতে আলোর অবিশ্বাস্য জয়।

ইতিহাসের অদ্ভুত সমাপতন

যে গণহত্যার আগুনে হিল্ডের পরিবার ছাই হয়ে গিয়েছিল, সেই হলোকাস্ট থেকে বেঁচে ফেরা হিল্ডেই একদিন স্পনসর করেছিলেন এক কেনিয়ান বালককে। আর সবচেয়ে রোমহর্ষক সত্য হল- সেই বালকই বড় হয়ে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে রুয়ান্ডা, সিয়েরা লিওন থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে গণহত্যার বিরুদ্ধেই আইনি লড়াই চালাচ্ছেন! হিল্ডের জীবনের সেই বিষাদই যেন ক্রিসের কলমে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ফুটে উঠল। যেন প্রকৃতির এক অমোঘ বিচার এটি। হিল্ডের ইতিহাস জানার পর ক্রিস চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে পড়েছিলেন সেই বৃদ্ধার চরণে।

এই অবিশ্বাস্য কাহিনী নিয়ে ২০১০ সালে তৈরি হয় এমি-মনোনীত সাড়া জাগানো তথ্যচিত্র 'আ স্মল অ্যাক্ট', যা এই গল্পটিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরে। এই ছবি দেখে সারা বিশ্ব অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, কীভাবে সামান্য কয়েকটি ডলার এক বিশাল মানবিক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। ২০০৩ সালে কেনিয়ায় ক্রিসের আমন্ত্রণে ছুটে আসেন হিল্ডে। মিতাহাতো গ্রামে সেদিন আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। গোটা গ্রাম তাঁকে অভিভাবক হিসেবে বরণ করে নেয়। কেনিয়ার প্রেসিডেন্টও তাঁকে বিশেষ সম্মান জানান। মিতাহাতোর ধুলোমাখা রাস্তায় সেদিন হিল্ডে যেন তাঁর নিজের হারানো পরিবারের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন।

অবশেষে ২০২১ সালে ৯৮ বছর বয়সে মারা যান এই মহীয়সী নারী। আজ 'হিল্ডে ব্যাক এডুকেশন ফান্ড' কেনিয়ার হাজারো দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার আলো। এদের অনেকেই আজ বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার বা আইনজীবী। তাঁরা আজ স্বাবলম্বী, কিন্তু তাঁদের হৃদয়ে আজও বেঁচে আছেন সেই সুইডিশ শিক্ষিকা। উপার্জনের একটা অংশ তাঁরা এই ফান্ডে দান করে, যাতে আর কোনও ক্রিসের স্বপ্ন মাঝপথে হারিয়ে না যায়। এই ফান্ডের প্রতিটি অর্থ এখন এক-একটি জীবনের স্বপ্ন পূরণের অঙ্গীকার।

একজন সাধারণ নারী। পনেরোটি ডলার। আর একটি শিশু। ক্রিস এমবুরু একবার বলেছিলেন, 'আপনি হয়তো একাই গোটা পৃথিবীটাকে বদলে দিতে পারবেন না। তবে কখনো-কখনো কেবল একটি শিশুর পাশে দাঁড়ানোই যথেষ্ট।' হিল্ডে ব্যাক সেটাই প্রমাণ করে গিয়েছেন। মানবতা যখন সংকটের মুখে পড়ে, তখন এই ধরনের নিভৃত প্রাণরাই পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে। তাঁর সেই ছোট্ট কাজটি আজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তৈরি করে চলেছে এক অনন্ত ভালোবাসার তরঙ্গ। এই তরঙ্গের ঢেউ এখন ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বের প্রতিটি বঞ্চিত শিশুর মনে। হিল্ডে চলে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ১৫ ডলারের সেই আশীর্বাদ আজও কেনিয়ার ঘাসফুলে আর শিশুদের কলকাকলিতে অমর হয়ে আছে।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৬১৬

উইলিয়াম শেক্সপিয়রের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৯২

আজকের দিনে প্রয়াত হন চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়।

আলোচিত

কেউ কখনও কল্পনা করতে পারেননি যে, এই দেশে এমন দিন আসবে যখন কোনও মুখ্যমন্ত্রী একটি তদন্তকারী সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন। এতে পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। এটা কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্যের বিরোধ নয়।

- প্রশান্তকুমার মিশ্র (বিচারপতি)

ভাইরাল/১

বিজয়ওয়াড়ায় অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর সাংবাদিক সম্মেলনে এক এনএসজি কমান্ডো অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে হইচই শুরু হয়। ওই কমান্ডোকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। অতিরিক্ত গরমের কারণে এই ঘটনা।

ভাইরাল/২

ফ্রি-তে জ্বালানি! উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে একটি ডিজেলভর্তি ট্যাংকার উলটে যায়। সেখান থেকে ডিজেল রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এলাকাবাসী গামলা-বালতি হাতে ডিজেল সংগ্রহ করতে থাকেন। রাস্তায় যানজট সামলাতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে।

জনমন
জনমত

ড্রেনের স্ল্যাবে মরণফাঁদ, যখন তখন ঘটছে দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস এবং শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন এলাকা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী ও পর্যটক যাতায়াত করেন। বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথটি সাধারণ যাত্রী ও টোটোচালকদের কাছে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই ব্যস্ত রাস্তার ঠিক মাঝখানে ড্রেনের ওপর যে কংক্রিটের স্ল্যাবগুলি বসানো রয়েছে, দীর্ঘদিনের অযত্ন ও সংস্কারের অভাবে সেগুলি এখন ভীষণভাবে উঁচুনীচু এবং এবড়োখেবড়ো হয়ে পড়েছে। কোথাও স্ল্যাব ডেবে গিয়ে গভীর গর্ত হয়েছে, কোথাও বা স্ল্যাবের ধারালো কোনাগুলি বিপজ্জনকভাবে ওপরের দিকে উঠে আছে।

প্রশাসনের নজরদারির অভাবে ড্রেনের ওপরের এই বেহাল দশা এখন নিত্যদিনের মাথাব্যথার কারণ। যাত্রীবোঝাই টোটো যখন এই অসমান স্ল্যাবগুলির ওপর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন টোটোর ছোট চাকাগুলো হঠাৎ করে গভীর নীচু গর্তে ঢুকে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। এর ফলে মাঝেমধ্যেই ব্যস্ত রাস্তায় টোটো উলটে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটছে, যার শিকার হচ্ছেন সাধারণ পর্যটক ও স্থানীয় নিত্যযাত্রীরা। বিশেষ করে রাতে বা বৃষ্টির সময় যখন রাস্তা জলমগ্ন থাকে, তখন এইসব গর্ত চেনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটি বিপদের ঝুঁকিকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

শিলিগুড়ি জংশনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে যখন একটি টোটো বিকল হয় বা উলটে যায়, তখন মুহূর্তের মধ্যে সেখানে তীব্র যানজট হয়। এতে ট্রেন ধরার তাড়া থাকা যাত্রীদের যেমন ভোগান্তি হয়, তেমনই পর্যটন নগরী শিলিগুড়ির ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। কোনও বড় ধরনের প্রাণহানি ঘটার আগেই প্রশাসনের উচিত এইসব বিপজ্জনক স্ল্যাব দ্রুত সরিয়ে রাস্তাটি সমান করা। নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে এবং মরণফাঁদ থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে স্থায়ী সংস্কার এখন সময়ের দাবি।

সোমনাথ মৈত্র
সুদর্শনপুর, রায়গঞ্জ।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-: ঠিকানা :-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শিলিগুড়ি করিডর : চ্যালেঞ্জ ও সুরক্ষা

চিকেন নেকের নিরাপত্তা ও উন্নয়নে প্রয়োজন এক স্থায়ী সুপরিকল্পিত জাতীয় পরিকল্পনা।

কানু হালদার

ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকালে শিলিগুড়ির ঠিক আগেই একফালি সরু ভূখণ্ড সহজেই নজর কাড়ে, যা সামরিক পরিভাষায় 'শিলিগুড়ি করিডর' এবং বিশ্ব রাজনীতিতে 'চিকেন নেক' নামে পরিচিত। নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান এবং তিব্বত পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলটি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যের সংযোগকারী একমাত্র পথ। মাত্র ২২ থেকে ৩০ কিলোমিটার প্রশস্ত এই করিডরটি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই ভারতের নিরাপত্তার অন্যতম সংবেদনশীল 'অ্যাকিলিস হিল' বা দুর্বলতম বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকেই এই করিডরের কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ এটি বিচ্ছিন্ন হলে ভারতের প্রায় আট শতাংশ ভূখণ্ড এবং পাঁচ কোটি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই করিডরের উত্তর দিকে অবস্থিত তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা চিনের একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি, যা ভারতের জন্য প্রতিনিয়ত উদ্বেগের কারণ। ২০১৭ সালের ডোকালাম বিবাদ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সামরিক সংঘাতের সময় চিন সবার আগে এই 'চিকেন নেক' বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে। নেপালের ক্রমবর্ধমান চিন-ঘনিষ্ঠতা এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা এই অঞ্চলের নিরাপত্তাকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। শত্রু দেশগুলো যদি এই সংকীর্ণ পথে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালায়, তবে ফ্রন্টলাইনে থাকা ভারতীয় সেনাদের কাছে রসদ ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং, এই অঞ্চলের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ভারতের জন্য এখন সময়ের দাবি।

শিলিগুড়িকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার বলা হলেও এখানকার অর্থনীতি মূলত চা, পর্যটন ও বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। বড় কোনও শিল্প গড়ে না ওঠায় স্থানীয় তরুণসমাজের মধ্যে কর্মসংস্থানের তীব্র অভাব রয়েছে, যা অনেক সময় তাঁদের চোরাচালান বা দেশবিরোধী চক্রের ফাঁদে পা দিতে প্ররোচিত করে। ২০২৪ সালে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার এবং পাচারকারীদের গ্রেপ্তার হওয়া এই সমস্যার গভীরতাকেই নির্দেশ করে। পাশাপাশি অতিবৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই করিডরের অবকাঠামোকে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত করে। যেহেতু উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত বাণিজ্য ও লজিস্টিক সরবরাহ এই একটি মাত্র পথের ওপর নির্ভরশীল, তাই ট্রাফিক জ্যাম ও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এখানকার অর্থনীতিকে বারবার ভঙ্গুর করে তোলে।

করিডরটির অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হল- দ্রুত পরিবর্তনশীল জনতাত্ত্বিক কাঠামো। সীমান্ত সংলগ্ন ছিদ্রপথ দিয়ে দশকের পর দশক ধরে চলা অনুপ্রবেশ এখানকার সামাজিক ভারসাম্য ও সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে একদিকে যেমন পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির উত্থান ঘটছে, অন্যদিকে সীমান্তের দুই পারের সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে মাদক ও মানব পাচারের মতো অপরাধ বাড়ছে। এই জনতাত্ত্বিক বাস্তবতা অনেক সময় 'আনুগত্যের সংকট' তৈরি করতে পারে, যা সংকটকালে দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করার ক্ষমতা রাখে। এছাড়া আঞ্চলিক রাজনৈতিক লড়াই এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের নানাবিধ জল্পনা মাঝে মাঝেই পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তোলে।

এই ভূ-রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ভারত সরকারকে এখন বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শিলিগুড়ির ওপর অতিনির্ভরতা কমাতে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার এবং আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগের মতো বিকল্প পথ তৈরি করা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মায়ানমারের সিতওয়ে বন্দরের মাধ্যমে 'কালাদান প্রকল্প' এবং সেবক-রংপো রেললাইনের মতো পরিকাঠামো উন্নয়ন সামরিক ও বাণিজ্যিক যাতায়াতকে আরও সুগম করবে। এই অঞ্চলের সুপরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক রিজিওন' বা এনএসআর গঠন করার বিষয়টিও ভেবে দেখা যেতে পারে।

(লেখক অতিথি অধ্যাপক, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪২৭

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। কোনও বিষয়ে হাত পাকানো ৩। ধর্মমঙ্গলের কবি, বর্ধমানের মানুষ ৪। যে পাথর দিয়ে সোনার গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় ৫। চুলহীন মাথা ৭। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ১০। খেলে গলা চুলকোতে পারে ১২। দাঁতের বেদনা ১৪। মসৃণ বা মিহি ১৫। অল্প আলো দিয়ে জ্বলছে ১৬। পুত্র বা সন্তান।

উপর-নীচ : ১। মরুভূমিতে রোদকে জলের ভ্রম ২। মানুষের শরীরের রক্ত ৩। যে জায়গা থেকে কিছু জোরে ঘষে তোলা হয়েছে ৬। যা সেবনে নেশা ৮। নিভে যাওয়ার মতো অবস্থা ৯। সাঁওতালি ভাষার লিপি ১১। ভেঙে বহু টুকরো ১৩। মাছের শরীরের অংশ।

সমাধান ■ ৪৪২৬

পাশাপাশি : ২। পাতকুয়া ৫। বেলেল্লা ৬। উপপর্শুকা ৮। জামা ৯। ভাম ১১। পান্থনিবাস ১৩। সাধনা ১৪। পারিজাত।

উপর-নীচ : ১। লবেজান ২। পাল্লা ৩। কুলুপ ৪। পতাকা ৬। উমা ৭। পশম ৮। জার্মানি ৯। ভাস ১০। মেঘনাদ ১১। পার্থিব ১২। বাখারি ১৩। সাত।

বিন্দুবিসর্গ

ছোট্ট তারা

শিলিগুড়ি সূর্য সেন প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী তনুশ্রী হালদার পড়াশোনার সঙ্গে নাচেও নজর কেড়েছে।

শিলিগুড়িতে চোখ রাঙাচ্ছে অতিবেগুনি রশ্মি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি শহরটা বাড়ছে। পাশাপাশি, এখানে অতিবেগুনি রশ্মির (ইউভি রে) প্রকোপটাও সমানে বেড়ে চলেছে। বুধবার শহরে অতিবেগুনি রশ্মির মাত্রা ৭-১০ স্তরে ছিল। অতিবেগুনি রশ্মির মাপার যে স্কেল রয়েছে তাতে এই স্তরকে (স্কেলে এই স্তরটি চতুর্থ স্থানে রয়েছে) 'অতি উচ্চ' হিসেবে গণ্য করা হয়। এই রশ্মির প্রভাবে মানব ত্বকের পাশাপাশি পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন। অতিবেগুনি রশ্মির প্রকোপে ত্বকে ক্যানসার হতে পারে, ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

এমনটা নয় যে কেবলমাত্র শিলিগুড়িতে ইউভি রে'র প্রকোপ বাড়ছে। গোটা দুনিয়াজুড়েই এই প্রবণতা বেড়ে চলেছে। বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের ক্ষয় এর অন্যতম বড় কারণ। এই স্তর সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির একটি বড় অংশ শোষণ করে পৃথিবীকে সুরক্ষা দেয়। কিন্তু সিএফসি, হ্যালন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে ওজোন স্তর বহু জায়গায় পাতলা হয়ে যাওয়ায় বেশি পরিমাণ অতিবেগুনি রশ্মি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাচ্ছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক অঞ্চলে মেঘের পরিমাণ কমছে, দীর্ঘ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকছে এবং বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা বা অ্যারোসোলের মাত্রা কমে যাওয়ায় সূর্যের রশ্মি আরও সরাসরি পৃথিবীতে পড়ছে। এর ফলে অতিবেগুনি রশ্মির তীব্রতা বাড়ছে।

হিমালয়ের পাদদেশে শিলিগুড়ির অবস্থান। ভৌগোলিক কারণেই এখানকার বায়ুমণ্ডল তুলনামূলকভাবে পাতলা। গত কয়েক বছরে নগরায়ণের দাপটে শহরে সবুজায়নের দফারফা হওয়ায় জায়গাটি ক্রমশই 'হিট আইল্যান্ড' হয়ে উঠছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান অরিন্দম বসাকের কথায়, 'অতিবেগুনি রশ্মি ০-২ মাত্রায় থাকলে সেটিকে নিম্নমাত্রার হিসেবে গণ্য করা হয়। এতে সানবার্ন বা চোখের সমস্যার ভয় ছাড়াই মানুষ বাইরে চলাফেরা করতে পারে। কিন্তু এটি উচ্চমাত্রার হলে ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।' বিশেষজ্ঞরা তাই দিনের আলোয় বাইরে বের হওয়ার আগে ইউভি রে'র মাত্রা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। অন্যদিকে, অতিবেগুনি রশ্মির তীব্রতা সবুজের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর ব্যাখ্যা, 'অতিবেগুনি রশ্মির মাত্রা বেশি হলে গাছের জিনগত পরিবর্তন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পাতা শুকিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ফসল কম ফলার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়।'

এই পরিস্থিতিতে নিজেদের ভালো রাখতে চিকিৎসকরা খুব বেশি প্রয়োজন না পড়লে বেলা ১২টা থেকে ৩টের মধ্যে বাড়ির বাইরে পা না রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ কুণাল রায় বলেন, 'অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচতে ফুলহাতা জামা পরা, হালকা রংয়ের স্কার্ফ দিয়ে মুখ ঢাকার পাশাপাশি চশমা ও ছাতা ব্যবহার করা আবশ্যক। পাশাপাশি, এসপিএফ-৩০ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান ডাঃ নজরুল ইসলামের পরামর্শ, 'অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে চোখকে বাঁচাতে ইউভি সুরক্ষাযুক্ত চশমা ব্যবহার করা উচিত।' পাশাপাশি, এই রশ্মির প্রভাবে যাতে চোখে শুষ্কতার সৃষ্টি না হয় সেজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আই ড্রপ ব্যবহার করা উচিত বলে তিনি জানাচ্ছেন।

মাত্রায় কখন বিপদ

০-২	নিম্ন : প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই
৩-৫	সন্তোষজনক : প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োজন
৬-৭	উচ্চ : সারা শরীর ঢাকার সঙ্গে চাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা
৭-১০	অতি উচ্চ : দুপুরে বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে
১১+	অত্যধিক : সবরকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে বাইরে বেরোতে হবে

- শিলিগুড়িতেও অতিবেগুনি রশ্মির প্রকোপ বাড়ছে
- বুধবার শহরে এই রশ্মির মাত্রা ৭-১০ স্তরে ছিল
- এর প্রভাবে মানুষের ত্বকের সঙ্গে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে
- বেলা ১২টা থেকে ৩টের মধ্যে বাড়ির বাইরে পা না রাখা, ফুলহাতা জামা পরা, সানগ্লাস ও ছাতার পাশাপাশি সানস্ক্রিন ব্যবহারের পরামর্শ

কলেজের পেছনে রাস্তা অবরুদ্ধ করে নির্মাণকাজ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি কলেজের পিছনের রাস্তা দখল করে নির্মাণকাজ করার অভিযোগ উঠল। বুধবার কলেজে বিধানসভা ভোটের ডিসিআরসি (ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার অ্যান্ড রিসিভিং সেন্টার) হওয়ায় কলেজের সামনের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় সমস্ত যানবাহন। সেই মতো একাধিক যানবাহন কলেজের পিছনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত শুরু করে।

সরব কাউন্সিলারও

কিন্তু সেখানেও একটি বহুতলের নির্মাণকাজের জন্য রীতিমতো রাস্তায় লাল পতাকা উড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করে আর্থমুভার দিয়ে কাজ চলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয় বলে অভিযোগ। যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পথচারীরা। অভিযোগ যায় ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজয় ঘটকের কাছেও। সুজয়ের বক্তব্য, 'ওই বহুতলের নির্মাণ নিয়ে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। একাধিকবার পুরনিগমে বিষয়টি জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। এদিনও নির্মাতারা রাস্তা আটকে কাজ করায় বহু মানুষ যাতায়াতে সমস্যায় পড়েছেন।' নির্মাণকর্মীরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এক পুর আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।

চক্রান্তের অভিযোগ বাউলশিল্পীর

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : এসআইআর বিরোধী বেনামি ব্যানারে এক বাউলশিল্পীর অমতে তাঁর ছবি ব্যবহারের অভিযোগ উঠল। বিষয়টি নিয়ে অর্জুন দাস নামে ওই বাউলশিল্পী ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ, শহরে বেনামে বেশ কিছু ব্যানারে তাঁর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্জুন বলেন, 'আমি এসআইআর বিরোধী নই। সেখানে আমার ছবি দিয়ে আমাকে এসআইআর বিরোধী বানিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে। এই ঘটনার যারা জড়িত, তাদের শাস্তি চাই।'

পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রার্থীদের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকে সব দলের প্রার্থীরা জোরদার প্রচারে নেমে পড়েছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধে ৬টার পর নির্বাচনি প্রচার বন্ধ হয়েছে। এতগুলি দিন ভোটের প্রচার, জনসংযোগ, মিটিং, মিছিলের মধ্যে দিয়ে কেটে গিয়েছে বিভিন্ন বিধানসভার প্রার্থীদের। ভোটগ্রহণের দিনটি সকল প্রার্থীর কাছে খানিকটা ছোটবেলার সেই ফাইনাল পরীক্ষার মতো। তবে প্রার্থীরা কেউই খুব একটা চিন্তিত নন। ভোটগ্রহণের আগের দিন অর্থাৎ বুধবার তাঁদের বেশ ফুরফুরে মেজাজে দেখা গিয়েছে। এদিন কেউ একটু বেশিক্ষণ ঘুমিয়েছেন, কেউ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন আবার কেউ দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নানা আলোচনা ও পরামর্শ করে কাটিয়েছেন।

এতদিন একটানা প্রচার করার পর বুধবার বেশিরভাগ সময়টা বাড়িতে কাটিয়েছেন শিলিগুড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। কয়েকদিনের দৌড়ঝাপে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ায় এদিন খানিকটা দেরিতে ঘুম থেকে উঠেছেন তিনি। ছেলের সঙ্গে ঘরেই খেলাধুলো করে কিছুটা সময় কাটে তাঁর। তবে সকাল থেকে বাড়িতে অনেকে এসেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বৃহস্পতিবারের জন্য চিন্তা হচ্ছে কি না প্রশ্ন করতেই প্রার্থী বললেন, 'আমার কখনও চিন্তা হয় না। স্বাভাবিক ছন্দে ভোট হোক সেটাই চাই। সকালে উঠে স্নান সেরে স্ত্রীকে নিয়ে ভোট দিতে যাব।'

> **ইভিএম স্ট্রংরুমে না ঢোকা পর্যন্ত চিন্তা তো থাকেই। তবে অন্তিম পরীক্ষা নিয়ে কোনও ভয় নেই মনে। চাই সুস্থ পরিবেশে ভোট হোক।**
>
> গৌতম দেব *তৃণমূল প্রার্থী*

> **আমার কখনও চিন্তা হয় না। স্বাভাবিক ছন্দে ভোট হোক সেটাই চাই। সকালে উঠে স্নান সেরে স্ত্রীকে নিয়ে ভোট দিতে যাব।**
>
> শংকর ঘোষ *বিজেপি প্রার্থী*

অন্যদিকে, ব্যস্ততা পিছু ছাড়েনি শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের। এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা সেরেছেন। ইসকন মন্দিরে গিয়ে পুজোও দিয়েছেন। ভোট দিতে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা বাড়িতে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গেও বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছেন।

গৌতমের কথায়, 'ইভিএম ঠিকমতো স্ট্রংরুমে না ঢোকা পর্যন্ত চিন্তা তো থাকেই। তবে অন্তিম পরীক্ষা নিয়ে কোনও ভয় নেই মনে। সুস্থ পরিবেশে ভোট হোক সেটাই চাই। ভোটের সকালে আনন্দময়ী কালীবাড়ি, মহাবীরস্থানের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো দেব। এরপর ভোটদান সেরে রাস্তায় হাজির থাকব।'

শিলিগুড়ির সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীর সকালও এদিন একটু দেরিতে শুরু হয়েছে। সকাল থেকে খবরের কাগজ পড়া ও টিভি দেখার পাশাপাশি গান শুনেছেন তিনি। অনিল বিশ্বাস ভবনে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। শরদিন্দু জানান, এতদিন একটা রুটিনের মধ্যে কাটলেও এদিন সেরকম ছিল না। ভোটগ্রহণের দিন মা-বাবার ছবিতে প্রণাম করে ভোট দিতে যাবেন। তারপর সারাদিন রাস্তায় কেটে যাবে বলে জানান তিনি।

আবার শিলিগুড়ির কংগ্রেস প্রার্থী অলোক ধাড়া বললেন, 'পোলিং এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলা, তাঁদের বোঝানো, দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলা এই কাজগুলির মধ্যে বুধবার সকাল থেকে সময় কেটেছে। ভোটের দিন বাড়িতে পুজো সেরে স্ত্রীকে নিয়ে ভোট দিতে যাব।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় এদিন বেশ খোশমেজাজে ছিলেন। ভোট পরীক্ষা নিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। তিনি বলেন, 'এদিন ঘুম থেকে উঠে পুজো দিয়ে, খাওয়াদাওয়া সেরে পাড়ায় বেরিয়েছিলাম। পাড়ার দিদি, বৌদি, কাকিমা, ভাই-বোনদের সঙ্গে গল্প করলাম। আমি কখনোই চিন্তা করি না। একদম টেনশন ফ্রি থাকি।'

শিলিগুড়ির ডিসিআরসি-তে বিদেশি প্রতিনিধিরা। ছবি : সূত্রধর

বিদেশের প্রতিনিধিরা কলেজের মাঠে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনিক স্তরে শেষ মুহূর্তের তৎপরতা তুঙ্গে। বুধবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ি কলেজের ডিসিআরসি (ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার এবং রিসিভিং সেন্টার) চত্বরে কার্যত ছিল উৎসবের আমেজ। ইভিএম এবং অন্যান্য নির্বাচনি সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে দূরদূরান্ত থেকে ভোটকর্মীরা এসে পৌঁছান কলেজ প্রাঙ্গণে। দার্জিলিং জেলা (সমতল)-এর শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার ডিসিআরসি কেন্দ্র শিলিগুড়ি কলেজের মাঠ।

এদিন শিলিগুড়ি কলেজের প্রস্তুতি ঘুরে দেখে 'ইন্টারন্যাশনাল ইলেকশন ভিজিটর্স' প্রোগ্রামের আওতায় আসা ১৩ জনের প্রতিনিধিদল। নেপাল, ফিলিপিন্স, নামিবিয়া, সুইৎজারল্যান্ড, কেনিয়া ও জর্জিয়া সহ বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষকরা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আন্তর্জাতিক সংস্থা 'আইডিয়া' এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ইসিআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর অপূর্বকুমার সিং জানান, এই প্রতিনিধিদলটি দু'দিন এখানে থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের ভোট কেবল একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়। বরং একটি সামাজিক উৎসব। তা তাঁরা সরেজমিনে দেখবেন। ভোটের দিন বিভিন্ন পোলিং স্টেশন পরিদর্শন করবেন তাঁরা।

- কলেজের প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন 'ইন্টারন্যাশনাল ইলেকশন ভিজিটর্স' প্রোগ্রামের প্রতিনিধিরা
- দলে নেপাল, ফিলিপিন্স, সুইৎজারল্যান্ড, কেনিয়া ও জর্জিয়ার সদস্যরা রয়েছেন
- এই পর্যবেক্ষকরা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতে এসেছেন

প্রস্তুতির এই ব্যস্ততার মধ্যেই নজর কেড়েছে নতুন ভোটকর্মীদের উপস্থিতি। মাল্লাগুড়ির বাসিন্দা সুস্মিতা মল্লিক যেমন এবারই প্রথম নির্বাচনি ডিউটি পেয়েছেন। দেশবন্ধুপাড়ার একটি বুথে তাঁর পোস্টিং। প্রথমবার এমন এক বিশাল দায়িত্ব পালনের উত্তেজনা থাকলেও আশঙ্কা রয়েছে। বুথে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হবে কি না, তা নিয়ে কিছুটা নার্ভাস তিনি।

অন্যদিকে, শুক্রবার পর্যন্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের ইউনিফর্ম না পরা এবং ভোটের কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। তবে এদিন শিলিগুড়ি ডিসিআরসি-তে তাঁদের কয়েকজনের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নির্দিষ্ট ইউনিফর্মে নয়। সাদা পোশাকে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তাঁরা। প্রশ্ন করলে নিজেদের পরিচয় অস্বীকার না করলেও অনুরোধ জানিয়েছেন, 'আমাদের নাম লিখবেন না। থাকতে বলেছে। তাই থাকছি।' তবে কে থাকতে বলেছেন? প্রশ্ন করতেই তাঁরা মুখ ঘুরিয়ে সরে গিয়েছেন সেখান থেকে।

সবমিলিয়ে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে দার্জিলিং সমতল সহ গোটা রাজ্যে শুরু হয়ে গেল গণতান্ত্রিক উৎসবের চূড়ান্ত পর্ব।

বেঙ্গল সাফারিতে গাছে পাখিদের জন্য পাত্র বাঁধছে পড়ুয়ারা। -সংবাদচিত্র

পরিবেশ রক্ষার বার্তা পড়ুয়াদের

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ভবিষ্যতের জন্য প্রাণের অনুকূল পরিবেশ গড়ার বার্তা দিয়ে পালিত হল বসুন্ধরা দিবস। কোথাও পড়ুয়াদের নিয়ে পরিবেশ পাঠ, কোথাও বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেওয়া হল। বুধবার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র, বেঙ্গল সাফারির পাশাপাশি বন দপ্তরের তরফেও দিনটি পালন করা হয়।

হরিত শহরের প্রয়োজনীয়তা এবং চিড়িয়াখানা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পড়ুয়াদের বোঝানো হয় বেঙ্গল সাফারি পার্কে। এদিন নির্মলা কনভেন্টের পড়ুয়ারা এই দিনটি পালন করার জন্য বেঙ্গল সাফারিতে আসে। তাদের চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখানোর পাশাপাশি পাখিদের জন্য বাঁশের তৈরি খাবারের পাত্র গাছে লাগানো হয়। এদিন অঙ্কন, পোস্টার তৈরি এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে পড়ুয়া। সাফারির ডিরেক্টর বিজয় কুমার জানান, পড়ুয়ারা পার্কে শিক্ষামূলক অনেককিছু শেখার পাশাপাশি চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখতে পেরেছে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রেও পড়ুয়াদের সঙ্গে দিনটি উদযাপন করা হয়। পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন পরিবেশবিদ বিপ্লব রায়। পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রতিটি মানুষের কী দায়িত্ব রয়েছে তা পড়ুয়াদের বোঝান। এছাড়াও পড়ুয়াদের নিয়ে পরিবেশবিদ্যার ওপর একটা কর্মশালা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের ছাত্রী জুলি আইচ জানায়, পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটা রয়েছে তা এই কর্মসূচিতে এসে জানতে পারলাম। পরিবেশ রক্ষায় পড়ুয়াদের ভূমিকা কী তা বিশেষজ্ঞদের থেকে জানতে পারলাম বলে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্র সাগর সরকার জানায়। এদিন পরিবেশ সংক্রান্ত কুইজও আয়োজিত হয়। বন দপ্তরের তরফেও দিনটি পালন করা হয়, বলে জানান রেঞ্জ অফিসার মনোজ ছেত্রী।

অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ভোটগ্রহণের আগের দিন শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেবের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল অবজার্ভারের কাছে অভিযোগ জানালেন সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। বুধবার সার্কিট হাউসে ইলেকশন এজেন্টকে সঙ্গে নিয়ে অভিযোগ জানান তিনি।

বিষয়টি নিয়ে এদিন অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন শরদিন্দু। সেখানে তিনি বলেন, 'বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীরা বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছেন। এজন্য দলের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি আমি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি।' যদিও এ ব্যাপারে গৌতম এবং শংকর জানিয়েছেন, এরকম ভয়ভীতির পরিবেশ শিলিগুড়িতে নেই।

তৃণমূলের নিশানায় কেন্দ্রীয় বাহিনী

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : তৃণমূল কংগ্রেসের নিশানায় এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের একাংশ বিভিন্ন এলাকায় টহল দেওয়ার সময় আলাপচারিতার মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। এনিয়ে ইতিমধ্যে তৃণমূলের তরফে কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ঘটনায় পালটা কটাক্ষের সুর চড়িয়েছে পদ্ম শিবিরের নেতৃত্ব। অন্যদিকে, এবিষয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক হরিশংকর পানিক্করের বক্তব্য, 'প্রতিটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে যথাপোযুক্ত পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

তৃণমূল নেতাদের অভিযোগ, বুধবার সকাল নাগাদ চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীন ২০৫, ২০৬, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫ বুথের ছোট ছোট চায়ের দোকানে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর একাংশ জওয়ান আলাপচারিতা শুরু করেন। আলাপচারিতার মাঝেই তাঁরা অসমের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রকারান্তরে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার বার্তাও দিতে থাকেন। যা নিয়ে স্থানীয়দের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রধান জনক সাহার কাছে দরবার করেন। জনকের অভিযোগ, 'বেশ কয়েকজন সাধারণ ভোটার আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের একাংশের তরফে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এরপরই দ্রুত বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।' এনিয়ে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রুয়ালের প্রতিক্রিয়া, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা সরাসরি বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কথা বলছেন। এবিষয়ে কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি।' এদিকে রাজ্য বিজেপির সম্পাদক শংকর ঘোষ বলছেন, 'ভোটের আগেই হেরে বসে আছে তৃণমূল। এই বক্তব্য তারই প্রতিফলন মাত্র।'

ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ

রাতেও বাইক, যানজট শহরে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : যানজটের নাগপাশেই আটকে শিলিগুড়ি। সিভিক ভলান্টিয়ারদের অনুপস্থিতি যেন পুলিশকর্মীর সংকট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। অনেকেই কটাক্ষ করছেন, যাঁরা নামমাত্র প্রশিক্ষণে এতদিন গাড়ি চলাচল সামলেছেন, তাঁরাই যেন শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছেন।

যার ফলস্বরূপ, মঙ্গলের পর ফলে বুধবারও যানজট থেকে মুক্তি ঘটল না উত্তরের অলিখিত রাজধানী শিলিগুড়ির। যথারীতি সকালের পর সময় যত গড়িয়েছে, ততই বিভিন্ন রাস্তায় যানজটে আটকে হাঁসফাঁস করেছেন পথচলতি মানুষ। তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত থেকেছে। যথারীতি শহরের রাস্তায় আরোহীকে নিয়ে ছুটেছেন মোটরবাইকচালক। সন্ধ্যার সময় কিছু কিছু পয়েন্টে কিছুক্ষণের জন্য এই বিধিনিষেধ কার্যকর করতে ট্রাফিক পুলিশের কিছুটা সক্রিয়তা নজরে পড়লেও, শহরের সর্বত্র ছবিটা একরকম ছিল না। রাতেও বিভিন্ন রাস্তায় বাইক চলতে দেখা গিয়েছে। যদিও এমন বিষয় নিয়ে কোনও পুলিশ আধিকারিক মন্তব্য করতে চাননি বা এড়িয়ে গিয়েছেন।

সিভিক ভলান্টিয়ার না থাকায় যানজট শহরে। বুধবার।

ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে বুধবার সকাল থেকে ভিনরাজ্য থেকে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকের ঢল নামে শহর শিলিগুড়িতে। এনজেপি, জংশন রেলস্টেশন থেকে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস, ভিড় ছিল তাঁদের। যথারীতি জংশন মোড় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল দীর্ঘ সময়ের জন্য। তীব্র যানজট পরিস্থিতিতে চরম সমস্যায় পড়তে হয় আটকে থাকা মানুষজনকে। এমনকি দার্জিলিং মোড় থেকে জংশন মোড় পর্যন্ত চলাচলের ক্ষেত্রে লেগে যায় ৩০ মিনিটের বেশি। এই পথে বাইক নিয়ে আটকে পড়েছিলেন বিকাশ দাস। পেশায় অনলাইন ফুড ডেলিভারি বয় ওই তরুণ বারবার ঘড়িতে সময় দেখছিলেন। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বললেন, 'আর কতদিন এই সমস্যার মধ্যে থাকতে হবে? যাঁরাই ক্ষমতায় আসুক, সরকারের এই বিষয়গুলি ভাবা প্রয়োজন।' সেবক রোডে চলাচলের ক্ষেত্রে একই সমস্যায় পড়ে অনেকেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেন। 'আর কবে যানজট থেকে মুক্তি ঘটবে?', প্রশ্নটা প্রায় সকলেরই।

এদিকে, মঙ্গলবার রাতের মতো বুধবারও ইচ্ছেমতো বাইক নিয়ে চলাচল করেছেন সাধারণ মানুষ। চম্পাসারি মোড়েই এদিন ট্রাফিক সিগন্যালের কারণে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিনোদ গুপ্তা। প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম কড়াকড়ির জন্য বাইক নিয়ে বের হওয়া যাবে না। কিন্তু রাস্তায় এসে দেখি সকলেই বাইক চালাচ্ছে। তাই আমিও বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।' পরিস্থিতি বুঝতে বন্ধুর সঙ্গে বাইকে বেরিয়েছিলেন চিত্ত দাস। তিনি বললেন, 'সবকিছু স্বাভাবিক আছে। এটা দেখে ভালো লাগল। বৃহস্পতিবারও সবকিছু যেন শান্তিপূর্ণ থাকে। আমরাও যেন বাইক চালাতে পারি।'

বাস না পেয়ে কাউন্টারে ভাঙচুর

কাতারে কাতারে লোক তেনজিং নোরগে টার্মিনাসে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরেও বাস না মেলায় ধৈর্যচ্যুতি হল যাত্রীদের। টার্মিনাসের টিকিট কাউন্টারের কাচ ও টেবিলে থাকা কম্পিউটার ফেলে দিলেন টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা। ঘটনাকে ঘিরে বুধবার দুপুরে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল টার্মিনাসে। দফায় দফায় যাত্রীরা বচসায় জড়ালেন টিকিট কাউন্টারে বসা নিগমের কর্মীদের সঙ্গে। নিগমের ইনচার্জ সমীর সরকার বললেন, 'বাস নিয়ে হঠাৎ করে যাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কাউন্টারের কাচে ধাক্কা মারায় সেটি ভেঙে পড়ে। এরপর ধাক্কা দিয়ে কম্পিউটারও ফেলে দেওয়া হয়।'

এদিন উত্তেজিত যাত্রীদের মধ্যে রাজকুমার মণ্ডল নামে একজন বলে ওঠেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই আমাদের বাস দেওয়া হচ্ছে না, যাতে আমরা ভোট দিতে যেতে না পারি।' রাজকুমারের এই বক্তব্য সমর্থনও করেন উত্তেজিত যাত্রীদের অনেকে। তবে, এদিনের উত্তেজনার পিছনে রাজনৈতিক উসকানি থাকার বিষয়টিও এই ধরনের বক্তব্যে স্পষ্ট।

এদিন টার্মিনাসে এসে কেউ কেউ পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধরে বাসের জন্য অপেক্ষা করেছেন। টার্মিনাসে গিজগিজ করা যাত্রীদের একটা বড় অংশই ছিল বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভোট দেওয়ার জন্য ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকরা। বেঙ্গালুরু থেকে পরিবার নিয়ে শহরে এসেছিলেন সুকান্ত বর্মন। কোচবিহারে যাওয়ার বাসের অপেক্ষা করার ফাঁকেই বললেন, 'সকাল এগারোটার দিকে টার্মিনাসে এসেছি। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে টার্মিনাসেই বসে রয়েছি। কখন কোচবিহারে যাওয়ার বাস পাব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

বারবার মেয়ের ঘামে ভরা মুখ মুছে দিচ্ছিলেন হরিপদ দাস। হরিপদ মুর্শিদাবাদ থেকে এদিন সকালেই টার্মিনাসে এসেছিলেন। টিকিট কাউন্টারের সামনে তাঁর কাতর প্রশ্ন, 'ছোট মেয়েটার শরীর খারাপ লাগছে। আমরা আজকে ফালাকাটার বাস আর কি পাব না?' দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরেও বাস না পেয়ে অনেকে টার্মিনাস থেকে বেরিয়ে ম্যাক্সিক্যাবের খোঁজ করেন। গাড়ি ভাড়াও করেন।

উত্তেজনার পর জংশন বাসস্ট্যান্ডে পুলিশের নজরদারি। বুধবার। -সূত্রধর

বয়স্ক মাকে নিয়ে টার্মিনাসে চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর মাধব বর্মন শেষপর্যন্ত টার্মিনাস থেকে বেরিয়ে একটি গাড়ি রিজার্ভ করেন। হতাশার সুরে বলেন, 'বাগডোগরায় বাড়িভাড়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে থাকি। আজ থেকে অফিসে ছুটি পেয়েছি। টার্মিনাসে এসে এমন অভিজ্ঞতা এর আগে হয়নি।'

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের পরিষেবায় ব্যাপক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা আগেই করেছিলেন কর্তারা। গত এক সপ্তাহ ধরেই সেই আশঙ্কা সত্যি হতে শুরু করেছিল। এদিন তার চরম চেহারা দেখা গেল। কাতারে কাতারে যাত্রীর ভিড় সামলাতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হলেন নিগমের আধিকারিকরা। বেলা বাড়তেই গোটা টার্মিনাস চত্বরজুড়ে দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়।

এদিন যাত্রীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে টিকিট কাউন্টারে বসা নিগমের এক কর্মী বোঝানোর চেষ্টা করেন, মোট বাসের ৮০-৮৫ শতাংশ বাসই উঠে গিয়েছে। আমরা কোথা থেকে বাস দেব বলুন?' এদিকে, এদিন কাউন্টারের কাচ ভাঙচুর ও কম্পিউটার ভেঙে দেওয়ার ঘটনার পরে নিগমের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। টার্মিনাসে আসেন পুলিশের পদস্থ কর্তারা। আসে কুইক রেসপন্স টিম। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কোচবিহারের। ফালাকাটারও অনেক যাত্রী ছিলেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ২০০ বাস ওঠানো হলেও সেরকম সমস্যা হয়নি। কিন্তু এবার যাত্রীও বেশি ছিলেন। বাসের সংখ্যাও আগেরবারের তুলনায় অনেকটা কম ছিল। পুলিশের সঙ্গে কথা বলে বেসরকারি বাস দাঁড় করানোর ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছিল। তবে সমস্যার খুব বেশি সমাধান হয়নি।'

প্রস্তুতি সব রাজনৈতিক দলের

ওয়াররুম থেকে নজরদারি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : প্রচার পর্বে সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা কখনও ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ছুটেছেন। আবার কখনও হাঁটাপথে কিংবা হুডখোলা গাড়িতে প্রচার সেরেছেন। একটানা সেই লড়াই শেষে বৃহস্পতিবার গণদেবতার রায় ইভিএম-বন্দি হওয়ার দিন। ডান-বাম সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের কাছে একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষার সমান দিনটি। সেক্ষেত্রে সবকিছু অনুকূলে রাখতে সব পক্ষই শেষ মুহূর্তের স্ট্র্যাটেজি তৈরি করেছে। সেইসঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তের সার্বিক পরিস্থিতিতে নজর রাখতে রাজনৈতিক দলগুলি ওয়াররুম তৈরি করেছে। এছাড়া কোথাও কোনও অশান্তির অভিযোগ পেলেই দলগুলির তরফে ওয়াররুম থেকে কমিশনে অভিযোগ জানানো হবে।

বিজেপি সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকার অধীনে থাকা তিনটি বিধানসভা এলাকার জন্য বৃহস্পতিবার পৃথক তিনটি ওয়াররুম খোলা হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত স্থানীয় নেতৃত্বকে ওয়াররুমে বসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বিধানসভাভিত্তিক কোঅর্ডিনেটরদেরও প্রতি মুহূর্তে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ দলীয় কার্যালয়ে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে।

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'সকলকে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। নিজের নিজের এলাকা সুরক্ষিত রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ওয়াররুমও চালু থাকবে। কোথাও কোনও অভিযোগ কানে এলে যথাস্থানে জানিয়ে দেওয়া হবে।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে ওয়াররুম করা হবে। সেখানে বসেই দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা-কর্মীরা সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবেন। কোথাও কোনও অশান্তির খবর পেলে ওয়াররুম থেকে কমিশনে অভিযোগ জানানো হবে। দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের বক্তব্য, 'সকলকে এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সবাই মিলিতভাবে নজর রাখবে যাতে কোথাও কোনও অশান্তি না হয়। আমরা চাই ভোটগ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হোক।'

একই কায়দায় সিপিএম ও কংগ্রেসও ওয়াররুম তৈরি করছে। সিপিএম নেতৃত্ব জানিয়েছে, অনিল বিশ্বাস ভবনেই দলের ওয়াররুম তৈরি হবে। সেখানে বর্ষীয়ান নেতারা ছাড়াও ছাত্র, যুব সংগঠনের নেতৃত্বও উপস্থিত থাকবে। অন্যদিকে, বিধান ভবনে কংগ্রেসের ওয়াররুমে জেলার নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবে।

দার্জিলিং জেলা সিপিএমের সম্পাদক সমন পাঠকের কথায়, 'আমরা দলীয় কার্যালয় থেকেই কেন্দ্রীয়ভাবে নজর রাখব। এছাড়াও বিধানসভাভিত্তিক নেতাদের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিক বললেন, 'জেলার নেতৃত্ব দলীয় কার্যালয়েই থাকবে। প্রার্থী ও ইলেকশন এজেন্ট পৃথকভাবে বুথ পরিক্রমা করবেন। কোনও অভিযোগ এলে ওয়াররুম থেকে সরাসরি কমিশনে জানানো হবে। এক্ষেত্রে দলীয় নেতাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।'

অনিল বিশ্বাস ভবনে আলোচনায় সিপিএম নেতা-কর্মীরা। বুধবার।

বিক্ষুব্ধদেরও রাস্তায় থাকার আর্জি

পরিস্থিতি মোকাবিলায় বার্তা গৌতমের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে মতবিরোধের জেরে শিলিগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা বড় অংশ এবার নির্বাচনি প্রচারে নামেনি। এর মধ্যে ছাত্র এবং যুবদের সংখ্যাই বেশি। তবে, ভোটের দিন শক্তি প্রদর্শনের কথা মাথায় রেখে ওই বিক্ষুব্ধদেরও কাছে টানার চেষ্টা করেছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব।

'ভোট প্রচারের ময়দানে ছিলে না ঠিক আছে, কিন্তু এবারের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার ময়দানে থেকো।' জেলা নেতৃত্বের তরফে ফোনে এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে বিক্ষুব্ধদের। এদিকে ভোটের দিন প্রায় ৫০ হাজার লোক নিয়ে রাস্তায় থাকার কথা জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। ফলে ভোটের দিন তৃণমূল যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত রাখছে, সেটা গৌতমের কথায় স্পষ্ট।

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি তৃণমূল ভোটে অশান্তির আশঙ্কা করছে? কোথাও কোনও অশান্তি হলে পালটা ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখছে? দলের এক জেলা নেতার বক্তব্য, 'আমরা প্রস্তুত রয়েছি। গোটা শহরেই দলের নেতা-নেত্রীদের নজরদারি থাকবে। কোথাও বুথ জ্যাম, ভুয়ো ভোটের অভিযোগ পেলেই মুহূর্তের মধ্যে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বেন।'

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল অবশ্য বলেছেন, 'এবার সবাই একজোট হয়েই ভোটের প্রচার করা হয়েছে। সেখানে শাসক গোষ্ঠী, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বলে কিছু নেই। ভোটের দিনও সবাই নিজের এলাকায় থাকবেন।'

যুব সংগঠনের এক নেতা বুধবার শিলিগুড়ি কলেজের বাইরে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'বর্তমান শাসক গোষ্ঠী আমাদের পাত্তা দেয় না। কোনও মিটিং, মিছিলে ডাকেনি। তাই এবার প্রচারের ময়দান থেকেও নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে জেলার এক নেতা ফোন করে বললেন, তোদের এবার প্রচারের ময়দানে দেখিনি। যা হয়েছে হয়েছে, ভোটের দিন কিন্তু তোর লোকজনকে নিয়ে রাস্তায় থাকতে হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'কার কী সমস্যা রয়েছে, ক্ষোভ বিক্ষোভ সব ভোটের পরে দেখে নেওয়া যাবে বলে জেলা থেকে বলা হয়েছে।'

> **এবার সবাই একজোট হয়েই ভোটের প্রচার করা হয়েছে। সেখানে শাসক গোষ্ঠী, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বলে কিছু নেই।**
>
> **সঞ্জয় টিব্রুয়াল**
> *দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান, তৃণমূল কংগ্রেস*

শিলিগুড়িতে তৃণমূলের একটা বড় অংশকেই এবার ভোটের প্রচারে ময়দানে দেখা যায়নি। ছাত্র এবং যুব সংগঠনের পাশাপাশি দলের জেলা নেতৃত্ব এবং পুরোনো নেতা-নেত্রীরা ভোট প্রচার থেকে নিজেদের গুটিয়ে রেখেছিলেন। সেই সব নেতাকে মঙ্গলবার রাত থেকে ফোনে এবং হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে ভোটের দিন ময়দানে নামার অনুরোধ করা হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্র এবং যুবদের কাছে এই ফোন, মেসেজ বেশি গিয়েছে।

শিলিগুড়িতে দলের ছাত্র এবং যুব সংগঠনে রদবদলের পর থেকেই এখানে গোষ্ঠীকোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দলেরই একটি অংশ বলছে, প্রাক্তন সভাপতি এবং তাঁদের অনুগামীরা কেউই বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে নেই। সংগঠনের কোনও মিটিং, মিছিলে তাঁদের দেখা যায় না। এমনকি এবারের বিধানসভা ভোটের ময়দানেও ছাত্র এবং যুবদের একটা বড় অংশকেই ময়দানে দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, এবারের ভোটে শিলিগুড়ি আসনের দলীয় প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাতেও ছাত্র, যুবর বিক্ষুব্ধরা 'টিম এবি (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়), শিলিগুড়ি'-এই ব্যানারে হাজির হয়েছিলেন। সেদিনই ছাত্র এবং যুব সংগঠনের কোন্দলের ছবি আরও স্পষ্ট যায়।

ভোটকেন্দ্রের সুরক্ষায় বন দপ্তর

বাগডোগরা, ২২ এপ্রিল : ভোটকর্মী এবং ভোটারদের সুরক্ষা দিতে বন বিভাগ একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। ডিএফও (কার্সিয়াং) দেবেশ পান্ডে জানান, বৃহস্পতিবার ভোটের দিন সমস্ত ইকো ট্যুরিজম স্পট বন্ধ থাকবে। যার মধ্যে রয়েছে, বাগডোগরা টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পট, ট্রি ল্যান্ড, পানিঘাটা রিভার ফ্রন্ট ইত্যাদি। কার্সিয়াং বন বিভাগ এলাকায় শতাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলি বুনোদের যাতায়াতের করিডরের মধ্যে পড়ে। বন বিভাগ ভোটকর্মী এবং ভোটারদের সুরক্ষা দিতে বুধবার থেকেই সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানান ডিএফও।

বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানাচ্ছেন, বুধবার পর্যন্ত বাগডোগরা জঙ্গলে ৪৫টি, পানিঘাটার কলাবাড়ি জঙ্গলে ২০টি, টুকরিয়া জঙ্গলে ১৫টি এবং বামনপুকরিতে বহু সংখ্যক হাতি রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র, ভোটকর্মী, ভোটারদের ওপর বুনোদের আক্রমণের আশঙ্কা থেকেই যায়। এজন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এদিকে বাগডোগরা এলাকায় পাঁচ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী অর্থাৎ প্রায় ৪০০ জন জওয়ান থাকছেন। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা এলাকায় বুথের সংখ্যা ১০৮টি। এর মধ্যে একই স্কুলে ডাবল বুথ ২৯টি, ট্রিপল বুথ ৩টি রয়েছে। প্রতি বুথে চারজন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থাকছেন। একজন করে রাজ্য পুলিশের কর্মী থাকছেন।

ভোটকর্মীকে সাপের ছোবল

চোপড়া, ২২ এপ্রিল : চোপড়া বিধানসভার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলকগছ শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে ৯৬ নম্বর বুথে জনৈক ভোটকর্মীকে সাপ ছোবল মারে। আক্রান্ত ওই কর্মী থার্ড পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। বুধবার ভোটকর্মীরা বুথে পৌঁছানোর পর রাতে এই কাণ্ড ঘটে। আচমকা সাপের ছোবলে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই ভোটকর্মী। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়। এরপর দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা তথা দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি বলেন, 'প্রশাসনিক তৎপরতায় দ্রুত ওই অসুস্থ ভোটকর্মীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।'

এক মনে।। ফারাবাড়ি নেপালি বস্তিতে ছবিটি তুলেছেন পি কে পোদ্দার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঝামেলা কোথায়, খোঁজ রাখছে আরএসএস

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তা চেয়ে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এক পদাধিকারী। তাঁর বক্তব্য পর্যায়ক্রমে জেলা ও রাজ্য হয়ে পৌঁছে যায় দিল্লিতে। যথারীতি চটহাটের নির্দিষ্ট ওই জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তা বেড়ে টহল চলছে। এলাকাটি কার্যত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। তাহলে কি এমন জায়গাগুলিতে ঝামেলার আশঙ্কা করছে বিজেপি এবং আরএসএস? বিজেপির এক নেতার দাবি, 'অসামাজিক কাজে মাটিগাড়া এবং ফাঁসিদেওয়ার নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকার নামডাক রয়েছে। ওই এলাকাগুলিতে বেশি করে বাহিনীর টহল হলে ঝামেলায় আশঙ্কা কম থাকে। সেজন্য এলাকার যে কেউ প্রশাসনকে জানাতেই পারেন।'

ঝামেলার সম্ভাবনা রয়েছে এমন কিছু এলাকাকে চিহ্নিত করেছে আরএসএস। ঝামেলার আগাম আশঙ্কায় সংঘ ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের বেশকিছু এলাকার নাম পাঠিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। জানা গিয়েছে, শীতলকুচি, সিতাই, ফাঁসিদেওয়ার পাশাপাশি মালদা, দুই দিনাজপুর জেলার কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম রয়েছে ওই তালিকায়। সূত্রের খবর, রিপোর্টে মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার নাম রয়েছে। যদিও সংঘের উত্তরবঙ্গের এক পদাধিকারী বলেন, 'ভোট রাজনীতির সঙ্গে আমরা যুক্ত নই। ভোটার হিসাবে প্রত্যেকে ভোট দেবেন। কোথাও, কাউকে প্রভাবিত করার বিষয় নেই। ভোটদানে বাধা পেলে যে কেউ প্রশাসনকে জানাতেই পারেন।'

শুধু বাহিনীকে সক্রিয় রাখার চেষ্টাই নয়, ভোট পরিস্থিতি নজর রাখতে সক্রিয় সংঘের একাংশ। কেউ ঘরে বসে নজর রাখবেন, অনেকে আবার রাস্তায় নেমে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখলে সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন তাঁরা। প্রয়োজনীয় নির্দেশমতো পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন। সংঘ সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় স্তরের কয়েকজন উত্তরবঙ্গের নানা জেলায় ঘুরেছেন। দু'একজন এখনও শিলিগুড়িতে রয়েছেন। তাঁরাই সমস্ত রিপোর্ট নিচ্ছেন নানা জেলা থেকে। রাস্তা, বাজার ঘোরার পাশাপাশি পরিচিতদের বাড়িতে যাচ্ছেন তাঁরা। ভোটের দিনও তাঁরা থাকবেন। তবে ভোটকেন্দ্রের কাছাকাছি যাবেন না তাঁরা। কেউ কিছুটা দূরের চায়ের দোকানে, কেউ আবার ভোটগ্রহণকেন্দ্র সংলগ্ন বাড়ির জানলার সামনে বসে নজরদারি রাখবেন।

- নির্দিষ্ট কিছু এলাকা চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তা চেয়ে দিল্লিতে রিপোর্ট সংঘের
- বাড়ি থেকে অথবা চায়ের আড্ডার ভিড়ে মিশে নজরদারি
- ভোট রিপোর্ট পৌঁছাবে শীর্ষ স্তরে

এ ব্যাপারে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'জোর করে ঝামেলা তৈরির চেষ্টা হলে মানুষ ছেড়ে কথা বলবেন না। আমরাও পথে থাকব।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'মানুষ বিজেপিকে চাইছে। তাই তৃণমূল পরাজয়ের ভয়ে মিথ্যে খবর রটাচ্ছে। তবে তাতে তৃণমূলের ফায়দা হবে না। ঝামেলা হলে তো কেন্দ্রীয় বাহিনী দেখবেই। এটা নতুন কিছু নয়।'

সাজছে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ

মাদারিহাট, ২২ এপ্রিল : নতুন করে সাজতে চলেছে মাদারিহাটের জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ (অরণ্য ট্যুরিজম প্রপার্টি)। লজ সূত্রে খবর, ফাইভ স্টার মডেলে সাজানো হবে এই প্রাচীন সরকারি লজটি। ইতিমধ্যেই লিফট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। তৈরি হবে অত্যাধুনিক সুইমিং পুল। এছাড়াও ব্যাংকোয়েট তৈরির পাশাপাশি রুমের সংখ্যা বাড়িয়ে ৩৪ থেকে ৪০টি করা হবে। ডর্মিটরির ব্যবস্থাও করা হবে।

ট্যুরিস্ট লজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহা জানিয়েছেন, পুরাতন কাঠের ঘরটি মেরামত করা হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং পর্যটকদের চাহিদা পূরণে অত্যাধুনিকভাবে তৈরি হবে লজটি।

দুর্ঘটনায় আহত পাঁচজন

বাগডোগরা, ২২ এপ্রিল : টোটো ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হলেন ৫ জন। বুধবার শিবমন্দির কদমতলায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। জখমদের মধ্যে একজন শিশু ও একজন মহিলা পুলিশকর্মী। শিশুটির মাথা ফেটে যায়। স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রাস্তা থেকে সার্ভিস রোডে বাঁক নিতে গিয়ে টোটোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় পিকআপ ভ্যানটির। টোটো থেকে ছিটকে পড়েন যাত্রীরা। দুমড়ে-মুচড়ে যায় টোটোটি। জখম হন টোটোচালক। পুলিশ টোটো ও পিকআপ ভ্যানটি হেপাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

বাজেয়াপ্ত হাইড্রোপনিক উইড

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোপনিক উইড (উচ্চমানের গাঁজা) পাচারের ছক। কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের (ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স) জালে দুজন। বাজেয়াপ্ত ৬ কেজি ৬০০ গ্রাম হাইড্রোপনিক উইড। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।

ব্যাংকক থেকে বিমানে এই বিপুল পরিমাণ হাইড্রোপনিক উইড নিয়ে মঙ্গলবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামতেই পঞ্জাবের অমৃতসরের বাসিন্দা রাজীবকুমার হান্ডা ও অবতার সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের এনডিপিএস কোর্টে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, শিলিগুড়িতে হাইড্রোপনিক উইড পাচারের ঘটনা একপ্রকার নতুন। যা গোয়েন্দাদেরও চিন্তায় ফেলেছে।

সূত্রের খবর, ধৃতরা সুগন্ধির ব্যবসা করার কথা বলে দিন ১৫ আগে ব্যাংককে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এই মাদক সংগ্রহ করে বিমানে বাগডোগরায় আসার পরিকল্পনা করেন। পরে শিলিগুড়িতে মাদক সরবরাহ করার কথা ছিল। তবে গোয়েন্দাদের কাছে আগাম খবর থাকায় বিমানবন্দর থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে।

বিমানবন্দর সূত্রে খবর, অন্য দেশ থেকে কোনও যাত্রী বিমানবন্দরে নামার পর রুটিন মাফিক কাস্টমস চেকিং করা হয়। অভিযোগ, এই দুই যাত্রী বিমান থেকে নেমে কাস্টমস চেকিং এড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এতেই একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যান ওই দুজন সম্পর্কে। এরপর আটক করে দুজনের ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই দুজনের ব্যাগ থেকে ১৭টি এয়ার টাইট প্যাকেটের ভিতর থেকে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোপনিক উইড উদ্ধার হয়। এরপর দুজনকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি হাইড্রোপনিক উইড বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতরা ব্যাংককের কোথা থেকে এই মাদক নিয়ে আসছিলেন এবং শিলিগুড়িতে কার কাছে সেগুলি সরবারহ করার কথা ছিল সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে গোয়েন্দারা জানিয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে ডিআরআইয়ের আইনজীবী রতন বণিক জানান, বিমানবন্দরে ড্রাগ ডিটেনশন কিট দিয়ে ওই সামগ্রীগুলি পরীক্ষা করার পর গোয়েন্দারা নিশ্চিত হন যে, সেগুলি হাইড্রোপনিক উইড। টবের ওপর বিশেষ পদ্ধতিতে এটি চাষ করা হয়। তিনি বলেন, 'সুগন্ধির ব্যবসা করার কথা বলে দুজন আগেও একাধিকবার ব্যাংককে গিয়েছিল। এর সঙ্গে বড় আন্তর্জাতিকচক্র যুক্ত রয়েছে বলে খবর মিলেছে।'

ভোটার স্লিপ বিলি বাকি, উদ্বেগে ভোটাররা

সাগর বাগচী ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২২ এপ্রিল : হাতেগোনা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। এর মধ্যেই ভোটার স্লিপ বিলি ঘিরে শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে শুরু হয়েছে চরম উৎকণ্ঠা। বুধবার রাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটার স্লিপ বিলি করার কাজ চললেও, অনেক ক্ষেত্রেই তা শেষ করা সম্ভব হয়নি বলে খবর। কোথাও বিএলও-রা নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে টার্গেট পূরণের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন, আবার কোথাও স্লিপ হাতে না পেয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে ভোটারদের।

শিলিগুড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি থেকে ফাঁসিদেওয়া সর্বত্রই একই ছবি। অনেকেরই অভিযোগ, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁদের হাতে স্লিপ পৌঁছায়নি। এবারের নির্বাচনে ভোটার স্লিপের গুরুত্ব অপরিসীম। এমন পরিস্থিতিতে স্লিপ না পাওয়া ভোটারদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, তাঁরা ভোট দেবেন কীভাবে?

ভোটারদের আশ্বস্ত করতে গিয়ে বিএলওদের একাংশ জানাচ্ছেন, যাঁদের বাড়িতে গিয়ে পাওয়া যায়নি, তাঁদের চিন্তার কিছু নেই। ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার পানিট্যাঙ্কি এলাকার বিএলও জিতেশ সুব্বা বলেন, 'ভোটারদের অনেকেই কাজের সূত্রে বাইরে ছিলেন। বহু বাড়িতে গিয়েও তাঁদের দেখা পাওয়া যায়নি। তবে ভোটের দিন ভোটারদের হাতেই স্লিপ তুলে দেওয়া হবে।'

এদিকে, স্লিপ পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে এক অন্য প্রবণতা। এসআইআর সংক্রান্ত নানা জল্পনার জেরে সাধারণ মানুষ ভোটার স্লিপ নিয়ে বাড়তি সতর্ক। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অনেকে সেই স্লিপের একাধিক ফোটোকপি করছেন, এমনকি কেউ কেউ ল্যামিনেশনও করিয়ে রাখছেন। ফুলবাড়ির কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকার বাসিন্দা লুৎফর আলি যেমনটা বলছিলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার কখন কোন কাগজ চাইবে, তা বোঝা মুশকিল। দু'দিন পর হয়তো ফের নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে এই ভোটার স্লিপের প্রয়োজন হতে পারে। তাই ঝুঁকি না নিয়ে আগেই ফোটোকপি করে রাখছি।'

ভোটার স্লিপ জেরক্স করতে ভিড় ফুলবাড়ির কামরাঙ্গাগুড়িতে। বুধবার।

একই সুর ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অর্পণ চক্রবর্তীর গলায়। তিনি বলেন, '২০২৬ সালের এই এসআইআর প্রক্রিয়ার পর যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছি, তার সাক্ষী হিসেবেই এই স্লিপ সযত্নে রেখে দিচ্ছি। আগামী প্রজন্মের কাছেও এটি প্রমাণপত্র হয়ে থাকবে। কে জানে, হয়তো ভবিষ্যতে কোনও সরকারি কাজেও এটি লাগতে পারে!'

বিএলওদের কাজের চাপও এখন তুঙ্গে। এসআইআর-এর কাজ শেষ করার পর তড়িঘড়ি ভোটার স্লিপ বিলি করতে গিয়ে কার্যত নাজেহাল দশা তাঁদের। কামরাঙ্গাগুড়ির ১০৪ নম্বর পার্টের বিএলও মহম্মদ রূপেল বলেন, 'রাত জেগে বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্লিপ বিলি করতে হয়েছে। এসআইআর-এর বিশাল কাজের চাপ সামলে স্লিপ বিলি করতে গিয়ে আমরাও মানসিক ও শারীরিকভাবে অত্যন্ত ক্লান্ত।'

আসছেন রাহুল

শনিবার শ্রীরামপুর, মেটিয়াব্রুজ ও শহিদ মিনার ময়দানে জনসভা করবেন রাহুল গান্ধি। শহিদ মিনারে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছে সেনা। ইতিমধ্যে সভার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস।

বাজেয়াপ্ত

ভোট ঘোষণার পর থেকে রাজ্যে ১০০ কোটির মদ ও মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বুধবার বিবৃতি দিয়ে জানাল নির্বাচন কমিশন। বুধবার পর্যন্ত ৪৭২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ভোট উধাও

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে গিয়ে ঘাটাল কলেজের অধ্যাপক মাখন সামন্ত জানতে পারেন তাঁর ভোট হয়ে গিয়েছে। ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর মন্তব্য, অন্যের ভোট নিতে যাব, অথচ নিজে ভোট দিতে পারলাম না।

রাষ্ট্রপতিকে চিঠি

বেশ কয়েকটি মেয়াদের সাংসদ এসইউসিআই-এর তরুণ মণ্ডলের এসআইআর-এর পর ভোটার তালিকায় নাম নেই। রাজ্যের সিইও, হাইকোর্টের কাছে চিঠি পাঠিয়ে সুরাহা না পেয়ে সোজা রাষ্ট্রপতিকে চিঠি পাঠালেন তিনি।

প্রথম দফায় হিংসামুক্ত ভোটের চ্যালেঞ্জ কমিশনের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের আগে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাল কমিশন। বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৬টি জেলার ১৫২টি বিধানসভায় নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনকে হিংসামুক্ত, সুষ্ঠু এবং অবাধ করাই এখন কমিশনের কাছে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যে সমস্ত রকমের প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে বলে এদিন জানিয়েছেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। যদিও বিরোধীদের আশঙ্কা বাগড়ম্বর সার হবে।

বৃহস্পতিবর ভোর সাড়ে ৫টায় ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে একযোগে মকপলিং শুরু হবে। এরপর সকাল ৭টায় শুরু হবে মূল ভোটগ্রহণ। তার জন্যে বুধবার রাত ৯টার মধ্যেই প্রায় ৪৪ হাজার ভোটকর্মী তাঁদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। এলাকার নিরাপত্তা এবং শান্তিশৃঙ্খলা অটুট রাখতে প্রায় ২ লক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন। পাশাপাশি থাকবে প্রায় ৪০ হাজারেরও বেশি রাজ্য পুলিশ। নিরাপত্তা রাজ্য পুলিশের হাত থেকে নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর দেওয়া হয়েছে। বুথের ১০০ মিটারের লক্ষণ রেখার বাইরে ভোটের লাইনে তদারকি করাই রাজ্য পুলিশের কাজ। বুথে প্রবেশের আগে ভোটারদের শনাক্ত করবেন বিএলওরা। তাঁদের কাছেই তালিকার কপি থাকবে। ভোটার পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁকে ভোটের লাইনে দাঁড়াতে দেওয়া হবে।

ভোটকর্মী, ইভিএম বুথের ওয়েব কাস্টিং, অন্যান্য ভোটার সামগ্রী এবং সর্বপরী বুথকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর। এছাড়া বাহিনীর জওয়ানদের প্রত্যেকের শরীরে থাকা বডি ক্যামেরার ছবিতে নজর রাখবেন সেক্টর অফিসাররা। কর্তব্যে গাফিলতি বা কোনও গণ্ডগোল সামলাতে গিয়ে আক্রান্ত হলে পরিস্থিতি অনুযায়ী কী পদক্ষেপ করতে হবে তা ছবি দেখে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কমান্ডান্ট এবং সেক্টর অফিসাররা। এবারই প্রথম বাহিনীর একটা বড় অংশকে বাইকে চেপে শহরের গলিঘুচি এলাকায় টহল দিতে দেখা যাবে।প্রথম দফার ভোটে ২ হাজার ৪০৭ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে সবথেকে বেশি পূর্ব মেদিনীপুরে শুভেন্দুর জেলায় (২৭৩ কোম্পানি)। এরপরেই পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৭১ কোম্পানি এবং তারপরে মুর্শিদাবাদে ২৪০ কোম্পানি। সিইও বলেন, 'এটা কোনও স্থায়ী বিষয় নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী পুলিশ প্রশাসনকে বাহিনী মোতায়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।'

নিজেদের ভোটকেন্দ্রের পথে ভোটকর্মীরা। বুধবার মুর্শিদাবাদে। ছবি : পিটিআই

গণতন্ত্রে 'বদলার' বার্তা মমতার মুখে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : বদলা নয়, বদল চাই। ২০১১-র পালাবদলের আগে এই স্লোগান তুলেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫ বছর সেই স্লোগানকে সামান্য অদলবদল করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, 'বদল নয়, বদলা চাই। তবে বদলা নিতে হবে ব্যালট বাক্সে। গণতন্ত্রে বদলা চাই। খুনোখুনিতে আমরা বিশ্বাস করি না।' বৃহস্পতিবার রাজ্যে প্রথম দফায় ১৫২টি আসনে ভোট। তার আগে বুধবার আমডাঙা, হরিপালে জনসভা করেন মমতা। হাওড়ায় একটি রোড শো করেন তিনি। আমডাঙার সভা থেকে ভোটারদের ভোট দেওয়ার আগে সতর্ক করে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি বলেন, 'যাঁদের কাল ভোট আছ, ভোট দেওয়ার আগে তাঁরা দেখে নেবেন সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। রিটার্নিং অফিসারদের কাছে তালিকা চেয়ে নিন। সেটা দেখেই ভোট দেবেন।' তাঁর আশ্বাস, প্রকৃত ভোটার যাঁদের নাম কেটে গিয়েছে, জেনুইন ভোট তিনি সবার নাম তুলে দেবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ভিন রাজ্য থেকে লোক এনে বিজেপি ভোট করাতে চাইছে। তিনি বলেন, 'রাজস্থান, বিহার থেকে ট্রেনে করে এসে ভোট দেবে? এদের আটকে রাখবেন আপনারা। মায়েদের দায়িত্ব দিলাম। পালাতে দেবেন না যাঁরা ফলস ভোট দিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে তাদের আটকে রাখবেন।' মহিলাদের শুধু নয়, প্রথম দফা ভোটের আগে

> **বদল নয়, বদলা চাই। তবে বদলা নিতে হবে ব্যালট বাক্সে। গণতন্ত্রে বদলা চাই। খুনোখুনিতে আমরা বিশ্বাস করি না।**
>
> **-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এভাবে শুধু ভোটারদের নয়, দলের নেতা-কর্মীদের সচেতন থেকে সতর্ক থাকতে বলেন। তাঁর কথায়, 'ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী লোকেরা ভোট দিতে এ রাজ্যে ফিরছেন। তাঁদের গীতা-কোরান ছুঁইয়ে বলা হচ্ছে বিজেপিকে ভোট দিতে।'

এবারের ভোটে বেনজির নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করেছে নির্বাচন কমিশন। নামানো হয়েছে সাঁজোয়া গাড়িও। এই প্রসঙ্গে হরিপালের সভা থেকে মমতার কটাক্ষ, 'পহলগামে এসে জঙ্গিরা আমাদের মেরে যায়। মোদিবাবু পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে পারেন না। আর বাংলায় ভোটের জন্য সাঁজোয়া গাড়ি এনেছে! পশ্চিমবঙ্গে কী যুদ্ধ হচ্ছে? পহলগামের সময় সাঁজোয়া গাড়ি কোথায় ছিল? মণিপুরে তিন বছর ধরে শান্তি নেই। সেখানে এই গাড়ি পাঠান।' নেত্রী এদিন বলেন, 'ভোট কেন্দ্রে নাকি কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটারদের চেক করবে। মহিলাদের গায়ে হাত দিলে আইনের পথে হাঁটবেন আপনারা। কেউ হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন না। বদলে কী করতে হবে তা আপনারা জানেন।'

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী এদিনও শুভেন্দুকে 'গদ্দারবাবু বলে কটাক্ষ করেন। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, 'গত মঙ্গলবার রাত থেকে কোলাঘাটে কেউ যেতে পারছে না। কাল থেকে বাবু, গদ্দারবাবু, পিরিতেরবাবু, দোসর কোলাঘাট থেকে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে যাতে কেউ যেতে না পারে। আবার পশ্চিম মেদিনীপুরে রেল ব্লক করে দিয়েছে। রাস্তা ব্লক করে দিয়েছে। ভেবেছে দু'দিনের জমিদারি করবে।' তাঁর মন্তব্য, দল বেঁধে মানুষকে ভেট দিতে যেতে হবে এজন্য। কোনও বাধা না মেনেই ভোট দিতে হবে সবাইকে।

১৫ দিনে মাত্র ৬৫৭ আবেদনের নিষ্পত্তি

ট্রাইবিউনালে যোগ্য ১৩৯

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ২৭ লক্ষ নাম বাদ যাওয়াদের কোনও সুবিচারই দিতে পারল না ট্রাইবিউনাল। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর বুধবার ভোর রাতে ট্রাইবিউনাল প্রথম দফার রেজাল্ট আউট হয়েছে। পরীক্ষায় পাশ করেছেন সাকুল্যে মাত্র ১৩৯ জন। এরই সঙ্গে জুডিশিয়াল শুনানিতে পাশ করা ৯ জন ট্রাইবিউনালের বিচারে আবার ফেল করেছেন। কমিশন জানিয়েছে, যে ১৩৯ জন ট্রাইবিউনালের নিষ্পত্তির বিচারে যোগ্য হয়েছেন তাঁরা বৃহস্পতিবার রাজ্যের প্রথম দফায় ভোট দিতে পারবেন। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে হাইকোর্টের জুডিশিয়াল শুনানিতে ২৭ লক্ষ নাম বাদ পড়ায় তাঁদের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তার প্রেক্ষিতে ট্রাইবিউনাল গড়ে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম নির্দেশ শিরধার্য করে নাম বাদ যাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার আশায় আবেদন করেছিলেন ট্রাইবিউনালে। কিন্তু প্রায় একপক্ষকাল পড়ে বুধবার পর্যন্ত মাত্র ৬৫৭টি নামের নিষ্পত্তি করে ট্রাইবিউনাল। এই ঘটনায় দেশের বিচার ব্যবস্থা এবং আদালতের ওপর আস্থা হারাতে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

কমিশনের ভোটার তথ্যে যুক্ত সংগত অসংগতি ৬০ লক্ষের তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল ২৭ লক্ষ ভোটার। ভোটাধিকার পেতে তাঁদের জন্য ট্রাইবিউনাল গড়ার নির্দেশ দিয়ে ভোটের আগে যতটা সম্ভব নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু কমিশন-আদালত জটে ট্রাইবিউনালের কাজ শুরু হতেই বিস্তর দেরি হয়। শেষপর্যন্ত প্রথম দফার ভোটের আগে হাতে গোনা কয়েকদিন কাজের পর ৬৫৭টি কেসের নিষ্পত্তি করে ট্রাইবিউনাল।

কমিশন আগেই ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটে ১৫২টি বিধানসভার ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল। সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছিলেন, ২১ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত নিষ্পত্তি হওয়া তালিকা ট্রাইবিউনাল পাঠালে তা অতিরিক্ত তালিকা হিসেবে প্রকাশ করা হবে। শেষপর্যন্ত তা প্রকাশ করতে বুধবার ভোর রাত পর্যন্ত গড়ায়। সিইও জানিয়েছেন, ট্রাইবিউনাল যে তালিকা পাঠিয়েছে, তা বিধানসভা ও বুথ ভিত্তিকভাবে সাজিয়ে সংশ্লিষ্ট বিধানসভার বুথে পাঠানো হয়েছে। তালিকার কপি রাজনৈতিক দলগুলিকেও দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ হলেও ট্রাইবিউনালের নিষ্পত্তি নিয়ে অস্পষ্টতা চরমে।

- ট্রাইবিউনালের বিচারে ১৩৯ জনই এবারের নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন
- ১৫ দিনে ৭০০ আবেদন খতিয়ে দেখতে পারলেন না বিচারপতিরা
- আগের যোগ্য তালিকা থেকে বাদ পড়লেন ৮ জন

ট্রাইবিউনাল সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্নে এদিনও কোনও সদুত্তর মেলেনি সিইও-র কাছ থেকে। জুডিশিয়াল শুনানিতে বাদ পড়াদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ জেলা ও সাব ডিভিশন অফিসে নাম তুলতে আবেদন করেছিলেন। অনেকে আবার একইসঙ্গে অফ লাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও আবেদন করেন। কিন্তু ট্রাইবিউনালের কাছে মোট কত আবেদন এখনও পর্যন্ত জমা হয়েছে তা এদিনও জানাতে পারেনি কমিশন। এই প্রশ্নে সিইও বলেন, বাদ পড়া ২৭ লক্ষই আবেদন করার যোগ্য। কিন্তু ট্রাইবিউনালে কত আবেদন জমা হয়েছে তা আমরা জানি না। ট্রাইবিউনাল গঠনের নির্দেশ দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, ভোটের দু'দিন আগে পর্যন্ত যত নামের নিষ্পত্তি হবে তাঁদের মধ্যে যারা যোগ্য তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ পড়া ভোটার আশায় বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ১৫ দিনে ৭০০ আবেদনেরও নিষ্পত্তি করতে পারেনি ট্রাইবিউনাল। এমনিতেই ট্রাইবিউনালের মেয়াদ ৪ মে পর্যন্ত। তার মধ্যে বৃহস্পতিবার ১৫২টি বিধানসভায় ভোট হবে সেই বিধানসভার অধীনে থাকা যেসব ভোটারের নাম ট্রাইবিউনাল এখনও নিষ্পত্তি করতে পারেনি তাঁদের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়া এরপর চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে গেল। দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল। সব ঠিকঠাক থাকলে ২৭ এপ্রিল ট্রাইবিউনালের দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ হবে। তারপর ট্রাইবিউনালে আবেদনকারী লক্ষ লক্ষ আবেদনের ভবিষ্যৎ কী তা কারও কাছেই স্পষ্ট নয়। ফলে এদিনের পর ট্রাইবিউনালের মাধ্যমে ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার আশায় যাঁরা বুক বেঁধেছিলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শ্রীজাতর বিরুদ্ধে পরোয়ানা নিয়ে শোরগোল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : রাজ্যে প্রথম দফা বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির খবরকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বুধবার আমডাঙার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে তীব্র ভাষায় বলেন, 'সকাল থেকে পাগল হয়ে গিয়েছি ফোনে-মেসেজে। শ্রীজাতকে নাকি ফোন করেছে কেউ, 'আপনার বাড়িতে পুলিশ যাচ্ছে। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ফোন করলাম। এ আবার কী! পুলিশ তো এখন আমার হাতে নেই। বিজেপিকে চেনে এখন।'

অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি কাটাতে আসরে নামে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত খবরটি অস্বীকার করে স্পষ্ট জানান, 'এই খবর যোলো আনা মিথ্যা।' কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, ২০১৯ সালের একটি পুরোনো মামলার রুটিন আইনি প্রক্রিয়ায় অমীমাংসিত মামলার তালিকায় কবির নাম উঠে এসেছে, কোনও নতুন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

তবে কমিশনের দাবি উড়িয়ে কবি শ্রীজাত নিজেই সমাজমাধ্যমে সাফ জানান, 'আমার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। খবরটা ভুয়ো নয়, একশো ভাগ সত্যি। আপাতত এটুকুই। বাকি কথা পরে হবে।' কবির এই পালটা দাবিতে কমিশনের স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ধোঁয়াশা আরও ঘনীভূত হয়েছে।

অসহ্য গরম... বুধবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

সৈকতশহর থেকে পর্যটকদের ঘাড়ধাক্কা

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : রাত পোহালেই বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। ঠিক তার আগে 'শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট' নিশ্চিত করতে দিঘার সৈকতশহর পর্যটকশূন্য করতে নজিরবিহীন কড়াকড়ি করল নির্বাচন কমিশন। তাদের ঠেলায় বুধবার সকালের মধ্যে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র থেকে পর্যটকদের একরকম ঘাড়ধাক্কা দিয়েই বের করে দেওয়া হয়।

নিরাপত্তার কড়াকড়ি শুরু হয়েছিল মঙ্গলবার থেকেই। কমিশনের নির্দেশে দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর ও শংকরপুরের মতো জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রগুলি থেকে সমস্ত পর্যটক ও বহিরাগতদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে পুলিশ। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এই সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'প্রকৃত পর্যটকদের চলে যেতে বলার মূল কারণ, পর্যটকের ছদ্মবেশে বহিরাগতরা ঢুকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে এবং অশান্তি ছড়াতে পারে বলে আমাদের আশঙ্কা রয়েছে।' হোটেলের কোনও ঘরেই যাতে জেলার বাইরের কোনও ব্যক্তি না থাকেন, তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় থানাকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়।নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে পর্যটকদের ওপর এমন বিধিনিষেধ এই প্রথম। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা এই পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে কড়া পুলিশি পাহারা বসানো হয়েছে। নিয়ম অমান্য করলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২২৩ ধারা অনুযায়ী জেল বা জরিমানার হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন।

হাজিরা নুসরতের, ফের ডাক দুই মন্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : প্রথম দফার ভোটের পরের দিন তৃণমূলের দুই মন্ত্রী তথা এবারের প্রার্থী সুজিত বসু ও রথীন ঘোষকে তলব করল ইডি। বুধবার ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন টলিউড অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান।

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগামী শুক্রবার, সুজিত ও রথীনকে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে। এর আগেও একাধিকবার তাঁদের ডাকা হলেও প্রচারের দোহাই দিয়ে হাজিরা এড়িয়েছিলেন দুই মন্ত্রী। কিন্তু কলকাতায় ভোটের আগে ইডির ফের সমন পাঠানোয় রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। শুধু ইডি নয়, তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে সিবিআই এবং আয়কর দপ্তরও। সম্প্রতি রাসবিহারীর বিদায়ী বিধায়ক দেবাশিস কুমারের বাড়িতেও হানা দিয়েছে আয়কর বিভাগ। হলফনামায় দেওয়া সম্পত্তির হিসেব মেলাতেই এই কড়াকড়ি বলে খবর। অন্যদিকে, রাজারহাট এলাকায় ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে প্রবীণ নাগরিকদের ঠকানোর মামলায় বুধবার দিনভর জেরার মুখে পড়েন নুসরত জাহান। স্বামী যশ দাশগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে এদিন ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন তিনি। প্রায় ৮ ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর অফিস থেকে বেরিয়ে কিছুটা মেজাজ হারিয়েই নুসরত বলেন, 'এতদিন পর কেন ডাকা হল আপনারাই খবর নিয়ে নিন।' ওই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন নুসরত। তদন্তকারীদের দাবি, গত কয়েক মাসে নুসরতের বিরুদ্ধে বেশ কিছু জোরালো তথ্য হাতে এসেছে তাঁদের।

এদিকে বালি পাচার মামলায় প্রভাবশালী পুলিশ আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে তলব করা হলেও তিনি আইনজীবী মারফত সময় চেয়ে নিয়েছেন।

কমিশনের গ্রেপ্তারির সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : বিধানসভা ভোটের মুখে বড়সড় স্বস্তি পেল ঘাসফুল শিবির। ৮০০ জন তৃণমূল নেতা-কর্মীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় তৃণমূলের অভিযোগই মান্যতা পেল কলকাতা হাইকোর্টে। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, শুধুমাত্র কমিশনের তালিকার ওপর ভিত্তি করে কাউকে সরাসরি শ্রীঘরে পোরা যাবে না। ৩০ জুন পর্যন্ত কমিশনের ওই বিতর্কিত নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত।

আদালতের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত কড়া। বিচারপতিরা জানিয়েছেন, সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদে কমিশনকে ভোট পরিচালনার দায়িত্ব দিলেও তা আইনের ঊর্ধ্বে নয়। নির্দিষ্ট কোনও আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া নাগরিকের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যায় না। আদালত মনে করছে, ঢালাওভাবে একদল মানুষকে 'ট্রাবল মেকার' হিসেবে দাগিয়ে দেওয়াটা ভুল পদক্ষেপ। তবে যদি কারও বিরুদ্ধে সত্যিই কোনও ফৌজদারি অপরাধ থাকে, তবে পুলিশ নিজস্ব বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে। কিন্তু স্রেফ কমিশনের পাঠানো তালিকার ভরসায় গ্রেপ্তার নয়। গ্রেপ্তারির আগে একান্ত প্রয়োজন কি না তা

পুলিশকে বিচার করতে হবে। কেউ অপরাধ করলে পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে।'

এই মামলার শুনানিতে তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন,

- নির্দিষ্টভাবে কিছু ব্যক্তিকে 'ট্রাবল মেকার' বলে দাগিয়ে দেওয়া প্রাথমিকভাবে ভুল
- সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোট পরিচালনার দায়িত্ব কমিশনের হলেও তা আইনের ঊর্ধ্বে নয়
- কারও বিরুদ্ধে প্রকৃত অপরাধ থাকলে তবেই বিএনএস ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে পুলিশ

'কমিশন কি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ভোগ করতে পারে? কাউকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার অধিকার ওদের নেই।' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তও সুর চড়িয়ে বলেন, এফআইআর ছাড়া শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কাউকে আটকে রাখা নাগরিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন। কমিশন রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে 'সমান্তরাল শাসন' চালাতে পারে না।

পালটা যুক্তি দিয়েছিল কমিশনও। তাদের আইনজীবী দামা শেষাদ্রি নাইডু বলেন, বিহার বা অন্যান্য রাজ্যেও অশান্তি রুখতে এমন 'প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন' বা আগাম আটকের প্রথা আছে। বাংলায় অতীতে ভোটের সময় ব্যাপক হিংসার উদাহরণ টেনে কমিশন জানায়, অবাধ ভোট করাতেই এই কড়াকড়ি। কিন্তু আদালতের পাল্টা প্রশ্ন ছিল, 'সুনির্দিষ্ট কীসের ভিত্তিতে আপনারা পদক্ষেপ করছেন? আইন তো রয়েছেই।'

শেষ পর্যন্ত আদালতের এই রায়ে ভোটের মুখে মাঠ ফাঁকা হওয়ার ভয় কাটল তৃণমূলের। আপাতত পুলিশের হাতে নয়, হাইকোর্টের নির্দেশে কমিশনের 'টার্গেট' লিস্টে থাকা ৮০০ নেতা-কর্মীর ভাগ্য ঝুলে রইল আইনি রক্ষাকবচে।

ভোটমুখী বঙ্গে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে নির্বাচন কমিশন। এরই মধ্যে মোটরবাইক সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কমিশনের এই নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হল। বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

অন্যদিকে সিএএ শংসাপত্র থাকা সত্ত্বেও ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি। ফর্ম ৬ পূরণ করার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়ছেন অনেকে। এই অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুটি মামলারই শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ট্রাইবিউনালের এসওপি সর্বসমক্ষে প্রকাশ ও কম সংখ্যক নিষ্পত্তি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। এদিন এই মামলায় বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপের আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় আবেদন সুপ্রিম কোর্টেই করতে হবে।

কলকাতাকে বস্তির শহর বললেন শা

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : প্রথম দফার নির্বাচনি প্রচারের শেষলগ্নে তিলোত্তমা কলকাতাকে বস্তির শহর বলে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। যার তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল। বুধবার দমদম, হাওড়ার বাণীপুর, হুগলির সপ্তগ্রামে সভা এবং সোনারপুরে রোড শো করেন শা। আগামী ২৭ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে থেকে দ্বিতীয় দফার ভোটে দলের ওয়াররুম থেকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন তিনি।

বুধবার দমদম উত্তরের জনসভায় অমিত শা বলেন, 'দিদি এবং কমিউনিস্টদের রাজত্বে গোটা শহর একপ্রকার বস্তির শহর হয়ে গিয়েছে। দেশের বিভিন্ন শহর যখন বস্তিমুক্ত হতে শুরু করেছে, তখন দিদি এর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। তার কারণ, তিনি তো বস্তিতে অনুপ্রবেশকারীদের থাকতে দিয়ে নিজের ভোটব্যাংক তৈরি করতে চান।'

শা-র এই মন্তব্যের নিশানায় একদিকে যেমন কলকাতার শহরবাসীকে অসম্মান করা হয়েছে, পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীরা বস্তিতে থাকে এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে সামাজিকভাবে অমর্যাদা করা হয়েছে। এমনটাই মনে করে তৃণমূল। শা-র এই মন্তব্যের নিন্দা করে তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আপনার সাহস কী করে হয় এ ধরনের মন্তব্য করার? অমিত শা, আপনি একজন নিম্নমানের রাজনীতিক। যাঁকে শুধু ভোটের সময় দেখা যায়। কোন সাহসে কলকাতাকে বস্তির শহর বলছেন?'

দমদম উত্তরে নির্বাচনি জনসভায় অমিত শা। ছবি : রাজীব মণ্ডল

এদিন শা-র সভা এবং র‍্যালির পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ও বড়বাজারের সত্যনারায়ণ পার্কে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করেন। উদয়নারায়ণপুরের সভা থেকে যোগী তৃণমূলের গুন্ডারাজ খতম করা নিয়ে ফের হুঁশিয়ারি দেন। যোগী বলেন, '২০১৭ সালের আগে উত্তরপ্রদেশে এ জিনিস হত। রাজ্যে বিজেপির সরকার হলে উত্তরপ্রদেশের মতো এখানেও তৃণমূলের গুন্ডারাজ খতম করা হবে।' সত্যনারায়ণ পার্কে রাজ্যে পরিবর্তনের সূর্যোদয়ের ডাক দিয়ে যোগী বলেন, 'রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ে আঁধারের রাজত্ব শেষ করে দিন।'

পৃথিবীর পাঠশালা

নিজের হাত যখন নিজের নয়

ভাবুন তো, আপনার একটি হাত আপনার নির্দেশ অমান্য করে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করছে। এই বিরল স্নায়বিক রোগকে অ্যালিয়েন হ্যান্ড সিনড্রোম বলা হয়। মস্তিষ্কের দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে এমনটা হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি এক হাত দিয়ে বোতাম লাগাতে গেলে অন্য হাত তা খুলে দেয়। এমনকি অনেক সময় নিজের হাত নিজেকেই আঘাত করার চেষ্টা করে। তখন রোগীকে অন্য হাত দিয়ে ওই অবাধ্য হাতটিকে চেপে ধরে রাখতে হয়। নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর এই বিরল রোগ সত্যিই আতঙ্কের।

ঘুমের মধ্যে মাথার ভেতর বোমা

অনেকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার সময় হঠাৎ মাথার ভেতর বন্দুকের গুলি বা বোমা ফাটার মতো ভয়ংকর শব্দ শুনতে পান। আতঙ্কে তাঁরা ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠেন। কিন্তু বাস্তবে সেখানে কোনও শব্দই হয়নি। এই সমস্যাকে এক্সপ্লোডিং হেড সিনড্রোম বলা হয়। এটি কোনও মানসিক রোগ নয়, বরং মস্তিষ্ক যখন ঘুমের স্তরে প্রবেশ করে, তখন স্নায়ুকোষের কিছু ভুল সংকেতের কারণে এমন কাল্পনিক শব্দ তৈরি হয়। ভয়ংকর হলেও এটি মানুষের কোনও শারীরিক ক্ষতি করে না।

পারমাণবিক কোরের ভয়ংকর খেলা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লস আলামস ল্যাবরেটরিতে প্লুটোনিয়ামের একটি কোর নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করছিলেন। স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে দুটি খোলস ফাঁক করে রাখার সময় হঠাৎ হাত ফসকে খোলস দুটি বন্ধ হয়ে যায়। চোখের পলকে ঘরের ভেতর এক নীল আলোর ঝলকানি দেখা যায় এবং মারাত্মক বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞানী লুই স্লটিন দ্রুত খোলসটি সরিয়ে অন্যদের বাঁচালেও নিজে চরম মাত্রায় বিকিরণের শিকার হন এবং মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় মারা যান। এই অভিশপ্ত গোলাকার কোরটির নাম দেওয়া হয়েছিল ডেমন কোর।

রাতের জঙ্গলে জ্বলজ্বলে মাশরুম

রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় যদি দেখেন গাছের গুঁড়ি বা মাটি থেকে নীল রঙের মায়াবী আলো বেরোচ্ছে। একে ফক্সফায়ার বা ফেয়ারি ফায়ার বলা হয়। এটি আসলে এক ধরনের ফাঙ্গাস বা মাশরুম, যা পচা কাঠের ওপর জন্মায়। জোনাকির মতোই এদের শরীরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে আলো তৈরি হয়। পোকাদের আকর্ষণ করে নিজেদের রেণু ছড়ানোর জন্যই এরা এই আলো তৈরি করে। প্রাচীনকালে মানুষ এই আলো দেখে ভয় পেত এবং ভাবত জঙ্গলে নিশ্চয়ই ভূত বা পরিদের আনাগোনা চলছে।

ইটের আঘাতে খুন কাকা

রায়গঞ্জ, ২২ এপ্রিল : পৌঢ়কে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুনের অভিযোগ উঠল পাড়ার এক তরুণের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার ফরিদপুর এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য বিভাগে ভর্তি করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় তাঁর। মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম ঝরু রায় (৬৫)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার ফরিদপুর এলাকায়। অভিযুক্ত সন্তোষ সরকার ওই এলাকারই বাসিন্দা।

মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, এদিন রাতে বারান্দায় স্ত্রীর সঙ্গে ভাত খাচ্ছিলেন ঝরু। আচমকাই পেছন দিক থেকে সন্তোষ ঝরুর মাথা ইট দিয়ে থেঁতলে সেখান থেকে পালিয়ে যান। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বৃদ্ধ। বৃদ্ধের স্ত্রী খাইচালি রায় বলেন, 'ও আমাদের পাড়ার ছেলে। আমার স্বামী ওকে ভাইপোর মতো দেখত। আমরা ভাত খাচ্ছিলাম, আচমকাই ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে সন্তোষ। আমি চিৎকার করতেই সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কী কারণে এরকম সর্বনাশ করল, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।' রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত এখনও পলাতক। বৃহস্পতিবার ওই বৃদ্ধের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের কথা জানিয়েছে পুলিশ। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ বলেন, 'ওই বৃদ্ধকে ভারী বস্তু দিয়েই মাথায় আঘাত করে খুন করা হয়েছে।'

সংঘর্ষ শীতলকুচিতে

শীতলকুচি, ২২ এপ্রিল : ভোটের আগের রাতেই পদ্ম ও জোড়াফুলের সংঘর্ষ শীতলকুচিতে। বিজেপি কিষান মোর্চার জেলা সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কোচবিহার জেলা বিজেপি কিষান মোর্চার সভাপতি প্রহ্লাদ বর্মন। প্রহ্লাদকে লাঠিসোঁটা দিয়ে মারধর করার পাশাপাশি তাঁর বাইক ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর স্থানীয়রাই তাঁকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল।

সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে সময়ের আগে বাড়ি

বাইকে নিষেধাজ্ঞা, জীবিকায় টান

ভোটের গেরো

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২২ এপ্রিল : লাফাবাড়ির সৌরভ দাস ও সনাতন দাস রোজ ভোর চারটা-সাড়ে চারটার মধ্যে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কালজানি নদীর উদ্দেশে। সেখানে জাল দিয়ে ছোট মাছ ধরে পলাশবাড়ি, শিশাগোড়ের বাজারে বিক্রি করেন। বুধবার সকালে শিশাগোড়ে তাই তাঁদের দেখে অনেকেই নদীয়ালি মাছের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

স্থানীয় নয়ন সরকার বললেন, 'কীরে সৌরভ, মাছ আছে? থাকলে আমাকে এক পোয়া দে।' উত্তরে সৌরভ বললেন, 'রাস্তায় যেখানে-সেখানে পুলিশের নজরদারি। তাই এদিন আর ভোর চারটার সময় এক বাইকে দুজন কালজানি নদী যাওয়ার সাহস পাইনি। তাই এদিন আর মাছ আনতে পারিনি।' একই পরিস্থিতি অন্য মৎস্যজীবীদেরও। সৌরভ ও নয়নের আলোচনা শুনে কথা বললেন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সনাতন। তাঁর গলায় আক্ষেপের সুর স্পষ্ট। বললেন, 'এদিন তো উপার্জন হলই না। ভোটের দিনও হবে না। তাই দুদিনে অনেকটাই ক্ষতি হল। এতবার ভোট দিলাম। আগে কখনও বাইক নিয়ে এমন নিষেধাজ্ঞার কথা শুনিনি।'

আবার বাইকে চেপে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে প্রসাধনী সামগ্রী বিক্রি করেন রাইচেঙ্গার পার্থ সরকার। কিন্তু এদিন তাঁরও রুটিনে ছেদ পড়ল। সন্ধ্যা ছ'টার আগেই বাড়ি ফিরেছেন। ব্যবসা কম হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে মঙ্গলবার থেকে বাইক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সে কারণে এদিন স্থানীয় হাট, বাজারগুলিতে তাই বোরোলির মতো মাছ মেলেনি।

ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামীণ হাটে সকাল-সন্ধ্যা নদীয়ালি ছোট মাছ বিক্রি হয়। আবার সাপ্তাহিক হাটবারের দিন এইসব মাছের চাহিদা আরও বেশি থাকে। শিলতোর্ষা, কালজানি নদীতে এখনও বোরোলি মাছ পাওয়া যায়। তাই পলাশবাড়ি, মেজবিল, কালীপুর, লাফাবাড়ি গ্রামের মৎস্যজীবীদের অনেকে বাইক নিয়ে চলে যান কালজানি নদীতে। ভোটের জন্য এদিন অনেকেই মাছ ধরতে যেতে পারেননি।

নদীয়ালি মাছ বুধবার দেখা যায়নি ফালাকাটার হাটেবাজারে।

> রাস্তায় যেখানে-সেখানে পুলিশের নজরদারি। তাই এদিন আর ভোর চারটার সময় এক বাইকে দুজন কালজানি নদী যাওয়ার সাহস পাইনি। তাই এদিন আর মাছ আনতে পারিনি।
>
> **সৌরভ দাস**
> মৎস্যজীবী

লাফাবাড়ি গ্রামের রাখাল দাস, অনন্ত দাসরাও জাল নিয়ে বাইকে করে মাছ ধরতে যান। কোনও বাইকে দুজন, কোনও বাইকে তিনজন সওয়ার। তাঁদেরও এদিন সাহসে কুলোয়নি। রাখাল জানালেন, এভাবে দলবেঁধে মাছ ধরে বিক্রির পর জনপ্রতি ৫০০-৭০০ টাকা উপার্জন হয়। তাই দিয়ে সংসার চলে। কিন্তু ভোটের গেরোয় সব জলে গেল!

ভোটের প্রভাবে এদিন নদীয়ালি মাছ পাতে পড়ল না। এদিন পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাটে ছিল সাপ্তাহিক হাটবার। একদিন আগেই কেরল থেকে বাড়ি ফেরেন গণেশ বর্মন। তিনি বাজারে এসে নদীয়ালি মাছের জন্য দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করে ফিরে যান।

গণেশের কথায়, 'প্রায় এক বছর পর কেরল থেকে বাড়ি ফিরলাম। তবে হাটে এসেও ছোট মাছ পেলাম না। এখন ভোটের পরেই ওই মাছ খেতে হবে।'

অন্য জীবিকার বাসিন্দারাও একই আতঙ্কে রয়েছেন। কালীপুরের ব্যবসায়ী মিঠুন সরকারের ফার্নিচারের দোকান ফালাকাটার খাড়াকদমে। অন্যদিন তিনিও রাত দশটার দিকে বাড়ি ফেরেন। এদিন সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই বাড়ি চলে যান।

তাঁর কথায়, 'বাইকে একাই যাতায়াত করি। পুলিশ ধরলেও কিছু হত না জানি। কিন্তু ঝুঁকি নিতে চাইনি।'

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

দোলাচলের মেঘ

প্রথম পাতার পর

যাঁরা প্রথম দফায় ভোট দিতে পারবেন। সেই বঞ্চিতদের হাহাকার সঙ্গে করে বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ। শিলিগুড়ির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মহম্মদ শাকিবের ভাষায়, 'উৎসব তো অন্ধকার হয়ে গেল। আমাদের নাম নেই।'

ঘুরেফিরে বারবার একই কথা কোচবিহার জেলার গিতালদহের বাসিন্দা মমতা খাতুনের মুখে, 'আমি তো বাংলাদেশি নই। এখন আমি কী করব!' ২০০২-এর এসআইআর-এও মমতার নাম ছিল। এবার নেই। কেন নেই- সেই উত্তর পাচ্ছেন না মমতার মতো আরও অনেকে। গিতালদহের মমতা বিশ্বাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়। ট্রাইবিউনাল গঠনের খবর পেয়ে নির্বাচনি সফরে কোচবিহারে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলে গিয়েছিলেন, এবার আর সমস্যা নেই।

সেই আশ্বাসের বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় এখন নীল লক্ষ লক্ষ মানুষ। পাড়ায় ঢুকতেই বুধবার মালদায় বিএলও-দের ছেঁকে ধরেছিলেন একদল মানুষ। একটিই প্রশ্ন- আমাদের নাম উঠেছে তো? বিএলও সদর্থক উত্তর দিতে পারেননি। উপস্থিত সকলে মুহূর্তে বুঝে গিয়েছেন, ভোট দেওয়ার অধিকার আর তাঁদের নেই। হতাশায় তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মীরচকের নৌসাদ মহলদার। তাঁর কথায়, 'ভোটের নামে প্রহসন। প্রতিবাদও তো করা যাবে না। প্রতিবাদ করলে জেলে যেতে হবে।'

ইঙ্গিত করলেন মালদা জেলার মোথাবাড়িতে প্রতিবাদের জেরে অনেক মানুষের গ্রেপ্তারি ও গ্রেপ্তারের ভয়ে অনেকের গ্রামছাড়া হওয়ার দিকে। আরেক দল মানুষের কাছে ভোটার স্লিপ হয়ে উঠেছে এমন মহার্ঘ যে, সেটাকে ল্যামিনেট করে রাখছেন। মালদার বৈষ্ণবনগরের হাজি সাবিরউদ্দিন মোমিন জানালেন, কেউ কেউ ভোটার স্লিপ ফোটোকপি করে রাখছেন।

সাবির বলেন, 'পরে যেন প্রমাণ দেখাতে পারি যে, আমরা ভোট দিয়েছিলাম।' এবার প্রথম ভোটার তামিম আহমেদ বলেন, 'যথাযথ নথি দেখিয়েও অনেকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তাই আমরা গুগলে ভোটার কার্ড ও স্লিপ আপলোড করে রাখছি।' বৈষ্ণবনগরের পার লালপুর এলাকার বিএলও মণিরুল ইসলাম বলেন, 'ভোটার স্লিপ তো বুথে পোলিং অফিসাররা নেন না, ফেরতই দেওয়া হয়। তবুও মানুষ আস্থা রাখতে পারছেন না বলে ফোটোকপি করে রাখছেন।'

ট্রাইবিউনালের সিদ্ধান্তে যে ১৩৯ জনের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে মালদার আছেন ৪৬ জন। কোচবিহারের কয়েক লক্ষ আবেদনের মধ্যে সৌভাগ্যবান মাত্র ১১ জন, যাঁদের ভোটার বলে ছাড়পত্র দিয়েছে ট্রাইবিউনাল। তালিকায় নাম খুঁজে না পেয়ে কোচবিহার-২ ব্লকের কালপানির ফজলু মিয়াঁ আতঙ্কিত। তাঁর ভাষায়, 'মানুষ আমাদের উলটো-পালটা অনেকরকম কথা বলছেন। কিন্তু আমরা তো বাংলাদেশি না।'

মালদা বা কোচবিহারে সামান্য হলেও কয়েকজনের বুকে জল এসেছে যে, বাংলাদেশি বলে তাঁদের দেগে দেওয়া হবে না। কিন্তু সেই ভাগ্য আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কারও হয়নি। উত্তর দিনাজপুরে ভাগ্যবান মাত্র ১৮ জন। আলিপুরদুয়ারের ১৩,২০০ জন ট্রাইবিউনালে আবেদন করেছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলার তেশিমলার আজিজুল হক জানালেন, 'তিনবার কাগজপত্র জমা দিয়ে নাম ওঠেনি, ট্রাইবিউনালেও বৃথা চেষ্টা করলাম।'

ভোটাধিকার হারানো বহু মানুষের হাহাকারকে সঙ্গী করে ও নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনির মধ্যে বৃহস্পতিবারের নির্বাচনে বঙ্গবাসীর প্রত্যাশা-ভোটগ্রহণ যেন নির্বিঘ্নে হয়।

টোটোয় ওঁরা কারা

প্রথম পাতার পর

ঠিক কী কথোপকথন হচ্ছে, বোঝা না গেলেও নজর রাখার চেষ্টা করছিলাম তাঁদের গন্তব্য কোথায়। গাড়ির গতি কমিয়ে তাঁদের ফলো করতেই দেখলাম, টোটোচালককে কিছু একটা ইশারা করছেন যাত্রীরা। আমি যত গতি কমাই, টোটো আরও গতি কমায়। পরিস্থিতি সুবিধার নাও হতে পারে আঁচ করে বেরিয়ে যাই এসকালেটারে চাপ দিয়ে। কিন্তু মনের মধ্যে প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে, এত রাতে এরা এল কোথা থেকে? যাচ্ছেই বা কোথায়? এসব তো পুলিশের দেখার কথা!

জংশন ট্রাফিকের ঘরটাও একেবারে শুনসান। পাশে যেখানে ভোর থেকে চায়ের দোকান বসে, সেখানে জনাচারেক তরুণ দাঁড়িয়ে। উলটোদিকে দাঁড়িয়ে বিহার নম্বরের একটি গাড়ি। তবে কি বিহার থেকে কেউ বা কারা এলেন এইমাত্র? এলেন কেন? জানবেন কে!

শুরুটা হয়েছিল দিনপাঁচেক আগে। এনজেপি, জংশনে দলে দলে নেমেছিল বহু লোক। কেউ কথা বলছিলেন মৈথিলি ভাষায়, কেউ ভাঙা হিন্দিতে। ভোটের ঠিক আগের দিন সকালেও আমার এক সহকর্মী দেবীডাঙ্গা, শালবাড়ি এলাকায় বিহার থেকে আসা অনেকের খোঁজ পেয়েছেন, যাঁরা মোটা টাকা দিয়ে এক মাসের জন্য বাড়িভাড়া নিয়েছেন। হাইলি সাসপিশাস না!

কিন্তু পুলিশ বা গোয়েন্দাদের তাতে কী!

মাল্লাগুড়ি থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার যখন ফিরছি, তখন পেছন থেকে ডিপারের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। গতি কমিয়ে সরে দাঁড়াই। আবারও সেই হলুদ রংয়ের বিহার নম্বরের একটি বাস। আমার গাড়িকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে। পিছু নিই এনবিএসটিসির ওয়ার্কশপের কাছ থেকে। জংশন, এয়ারভিউ মোড়, হাওড়া পেট্রোল পাম্পের মতো চিরাচরিত স্টপে বাসটি না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যায় ঝংকার মোড়ের কাছে। সেখানেও বাস থেকে নামেন একদল লোক। এঁরা কারা? ভোট দিতে ফিরলেন নাকি অন্য কেউ? প্রশ্ন করার কেউ নেই।

বর্ধমান রোড হয়ে জলপাই মোড় হয়ে শক্তিগড়ের অলিগলি, থানা মোড়, বিধান মার্কেট, কলেজপাড়া, বাঘা যতীন পার্ক হয়ে ফিরলেও কোথাও উর্দিধারীদের দেখা মিলল না। আচ্ছা ভোটের আগের রাতে কি এভাবেই 'ছাড়' পাওয়া যায়? প্রশ্নটা মনে নিয়েই ঘুমোতে যাচ্ছি। কাল ভোট, দেখি কী হয়।

শুনসান হিলকার্ট রোডে সেই রহস্যময় টোটো। বুধবার মাঝরাতে।

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস পালন। ধানবাদের ঝরিয়ায় বুধবার। -পিটিআই

গুলি চালিয়ে বিপাকে

কিশনগঞ্জ, ২২ এপ্রিল : বিহার আছে বিহারেই! অনুষ্ঠান বাড়ির 'আনন্দে' শূন্যে গুলি, কিশনগঞ্জের পোয়াখালি পুরসভার চেয়ারপার্সনের স্বামী আহমেদ হোসেন ওরফে লাল্লুর। সেই মুহূর্তের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

ভিডিও ফুটেজটি ছড়িয়ে পড়তেই অভিযুক্ত লাল্লুর ঘনিষ্ঠরা দাবি করেছেন, এটি সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। ২০২৪ সালের। যদিও এই মর্মে মঙ্গলবার রাতে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে পোয়াখালি থানার পুলিশ। রাতেই লাল্লুর বাড়িতে হানা দেওয়া হয়। অভিযুক্তের সন্ধান মেলেনি। যদিও এই ভিডিও ফুটেজে লাল্লুর সঙ্গে থাকা মহম্মদ হানিফকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হানিফের স্ত্রীও পোয়াখালি পুরসভার কাউন্সিলার। সংশ্লিষ্ট থানার আইসি অঙ্কিত কুমার জানান, বিয়ের অনুষ্ঠানে আনন্দে গুলি চালানো বেআইনি।

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা

প্রথম পাতার পর

'এর আগে আমরা বাংলার এসআইআর মামলায় দেখেছি কীভাবে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের আটকে রাখা হয়েছিল। সবকিছু দেখে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত আদালত। পরিস্থিতি অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করতে হয় আদালতকে। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, তাতে চোখ বন্ধ করে থাকা যায় না।' তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা বিচারপ্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছেন। একটা বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং অধিকারিকরা যখন কর্তব্য পালন করছেন, তদন্ত করছেন, সেইসময় তাঁদের ওপর হামলা হল। তাতে রাজ্যের তরফে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে বলা কতটা যুক্তিযুক্ত? আপনারা অনেক আইনি নীতি নিয়ে যুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু আমরা বাস্তব পরিস্থিতি থেকে চোখ সরাতে পারি না, যা রাজ্যে ঘটেছে।'

কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যুক্তি দেন, এই ধরনের ঘটনার ফলে গুরুত্বপূর্ণ নথি বা অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য সরিয়ে ফেলার আশঙ্কা তৈরি হয়। এদিনের শুনানিতে তিনি ইডি'র অবস্থানকে জোরালোভাবে তুলে ধরেন এবং তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগকে গুরুতর বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি, মেনকা গুরুস্বামী এবং সিদ্ধার্থ লুথরা একযোগে ইডি'র দায়ের করা মামলার আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সিংভির যুক্তি, ইডি'র কোনও মৌলিক অধিকার নেই এই তদন্ত করার। তিনি জানান, ইডি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংস্থা, তাই তারা মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে আদালতের কাছে সুরক্ষা চাইতে পারে না। তিনি অভিযোগ করেন, ইডি'র নাম ব্যবহার করে নাগরিকদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা হচ্ছে, এমনকি ডিজিটাল অ্যারেস্টের মতো ঘটনাও ঘটছে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান তুষার মেহতা।

মেনকা গুরুস্বামী তাঁর সওয়ালে বলেন, 'সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ মূলত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য, কোনও সরকারি সংস্থা নিজের স্বার্থে এই ধারা ব্যবহার করতে পারে না।'

তাঁর মতে, যদি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন ওঠে, তবে ১৩১ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হওয়া উচিত, ৩২ নয়। তিনি সতর্ক করে বলেন, 'সরকার যদি নিজেই 'ভিক্টিম' সেজে এই ধারা ব্যবহার করে, তাহলে সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ হবে এবং নাগরিকদের অধিকার দুর্বল হয়ে পড়বে।'

এই প্রসঙ্গে তিনি সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেদকর-এর ভাবনার উল্লেখ করেন। তবে বিচারপতি মিশ্র পালটা জানান, মামলাটি গ্রহণযোগ্য কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা তিনি দেখছেন না।

সিদ্ধার্থ লুথরা যুক্তি দেন, ইডি ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে। একই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবার মামলা করা উচিত নয়। জবাবে বিচারপতি মিশ্র বলেন, 'এখানে কোনও আপিল শোনা হচ্ছে না বরং ইডি'র পিটিশন আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না, সেটাই নির্ধারণ করা হবে।' মামলার পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার হবে। সেদিন ইডি'র পক্ষে সওয়াল করতে পারেন তুষার মেহতা এবং অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু।

বাড়িভাড়া শুধু এক মাসের

প্রথম পাতার পর

থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। এই এক মাস থাকার জন্য সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ভাড়া দিতেও তাঁরা রাজি। বাড়ি মালিকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বেশকিছু ক্ষেত্রে আগাম টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, নগদ টাকা হাতে পেয়ে পুলিশকে জানানো তো দূরের কথা, ভোটার কার্ড বা কোনও পরিচয়পত্রও নিচ্ছেন না ফ্ল্যাট মালিকরা। আনিস তামাং নামে এক ফ্ল্যাট মালিকের কথায়, 'এক মাসের জন্যই তো ওরা থাকবে। কী আর সমস্যা হবে। ভোটের কারণে কোথাও জায়গা পাচ্ছে না বলেই ফ্ল্যাটভাড়ার খোঁজ করছে।'

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অচেনা মুখের আনাগোনা বেড়েছে শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায়। শহর সম্পর্কে তাঁদের ঠিকমতো জানা না থাকলেও ভোটের আবহে হঠাৎ করেই এভাবে ভিনরাজ্য থেকে দলে দলে লোক আসা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

কারা এই নতুন ভাড়াটিয়া? খোঁজ নিতে এদিন ভোরে শালবাড়ি ও দেবীডাঙ্গা এলাকার অলিগলিতে গজিয়ে ওঠা ফ্ল্যাটগুলোতে যাওয়া হয়েছিল। শালবাড়ির একটি চায়ের দোকানেই কয়েকজন তরুণকে আড্ডা মারতে দেখা গেল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ওই তরুণরা সপ্তাহ দুয়েক ধরে এলাকার একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। ওই তরুণদের কাছে গিয়েই প্রশ্ন করা হল, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? ভোটের সময় হঠাৎ? এক তরুণ মৈথিলি ভাষায় বলে উঠলেন, নির্মাণকাজের জন্য বিহার থেকে আমরা এসেছি। ঠিকাদার বলেছেন, এখন আমাদের কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে তিনি পারবেন না। নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে। সেই কারণেই আমরা গ্রুপ করে ফ্ল্যাটভাড়া নিয়ে থাকছি।

প্রশ্ন হচ্ছে, শহরে অচেনা হয়ে এসে শহর সংলগ্ন এলাকায় ফ্ল্যাটভাড়া নেওয়ার পরিকল্পনা তাঁরা কোথা থেকে পেলেন? দেবীডাঙ্গা এলাকায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটি ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন তিনজন। তাঁদের মধ্যেই বিমল সাহানি বললেন, 'আমরা শহরে এসে খোঁজাখুঁজি করে এই ফ্ল্যাট মালিকের সঙ্গে কথা বলে ভাড়া নিয়েছি।'

দেবীডাঙ্গার স্থানীয় এক দোকান মালিক মাধব বর্মন দাবি করলেন, 'এদের সপ্তাহখানেক ধরেই দেখছি। দোকানে আসছে। মুড়ি, আটা নিচ্ছে।' শালবাড়িতে যে ফ্ল্যাটে কয়েকজন তরুণ এসে উঠেছেন, তাঁদের প্রতিবেশী অনুজ থাপার কথা, 'আগে কখনও এঁদের এলাকায় দেখিনি।' ওয়েস্ট জোনের দায়িত্বে থাকা শিলিগুড়ির ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, 'সেক্টর অফিসার থেকে নাকা চেকিংয়ের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক-সবাই সক্রিয় রয়েছেন। বহিরাগত কেউ ঢুকলে নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইনমাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শহরে এমন কী নির্মাণকাজ হচ্ছে যে বাইরে থেকে এভাবে কাজের জন্য লোক আসছেন? এই নতুন ভাড়াটিয়ারা সকালে কাজের নামে বেরিয়ে রাতে ফিরছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এমনকি মাঝেমধ্যে তাঁরা স্থানীয়দের কাছ থেকে বিভিন্ন জায়গা নিয়ে খোঁজখবর করছেন।

এদিকে, একটি রাজনৈতিক দলের তত্ত্বাবধানে একটি ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় লোক জমায়েত করার পর এদিন সকালে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শহর সংলগ্ন এলাকায় নতুন ভাড়াটিয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তর্জা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রিয়ালের বক্তব্য, 'আমরা সমস্ত বিষয়টাই জানি। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি মানিক আরোরা বলেন, 'আসলে বাইরে থেকে লোক এনে ঝামেলা করার সংস্কৃতি তো তৃণমূলের। ওরাই এসব করছে।'

রিসর্টে নজরদারি

লাটাগুড়ি, ২২ এপ্রিল : নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে শিলিগুড়ি সহ দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুরের মতো পর্যটনকেন্দ্রে হোটেল ও লজ ছেড়ে পর্যটকদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সরাসরি কোনও নির্দেশিকা জারি না করলেও মাল মহকুমার লাটাগুড়ি ও মূর্তি এলাকার বিভিন্ন রিসর্টে কড়া নজরদারি চলছে পুলিশের। সমস্ত পর্যটকের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি রিসর্টের রেজিস্টার খুঁটিয়ে দেখছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সন্দেহজনক কিছু নজরে এলে দ্রুত পুলিশকে খবর দিতে।

মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার বলেন, 'পুলিশের একটি বিশেষ দল বিভিন্ন রিসর্টে গিয়ে রেজিস্টার খতিয়ে দেখছে।'

বাবার দিকে ক্যামেরা চান অভিষেক!

হায়দরাবাদ, ২২ এপ্রিল : বাইশ গজে অভিষেক শর্মা মানে সবার নজর তাঁর দিকে। প্রতিটি ক্যামেরার লক্ষ্যও তিনি। অভিষেক যদিও চাইছেন, যখন তিনি ব্যাট করবেন একটা ক্যামেরা যেন থাকে বাবার দিকেও! তাহলে মজাদার সব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে! দিল্লি ক্যাপিটালসকে কার্যত গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর এমনই অদ্ভুত আবদার করেছেন অভিষেক।

৬৮ বলে বিস্ফোরক ১৩৫। প্রথম পঞ্চাশ ২৫ বলে। পরেরটা ২২ বল। মোট ১০টি চার ও ১০ ছক্কায় দিল্লির বোলারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেছেন। গ্যালারিতে বসে যা উপভোগ করেছেন অভিষেকের বাবাও। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নেওয়ার সময় বাবার কথাই টেনে আনেন। ক্রিকেট জার্নিতে বাবার অবদানের কথা তুলে ধরেন।

রাজীব গান্ধি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঝড় বইয়ে দেওয়া অভিষেক বলেছেন, 'অনূর্ধ্ব-১২ দলের হয়ে খেলার সময় থেকে বাবা প্রতিটি ম্যাচে সাইট স্ক্রিনের পাশে বসে আমার খেলা দেখত। যখন আমি নন স্ট্রাইকার প্রান্তে থাকি, তখন গ্যালারি থেকে বাবা আমাকে বোঝাতে থাকে কোন শট খেলতে হবে। পরের ম্যাচে বাবার দিকে একটা ক্যামেরা রাখলে দেখতে পাবেন বাবা কী করে!'

চলতি বছরে প্রচুর ওঠাপড়া দেখেছেন। টি২০ বিশ্বকাপ ভারত চ্যাম্পিয়ন হলেও ভালো কাটেনি অভিষেকের। একের পর এক শূন্য রানের ইনিংস প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে গত ম্যাচেই স্বমেজাজে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে একেবারে পুরো পিকচার!

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অপরাজিত শতরান করেছেন, হয়েছিলেন ম্যাচের সেরাও। একইসঙ্গে আপাতত চলতি আইপিএলে সর্বাধিক রান অভিষেক শর্মার। কমলা টুপি ও একঝাঁক পুরস্কার নিয়ে মাঠেই বসে পড়লেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের এই তারকা ব্যাটার।

ফ্রিজে ৬৮ বল খেলে পুরো ২০ ওভার অপরাজিত থেকে ফিরেছেন। কৃতিত্বটা দলের সাপোর্ট স্টাফ জেমস ফ্র্যাঙ্কলিনকে দিচ্ছেন। অভিষেক বলেছেন, 'পুরো ২০ ওভার ফ্রিজে টিকে থাকার পরামর্শটা ফ্রাঙ্কিই দিয়েছিল। সম্ভবত প্রথমবার কুড়ি ওভার ফ্রিজে কাটালাম। পিচ খুব সহজ ছিল না। রান পেতে ভালো ব্যাটিং দরকার ছিল। আর নিশ্চিত ছিলাম, বড় স্কোর করলে জয় আটকাবে না। সেই চেষ্টাই করেছি।'

আইপিএলে দ্বিতীয় শতরান। গতবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ১৪১ করেছিলেন। এদিন ১৩৫। অভিষেকের কথায়, কমলা জার্সি গায়ে চাপালে বাড়তি তাগিদ অনুভব করেন। হায়দরাবাদের হয়ে সাফল্যের অনুভূতি সবসময় স্পেশাল। পাশাপাশি হেনরিচ ক্লাসেনের কথা টেনে অভিষেকের সংযোজন, 'ডেথে ব্যাটিং করার অভিজ্ঞতা সেই অর্থে আমার নেই। মূলত শুরুতে খেলি। তাই সমস্যা হচ্ছিল শেষদিকে। কিন্তু ক্লাসেনের ইনিংস (১৩ বলে ৩৭) আমার চাপ কমিয়ে দেয়।'

বাবা বা কোচ নন, দিল্লি-বধের ধুন্ধুমার সেঞ্চুরি উৎসর্গ করছেন দিদিকে। ভাইয়ের খেলা মানে গ্যালারিতে দিদি। কিন্তু অসুস্থতার কারণে সানরাইজার্স-দিল্লি ম্যাচে মাঠে আসতে পারেননি। অভিষেক জানান, দিদির শরীর খারাপ। তাই আসেননি। এদিনের সেঞ্চুরিটা দিদিকেই উৎসর্গ করছেন। টি২০-তে অভিষেকের নবম সেঞ্চুরি। যার সুবাদে বিরাট কোহলির নজিরও ছুঁয়ে ফেলেন। একইসঙ্গে

> **যখন আমি নন স্ট্রাইকার প্রান্তে থাকি, তখন গ্যালারি থেকে বাবা আমাকে বোঝাতে থাকে কোন শট খেলতে হবে। পরের ম্যাচে বাবার দিকে একটা ক্যামেরা রাখলে দেখতে পাবেন বাবা কী করে!**
>
> **-অভিষেক শর্মা**

সবাইকে পিছনে ফেলে অরেঞ্জ টুপির মালিকানাও দখল করেছেন অভিষেক (৩২৩ রান)।

অভিষেকের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি সতীর্থ এশান মালিঙ্গার (৩২/৪) দুরন্ত বোলিং অঘটনের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। শ্রীলঙ্কান তারকার দাবি, গত ম্যাচে যে পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন, দিল্লির বিরুদ্ধে তা পরিবর্তন করেননি। মূল লক্ষ্য ছিল পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন। পুরোনো বলে রিভার্স সুইং কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। সফলও হয়েছেন। ২৪৩ রানের জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে দিল্লি শেষপর্যন্ত ১৯৫ রানে আটকে যায়।

ব্যাটিং অনুশীলনে রোহিত শর্মা (বাঁয়ে)। উইকেটকিপিং স্কিলে শান দিয়ে নিচ্ছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। বুধবার মুম্বইয়ে।

মাহি-প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা

মুম্বই, ২২ এপ্রিল : দেখতে দেখতে উনিশতম আইপিএলে বেশ কিছুদিন পার। গ্রুপ লিগে প্রথম পর্বের খেলা প্রায় শেষ দিকে। যদিও এখনও হলুদ জার্সিতে মাহি-ম্যানিয়ায় মেতে ওঠার সুযোগ মেলেনি। চোটের কারণে শুরুর আগেই মাঠের বাইরে। হাফডজন ম্যাচ খেলে মহেন্দ্র সিং ধোনিহীন চেন্নাই সুপার কিংস রীতিমতো ধুঁকছে।

জোড়া জয়ে চার পয়েন্ট। লিগ টেবিলের অষ্টম স্থানে লিগের সফলতম দল। এহেন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে 'এল ক্লাসিকো'-র চ্যালেঞ্জ চেন্নাইয়ের সামনে। হাইভোল্টেজ ম্যাচের পারদ চড়িয়ে ফের অপেক্ষা মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্য।

চলতি আইপিএলে প্রথমবার মাঠে মাহি, এমন ইঙ্গিত টিম সূত্রে। মুম্বইয়ে পা রাখার পর থেকে টানা অনুশীলনে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। শারীরিক কসরত থেকে নেট সেশন, উইকেটকিপিং-কোনও কিছু বাদ নেই। প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাকে যা আরও উসকে দিয়েছে।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন তো দাবিও করলেন, ধোনি একশোভাগ ম্যাচ ফিট। বলেছেন, 'কখনও নেটে ধোনিকে কিপিং করতে দেখিনি। যা বুঝিয়ে দেয় ও পুরোপুরি ফিট এবং প্রস্তুত মাঠে ফেরার জন্য। উইকেটকিপিং-ব্যাটার, দুই দায়িত্বই ও সামলাবে। আমি নিশ্চিত মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে কাল খেলবে।'

ফেরার অপেক্ষায় রোহিত শর্মাও। চলতি লিগে একাধিক ম্যাচ খেলে রানও পেয়েছেন। কিন্তু হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে গত কয়েক ম্যাচে ডাগআউটে। দলের হাল ধরতে আগামীকাল ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে রোহিতকে খেলানোর ভাবনা।

হাফডজন ম্যাচে দুটি জয়ে সাত নম্বরে রয়েছে মুম্বই। ঠিক পিছনেই হলুদ ব্রিগেড। কাল পরস্পরকে ছাপিয়ে গিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নেওয়ার পালা।

আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

আড্ডায় তিলক ভার্মা ও ডিওয়াল্ড ব্রেভিস

ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চে ধোনি ও রোহিত স্পর্শে অক্সিজেন পাওয়ার বাড়তি তাগিদ।

মাহির সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের মাঝে শিরেসংক্রান্তি আয়ুষ মাত্রের ছিটকে যাওয়া। আয়ুষের জায়গাতেই ধোনি ফিরছেন। ভাবনায় রয়েছে উইকেটকিপার-ব্যাটার উর্ভিল প্যাটেলও। অল্প সুযোগে ইতিমধ্যেই ছাপ রেখেছেন উর্ভিল। তবে ব্যাটিংয়ে সঞ্জু স্যামসনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

প্রথম কয়েক ম্যাচের ব্যর্থতা ঝেড়ে হলুদ জার্সিতে শতরানও পেয়েছেন সঞ্জু। ফর্মটা ধরে রাখার তাগিদ থাকবে। ডিওয়াল্ড ব্রেভিস মিডল অর্ডারে ভরসার জায়গা। তবে সরফরাজ খান ভালো শুরুটা কাজে লাগাতে পারছেন না।

এল ক্লাসিকোয় আজ রোহিতও

অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাল আরও খারাপ। সমাধান কীভাবে হবে? উত্তর বোধহয় নেই হেডকোচ স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের কাছেও।

মুম্বইয়ের হালও প্রায় এক। ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতার অভাব। রানের মধ্যে নেই সূর্যকুমার যাদব। বাকিরাও একই পথে। তবে গত গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে দাপুটে জয় পেয়েছে মুম্বই। ব্যাডপ্যাচ কাটিয়ে দুরন্ত সেঞ্চুরিতে দলকে দ্বিতীয় জয় এনে দিয়েছেন তিলক ভার্মা। রান পাচ্ছেন নমন ধীরও। বোলিংয়ে অশ্বনী কুমারের চমক।

ষষ্ঠ ম্যাচে প্রথম উইকেট পেয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহও। স্বস্তি বাড়িয়ে অলরাউন্ডার উইল জ্যাকস দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আগামীকাল ঘরের মাঠে চেন্নাই-বধে স্বস্তিটা আরও বাড়িয়ে নিতে চাইবে হার্দিক পান্ডিয়ার দল।

অতীত পরিসংখ্যানে নীতা আম্বানির মুম্বই (২১-১৯) কিছুটা এগিয়ে। শেষ পাঁচ টক্করে অবশ্য টেক্কা দিয়েছে চেন্নাই। চারবার হারিয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মুম্বইকে। আগামীকাল? ফলাফল ছাপিয়ে ভক্তরা মুখিয়ে প্রিয় 'থালার' মাঠে ফেরার অপেক্ষায়।

গুকেশকে পরামর্শ আনন্দের

'সমালোচনা ভুলে খেলায় মন দাও'

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : দুই বছরও হয়নি এখনও, ইতিহাস গড়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ডোম্মারাজু গুকেশ। সেই সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়েছে অন্য এক লড়াই।

ফর্মের ওঠানামা, রেটিং পয়েন্টে পতন এবং সমালোচনা। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পারফরমেন্স উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলেছে উজবেকিস্তানের উদীয়মান প্রতিভা জাভোখির সিন্দারভের দুরন্ত উত্থান। সাম্প্রতিক সময়ে গুকেশের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসছে তাঁর নাম। এই পরিস্থিতিতে গুকেশকে অভিজ্ঞ আনন্দের পরামর্শ, 'যা তোমার নিয়ন্ত্রণে, সেটাতেই মন দাও। বাইরের কথায় গুরুত্ব দিলে চলবে না।' বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং দায়বদ্ধতার কথাও মনে করিয়ে দিয়ে আনন্দ বলেছেন, 'এই সাফল্যের মূল্য অনেক সময় বোঝা যায় না, যতক্ষণ না তা হারাতে হয়। সমস্ত প্রশ্নের জবাব একটাই, বোর্ডে ভালো ফলাফল।'

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মুকুট মাথায় তোলার পর প্রত্যাশার চাপ নতুন কিছু নয়। একইসঙ্গে ব্যর্থ হলে সমালোচনা। এই মুহূর্তে সেই লড়াইটাই লড়ছেন ভারতের তারকা দাবাড়ু।

দিল্লির হারে কাঠগড়ায় অক্ষর

প্রশংসিত 'অধিনায়ক' ঈশান

হায়দরাবাদ, ২২ এপ্রিল : শেষ চার ম্যাচে তিনটি হার।

হার ছাপিয়ে মঙ্গলবার রাতের ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে দিল্লি ক্যাপিটালসের অসহায় আত্মসমর্পণ, ভুল স্ট্র্যাটেজি নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। কাঠগড়ায় অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল। অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ব্যাটিং দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দিলেও দায় এড়াতে পারবেন না দিল্লি-অধিনায়কও।

বিশেষত, ট্রাভিষেক (ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মা) জুটির সামনে নতুন বলে নীতীশ রানাকে আনার পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ম্যাচ শেষে যে বিতর্ককে পাত্তা দিতে নারাজ অক্ষর। পালটা দাবি, পরিকল্পনা ঠিকই ছিল। মূল সমস্যা পরিকল্পনামাফিক বল করতে না পারা। বোলারদের সামগ্রিক যে ব্যর্থতার খেসারত দিতে হয়েছে।

যদিও অ্যারন ফিঞ্চের মতো অনেকে অক্ষরের যুক্তি মানতে নারাজ। দাবি, শুরুতেই স্পিনার আনার ভাবনা থাকলে অক্ষর নিজে আসতে পারতেন। কুলদীপ যাদবও ছিল। কিন্তু অনিয়মিত নীতীশকে (৪ ওভারে ৫৫ রান দিয়ে উইকেটহীন) দিয়ে বোলিং ওপেন করে কার্যত হেড-অভিষেকের কাজ সহজ করে দেয় দিল্লি।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ বলেছেন, 'হাতে দুজন প্রথমসারির স্পিনার রয়েছে। অক্ষর প্যাটেল নিজে এবং কুলদীপ যাদব। অথচ, দুজনে মিলে ৪ ওভার বল করল! অনিয়মিত স্পিনার নীতীশ সেখানে একাই চার ওভার! তাও আবার বোলিং ওপেন! আমি এর কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।'

প্রশ্ন উঠছে দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে।

ফিঞ্চের মতে, অক্ষর-কুলদীপরা ভারতীয় দলে নিয়মিত প্লেয়ার। দায়িত্বটা নেওয়া উচিত ছিল নিজেদেরই। বলেছেন, 'ব্যর্থতার দায়িত্ব অধিনায়ক, দলের সিনিয়ার প্লেয়ারদেরও। ভারতীয় দলে নিয়মিত খেলা সহজ প্রাপ্তি নয়। বড় অর্জন। অক্ষর আবার দুটি বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্যও। অথচ, নিজের ওপরই বিশ্বাস রাখতে পারেনি! বাঁহাতি ব্যাটারের যুক্তিতে চাপের মুখে বোলিং এড়িয়ে গেল!'

অক্ষর যখন সমালোচনার মুখে, তখন প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদের অধিনায়ক ঈশান কিষান প্রশংসায় ভাসছেন। প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে প্রথমবার আইপিএল দলকে নেতৃত্বের গুরুভার। ক্রমশ যে দায়িত্বে মানিয়েও নিচ্ছেন। যার প্রশংসা করে ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের পরামর্শ কামিন্স দলে ফিরলেও ঈশানকেই অধিনায়কের দায়িত্বে রেখে দেওয়া উচিত।

বাঙ্গার বলেছেন, 'বোলারদের মুনশিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করছে ঈশান। কোন ব্যাটারের বিরুদ্ধে কোন বোলারকে ব্যবহার করা উচিত, সেই ধারণা বেশ পরিষ্কার। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তও নিচ্ছে। পুরো নিয়ন্ত্রণ রেখেই দলকে নেতৃত্ব দিল। দিল্লির বিরুদ্ধে স্পিনারদের যেভাবে ব্যবহার করেছে, তা প্রশংসনীয়। আমার মতে, কামিন্স ফিরলেও ঈশানকেই রেখে দেওয়া উচিত অধিনায়ক পদে।'

রোহিতের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী শ্রীকান্ত

মুম্বই, ২২ এপ্রিল : তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পারেননি।

তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর চাহিদা মূল্য পায়নি। ঠিক সেই কারণেই ২০১১ সালে দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপে ভারতীয় স্কোয়াডে জায়গা পাননি রোহিত শর্মা। কিন্তু হিটম্যানের সেই দলে থাকা উচিত ছিল। এমন কথা বুধবার জানিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ২০১১ বিশ্বকাপের সময় ভারতীয় দলের অন্যতম জাতীয় নির্বাচক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। ২০১১ সালের একদিনের বিশ্বকাপের ভারতীয় দলে জায়গা না পাওয়া রোহিতের কাছে পরবর্তী সময়ে ক্ষমাও চেয়েছেন শ্রীকান্ত।

হিটম্যান তখন উঠতি তারকা। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফর্ম করে নজর কেড়েছেন। মহেন্দ্র সিং ধোনির টিম ইন্ডিয়ার একদিনের বিশ্বকাপ অভিযানের আসরে রোহিত সুযোগ পেতে পারেন, এমনটা মনে হয়েছিল। পনেরো বছর আগে সেই বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের সময় রোহিতের নাম নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। কিন্তু দলের কম্বিনেশন ও অলরাউন্ড দক্ষতার ক্রিকেটারের প্রয়োজনীয়তার কারণে হিটম্যান জায়গা পাননি। মাঝে পার হয়ে গিয়েছে অনেকটা সময়। সেদিনের জাতীয় নির্বাচক শ্রীকান্ত নিজেই এখন প্রাক্তনদের দলে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রোহিতও দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু রোহিতকে মাহির বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলে রাখতে না পারার যন্ত্রণা এখনও তাড়া করছে শ্রীকান্তকে। তাঁর কথায়, 'রোহিতের জন্য এখন খারাপ লাগে। গত বছর এক অনুষ্ঠানের মাঝে রোহিতকে আমার মনের কথা জানিয়েছি আমি। ২০১১ সালের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ওকে রাখতে না পারার জন্য ক্ষমাও চেয়েছি। আসলে সেই সময় ধোনির ভারতীয় দলের কম্বিনেশনের জন্য কয়েকজন অলরাউন্ডারকে সুযোগ দিতে হয়েছিল।'

অলরাউন্ডারদের সেই তালিকায় সবার প্রথমে নাম ছিল যুবরাজ সিংয়ের। বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছিলেন যুবি। ব্যাট হাতে ৩৬২ রান করার পাশে ১৫টি উইকেটও নিয়েছিলেন অলরাউন্ডার যুবরাজ। সেই প্রসঙ্গ টেনে শ্রীকান্ত আজ বলেছেন, '২০১১ সালে ভারতীয় দল বিশ্বকাপ জিতেছিল। ২৮ বছরের অপেক্ষার অবসান হয়েছিল। আর সেই সাফল্যে বিশাল অবদান ছিল যুবরাজের। আজ পিছন ফিরে তাকালে মনে হয়, অলরাউন্ডারদের নেওয়ার সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল সেদিন।'

চোট সারিয়ে খোশমেজাজে রোহিত শর্মা। বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

রাবাদার ধূমপানের ভিডিও আপাতত ভাইরাল নেটপাড়ায়।

ধূমপান বিতর্কে রাবাদা

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : ফের বিতর্কে প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাদা। তবে বোলিং পারফরমেন্স নয়, প্রকাশ্যে ধূমপান করে।

সম্প্রতি একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি খোলা জায়গায় ধূমপান করছেন রাবাদা। ক্রিকেটে ধূমপান করাটা কোনও অ্যান্টিডোপিং নিয়ম কিংবা পেশাদার আচরণবিধি ভঙ্গের মধ্যে পড়ে না। তবুও রাবাদার মতো একজন তারকাকে ধূমপান করতে দেখে সমালোচনায় মুখর ক্রিকেটপ্রেমীরা। যদিও ধূমপান বিতর্ককে বাদ দিলে বল হাতে কিন্তু দারুণ ছন্দে আছেন প্রোটিয়া তারকা। এখনও পর্যন্ত ৬ ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছেন তিনি।

তৃতীয় ডিভিশনে নামল লেস্টার

লেস্টার, ২২ এপ্রিল : ফুটবল বিশ্বকে চমকে দিয়ে ২০১৫-'১৬ মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় লেস্টার সিটি। গত মরশুমে ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ইএফএল চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে গিয়েছিল তারা। তার আগে আরও একবার অবনমন হলেও ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ লিগে ফিরে এসেছিল লেস্টার। কিন্তু এবার আর প্রিমিয়ারে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হল না। পরের মরশুমে তৃতীয় ডিভিশন লিগে খেলতে হবে লেস্টার সিটিকে। মঙ্গলবার ইএফএল চ্যাম্পিয়নশিপে হাল সিটির বিপক্ষে ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র করে লেস্টার। এই পয়েন্ট নষ্টের পর ৪৪ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে শেষ থেকে দুই নম্বরে রয়েছে তারা। শেষ দুই ম্যাচ জিতলেও অবনমন বাঁচানো সম্ভব নয় তাদের পক্ষে।

এবার ক্রিকেটে পা বেলিংহামের

মাদ্রিদ, ২২ এপ্রিল : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগা মিলিয়ে শেষ ৪ ম্যাচ জয়ের মুখ দেখেনি রিয়াল মাদ্রিদ। মঙ্গলবার রাতে ২-১ গোলে আলাভেসকে হারিয়ে অবশেষে জয়ে ফিরল তারা। দুই অর্ধে দুটি গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে (৩০ মিনিট) ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ার (৫০ মিনিট)। অন্যদিকে, দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে টনি মার্নিটেজ আলাভেসের একটি গোল শোধ করেন।

এই জয়ে ৩২ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রইল রিয়াল। এক ম্যাচ কম খেলে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সংগ্রহ ৭৯ পয়েন্ট। লিগ জয়ের আশা ক্ষীণ। তবুও হাল ছাড়তে নারাজ রিয়াল কোচ আরভারো আরবেলোয়া। তাঁর কথায়, 'অঙ্কের দিক থেকে এখনও আমাদের সুযোগ রয়েছে। যেদিন সুযোগ শেষ হয়ে যাবে সেদিন বার্সেলোনাকে অভিনন্দন জানাব। ততদিন পর্যন্ত লড়াই করে যেতে হবে।'

জয়ের দিনই আর একটি সুখবর এসেছে রিয়াল শিবির থেকে। তাদের ইংরেজ মিডফিল্ডার জুডে বেলিংহাম হান্ড্রেড ফ্যাঞ্চাইজি লিগের দল বার্মিংহাম ফোনিক্স দলের ১.২% মালিকানা কিনেছেন। যার অর্থ ১ মিলিয়ন ইউরো। বার্মিংহাম সিটি ক্লাবের অ্যাকাডেমি থেকেই ফুটবল যাত্রা শুরু বেলিংহামের। তিনি বলেছেন, 'আমি বার্মিংহামকে ভালোবাসি। এই শহর আমাকে যা দিয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে আমি ক্রিকেটেরও ভক্ত। তাই সুযোগটা লুফে নিতে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি আমায়।'

অন্যদিকে, সামনের মরশুমের রিয়ালের কোচ হিসেবে সামনে এসেছে বায়ার্ন মিউনিখের প্রাক্তন এবং বর্তমানে জার্মানির জাতীয় দলের কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান এবং হোসে মোরিনহোর নাম। মোরিনহো ২০১০-'১৩ রিয়ালের দায়িত্ব সামলেছেন।

গোলের জন্য কিলিয়ান এমবাপেকে আলিঙ্গন আর্দা গুলেরের।

বন্ধ বিরাটের রেস্টুরেন্ট

বেঙ্গালুরু, ২২ এপ্রিল : বন্ধ হয়ে গেল বেঙ্গালুরুর জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট 'ওয়ান৮ কমিউন'। একসময় বাগিচা শহরের এই রেস্টুরেন্টটির অন্যতম মালিক ছিলেন খোদ বিরাট কোহলি। কিন্তু পরে তিনি 'ওয়ান৮ কমিউন'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। বিরাট সরে যাওয়ার পর থেকে গ্রাহক সংখ্যা কমে যায় ও রেস্টুরেন্টটি প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ভাড়া না দেওয়ার কারণে 'ওয়ান৮ কমিউন' বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় ময়দান কাপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে খুদেদের সঙ্গে দড়ি টানাটানি খেলায় মেতেছেন শচীন তেন্ডুলকার। বুধবার।

‘মুকুল ভূত’ তাড়ানোর ভাবনা শুরু নাইটদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : একটা জয় এসেছে। ছবিটা সামান্য হলেও বদলেছে। কিন্তু বদলের তো আরও বাকি।

সেই বদলের ছন্দ ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়েই বুধবার বিকেলে কলকাতা থেকে লখনউ পৌঁছে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এমন দিনে লখনউয়ে পা রাখলেন আজিঙ্কা রাহানেরা, যেদিন ঘরের মাঠে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলল লখনউ সুপার জায়েন্টস। মহম্মদ সামি, মহসিন খানরা বল হাতে শুরুতেই বৈভব সূর্যবংশীদের উপর চাপ তৈরি করলেন। যা নাইট শিবিরেও রক্তচাপ বাড়িয়ে দিল।

শুধু তাই নয়, ‘মুকুল ভূত’ তাড়ানোর চ্যালেঞ্জও রয়েছে রাহানেদের অন্দরমহলে। এই তো কয়েকদিন আগের কথা। ইডেন গার্ডেন্সে লখনউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে তিন উইকেটে হারতে হয়েছিল নাইটদের। প্রায় জেতা ম্যাচ নাইটদের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন অখ্যাত থেকে বিখ্যাত হয়ে ওঠা মুকুল চৌধুরী। সেই মুকুলকে থামানোর পরিকল্পনা শুরু করেছেন অভিষেক নায়াররা। সঙ্গে শ্রীলঙ্কার জোরে বোলার মাথিশা পাথিরানা দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর রবিবারের লখনউ ম্যাচে তাঁকে খেলানোর পরিকল্পনাও শুরু হয়েছে কেকেআরের অন্দরে।

ঋষভ পন্থদের টক্কর নিতে দলের সঙ্গে লখনউ পৌঁছে গেলেন কেকেআরের শ্রীলঙ্কান পেসার মাথিশা পাথিরানা। বুধবার।

সাত ম্যাচে পয়েন্ট এখন তিন। প্লে-অফ নিশ্চিত করতে হলে শাহরুখ খানের দলকে এখন বাকি থাকা সব ম্যাচে জিততেই হবে। এক বা দুইটি ম্যাচে হার মানেই প্লে-অফ স্বপ্নের জলাঞ্জলি। এমন অবস্থায় আজ বিকেলে লখনউ পৌঁছানোর পর সন্ধ্যা থেকে রিয়ান পরাগ বনাম ঋষভ পন্থদের ম্যাচের দিকে নজর ছিল কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের। রাতের দিকে লখনউয়ে নাইটদের সংসারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আগামীকাল থেকে নয়া উদ্যমে অনুশীলন শুরু হচ্ছে। তার আগে লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামের মন্থর বাইশ গজ নিয়েও চর্চা হয়েছে দলের অন্দরে।

দল লখনউয়ে পৌঁছানোর আগে সতীর্থ অনুকূল রায় ও স্ত্রী প্রিয়া সরোজকে নিয়ে বেনারসে সময় কাটালেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু সিং।

সঙ্গে রয়েছে কেকেআরের ব্যাটিং নিয়েও উদ্বেগ। বোলিংয়ের বেহাল দশা পুরো বদলেছে, এমন নয়। যদিও শেষ ম্যাচে কেকেআরের দুই রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণরা ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে রবিবার ঋষভদের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেই রহস্য স্পিনারদের উপর ফের ভরসা রাখতে হবে অধিনায়ক রাহানেকে। সঙ্গে বদলাতে হবে দলের ব্যাটারদের মানসিকতাও। লখনউয়ের পেস শক্তি সাংঘাতিক। সামি-মহসিনদের পাশে মায়াঙ্ক যাদব, প্রিন্স যাদবরাও রয়েছেন। স্পিনার হিসেবে রয়েছেন দিগবেশ রাঠি। ঋষভদের এমন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে নিজেদের নতুনভাবে মেলে ধরার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে নাইটদের অন্দরে। এখন দেখার, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে কীভাবে নতুন শুরু করতে পারেন রাহানেরা।

টানা চার ম্যাচ হেরে কেকেআরের সামনে ঋষভরা

বোলারদের মৃগয়ায় জয় রাজস্থানের

রাজস্থান রয়্যালস- ১৫৯/৬
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১১৯

লখনউ, ২২ এপ্রিল : ব্যাটিং সর্বস্ব টি২০ ক্রিকেটে বুধবারটা ছিল একটু অন্যরকম। অনেকটা যেন চেনা রুটিনের বাইরে বেরিয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়া। যেখানে এদিন লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামকে মৃগয়া বানিয়ে ফেললেন বোলাররা। দিনশেষে লখনউ সুপার জায়েন্টসকে ৪০ রানে হারিয়ে মাঠ ছাড়ল রাজস্থান রয়্যালস। লখনউ সেখানে টানা চার ম্যাচে হারের লজ্জা নিয়ে রবিবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি হবে।

হারের হ্যাটট্রিক করে এদিন নেমেছিল ঋষভ পন্থের লখনউ। রাজস্থানের সামনে ছিল হারের হ্যাটট্রিক বাঁচানোর লড়াই। রাজস্থানকে শুরুতেই ব্যাকফুটে ঠেলে দিতে টসে জিতে ফিল্ডিং নেন লখনউ অধিনায়ক ঋষভ। তাঁর প্রত্যাশা পূরণে বেশি দেরি করেননি মহম্মদ সামি (৩০/২)। নিজের দ্বিতীয় ওভারে টানা তিনটি বাউন্ডারি খাওয়ার পর শেষ দুই বলে তুলে নেন যশস্বী জয়সওয়াল (২২) ও ধ্রুব জুরেলকে (০)। এর মধ্যে জুরেলকে করা ডেলিভারিটা এবারের আইপিএলের সেরা হবে কিনা, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে কঠিন পিচে ৪৬ রান করেছিলেন বৈভব। এদিন অবশ্য বৈভব শো চলেনি। নিজের প্রথম ওভারে টানা পাঁচটি ডট বল করার পর বৈভবকে (৮) ফিরিয়ে দেন মহসিন খান (১৭/২)। তবে আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততম ৫০০ রানের নজির গড়লেন বৈভব (২২৭ বলে)। ভাঙলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের (২৬০ বলে) রেকর্ড।

প্রিন্স যাদব (২৯/২) রাজস্থানের মিডল অর্ডারের ‘দায়িত্ব’ নেওয়ায় ৭৭/৫ হয়ে যান রিয়ান পরাগরা (২০)। সেখান থেকে রাজস্থানকে ১৫৯/৬ স্কোরে পৌঁছে দেওয়ার কারিগর রবীন্দ্র জাদেজা (২৯ বলে অপরাজিত ৪৩)। প্রথমে ডোনোভান ফেরেইরার (২০) সঙ্গে ৩৩ রানের জুটি গড়েন তিনি। পরে শুভম দুবেকে (১৯) সঙ্গে নিয়ে স্কোরবোর্ডে জোড়েন ৪৯ রান। ৪ ওভারে ৫৬ রান খরচ করলেও মায়াঙ্ক যাদব মরশুমে প্রথমবার সুযোগ পেয়েই এক্সপ্রেস গতিতে তাক লাগিয়েছিলেন।

হিম্মত সিংকে ফিরিয়ে নোটবুক সেলিব্রেশনে লখনউ সুপার জায়েন্টসের দিগবেশ রাঠিকে পালটা দিলেন রবি বিষ্ণোই (উপরে)। নিকোলাস পুরানকে আউট করে রবীন্দ্র জাদেজা যেন বোঝাতে চাইলেন, তোমাকে আমি পকেটে রাখি।

লখনউ রানতাড়ায় নামার পর পালা ছিল রাজস্থানের বোলারদের। প্রথম ওভারে যার শুরুটা হয় আয়ুষ বাদোনির (০) রানআউটে। এরপর জোফ্রা আর্চার (২০/৩), নান্দ্রে বার্জারের (২৭/২) পেসের সামনে আয়ারাম-গয়ারামের দলে নাম লেখান ঋষভ (০), আইডেন মার্করাম (০)। নিকোলাস পুরানকে (২২) নিয়ে ৪৩ রানের জুটিতে ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা করেছিলেন মিচেল মার্শ (৫৫)। কিন্তু পুরানকে ফিরিয়ে দেন জাদেজা (২৯/১)। হিম্মত সিং (১৫) ও মুকুল চৌধুরীকে (৭) আউট করে লখনউয়ের মিডল অর্ডার ভাঙেন রবি বিষ্ণোই (২৩/১) এবং ব্রিজেশ শর্মা (১৮/২)। উইকেট পেয়ে ‘নোটবুক সেলিব্রেশন’-এ দিগবেশ রাঠিকে পালটা দেন বিষ্ণোই। বার্জার লখনউয়ের ‘শিবরাত্রির সলতে’ মার্শকে ফেরাতেই জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল রাজস্থান। শেষ স্পেলে লখনউয়ের ‘ল্যাজ’ ছেঁটে ফেলেন ব্রিজেশ ও আর্চার। লখনউ অল আউট হয় ১১৯ রানে।

বরখাস্ত চেলসির কোচ

লন্ডন, ২২ এপ্রিল : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা পাঁচ ম্যাচে হার। ১৯১২ সালের পর যা চেলসির ইতিহাসে প্রথমবার। ফলে আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার স্বপ্ন ক্রমশই ফিকে হয়ে আসছে চেলসির। মঙ্গলবার রাতে অ্যাওয়ে ম্যাচে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের কাছে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে ‘দ্য ব্লুজ’। যার জেরে চাকরি গেল চেলসির কোচ লিয়াম রোজেনিয়রের। বাকি মরশুম সহকারি কোচ ক্যালাম ম্যাকফারলেন দায়িত্ব সামলাবেন। এনজো মারেস্কাকে সরিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারিতে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে এসেছিলেন লিয়াম। কিন্তু তাঁর অধীনে সব ধরণের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মাত্র ১১টি ম্যাচ জিতেছে চেলসি। মঙ্গলবার রাতে গোল করেন ফার্দি কাদিওগ্লু, জাক হিনসেলউড ও ড্যানি ওয়েলবেক। ৩৪ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে চেলসি। মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় খেলতে গেলে শেষ চার ম্যাচ জেতা ছাড়া উপায় নেই ব্লুজ শিবিরের। নাহলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ তো দূর, কনফারেন্স লিগেও হয়তো দেখা যাবে না চেলসিকে।

চ্যাম্পিয়ন আরএসএ

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : সিএবি-র অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আরএসএ। বুধবার তারা ১১৭ রানে ডিসিএ ধূপগুড়িকে হারিয়েছে। এদিন আরএসএ প্রথমে ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮২ রান তোলে। দেবজিৎ ঘোষ ৪০ ও আলিফ হাসান রব্বানি ৩৫ রান করে। অভিনব দাস ২৮ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে ধূপগুড়ি ৬৫ রানে গুটিয়ে যায়। শুভজিৎ সিংহরায় ৮ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে ম্যাচের সেরা আলিফও (৬/৩)।

অন্যদিকে রানার্স হয়েছে ফালাকাটা টাউন ক্লাব। তারা ৪ উইকেটে প্লেয়ার্স একাদশ ওয়াইসিসিসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে প্লেয়ার্স ৮৫ রানে সব উইকেট হারায়। দেব বাসফোর রানে ফেলে দেয় ৫ উইকেট। জবাবে টাউন ২৪ ওভারে ৩১ রান করে। শচীন কার্জি ১৩ ৬ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। রনি বিশ্বাস ১৯ রান করে। ঋক রায় ২৬ রানে নেয় ২ উইকেট।

খেতাব জয়ের পর আরএসএ। ছবি : অনীক চৌধুরী